কাশী মাহাত্ম্য

মূল এবং বঙ্গানুবাদ।

শ্রী নিবারণ চন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
অনুবাদিত এবং প্রকাশিত
দশাশ্বমেধ ঘাট
৺কাশীধাম

অমর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

ভূমিকা ॥

সচরাচর সাধারণ জন গণেরই চিত্তে আশঙ্কা হয় যে কাশীতে মৃত ব্যক্তি যদি মোক্ষই লাভ করে তবে তাহাদের পাপ পুণ্যের কোন প্রকার ভোগই নাই, এই রূপ বহুতর বিফল আশঙ্কায় প্রণোদিত হইয়া অনেকেই কাশীর যথার্থ মহিমা অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু পূর্ব্বতন ঋষিগণ কোন বিষয়েরই তত্ত্ব গোপন করিয়া যান নাই, কাশী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সমুদয় আশঙ্কা সাধারণের চিত্তে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয়েরই সদুত্তর পদ্ম পুরাণের কাশী মাহাত্ম্য গ্রন্থে সম্পূর্ণ রূপে বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণের উপকারার্থ আমি তাহার যথাযথ অনুবাদ করিয়া মূল সহ প্রকাশিত করিলাম. সাধুগণ একবার আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নিজ পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস
সাঃ খিদিরপুর—কলিকাতা
হাঃ সাঃ দশাশ্বমেধ ঘাট, ৺কাশীধাম।

সূচীপত্র ॥

শ্রী কাশীনাথো বিজয়তে।

কাশীমাহাত্ম্য ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ।

একদা সুখমাসীনং রেবায়াঃ পুলিনে ভৃগুং।
মুনয়ো বিনয়োপেতাঃ পপ্রচ্ছুর্লোমশাদয়ঃ ॥ ১ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বং যত্তব নিশ্চিতম্।
নির্ব্বাণপরিনির্ম্মাণকারণং মুক্তিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ২ ॥
যদ্রহস্যঞ্চ বেদানাং তন্নিষ্কৃষ্য বিবিচ্য চ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্ধয়োপেতান করুণালয় তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ।

সূত কহিলেন, একদা মহামুনি ভৃগু রেবানদীর তটে সুখে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমত সময়ে লোমশ প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্, হে সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ! মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিনিচয়ের, নির্ব্বাণ লাভের এক মাত্র কারণ যে তত্ত্ব আপনি নিশ্চিত করিয়াছেন, এবং যাহা বেদ সমূহের রহস্য স্বরূপ, হে করুণালয়! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত আমাদিগকে সেই তত্ত্ব উপদেশ করুন। কারণ আমরা মায়াতে মোহিত হইয়া সেই তত্ত্ব বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২—৩ ॥

বয়ংহি মায়য়া মুগ্ধা নিশ্চয়ং ন লভামহে ॥

সূত উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ সভগবান্ ভৃগুস্তত্ত্বার্থ দর্শনঃ ॥ ৪ ॥

যদুবাচ তদাখ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।

ভৃগুরুবাচ।

সাধু সাধু মহাভাগাঃ সাধু সাধুতপোধনাঃ ॥ ৫ ॥

ভবদ্ভির্যদহংস্পৃষ্টঃ তত্ত্বং তত্ত্ববিবিৎসয়া।

তত্ত্বং জ্ঞাতুং কথয়িতুং যাথাতথ্যেন পদ্মজঃ ॥ ৬ ॥

ভূয়সা সময়েনাপি নালং ভবতি তত্ত্বতঃ।

তথাপি কিঞ্চিৎপ্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, মুনিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি. আপনারা স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মহাভাগ তপোধনগণ! আপনারা তত্ত্ব জানিবার অভিলাষে আমাকে যে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহার জন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু যথার্থ রূপে তত্ত্ব জানিতে বা বলিতে ব্রহ্মাও অনন্ত সময়ে সমর্থ হন না, তথাপি, এই তত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার পূর্ব্বক তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। হে তপোধন গণ, আমার পক্ষে এ বিষয়ের উত্তরের উপক্রম, অতিগুরুতর হইলেও

উপক্রমোঽয়ং সুমহান্ উত্তরস্য তপোধনাঃ।
শম্ভোঃ শরণমেবৈকং সহায়ং প্রাপ্যচারভে ॥ ৮ ॥

অত্রেতিহাসং সুমহাদ্ভুতম্
মনোমলক্ষালন শীলমাদিতম্।
শৃণুধ্বমন্তঃ করণাদি নিশ্চলং
বিস্তার মেধাতি বিবৃদ্ধি সাধনম্ ॥ ৯ ॥

কল্পান্তে সূর্য্য চন্দ্রাদি বিনাশে সমুপস্থিতে।
পৃথিব্যাদি মহাভূতে নষ্টে চ সতি সর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥
গুণসাম্যে সমাপন্নে মায়য়া শ্রীপতেঃ পুনঃ।
গতে বহুতিথে কালে সর্গোন্মুখতয়া বিভো॥ ১১ ॥

একমাত্র ভগবান্ মহেশ্বরের শরণ রূপ সহায় লাভ করত আমি বলিতে আরম্ভ করিতেছি ॥ ৫—৯ ॥ প্রথমতঃ আপনারা স্থিরচিত্তে এ বিষয়ে একটী অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিলে মানসিক মল সমূহ ক্ষালিত ও বুদ্ধির বৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ প্রলয় কালে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ নিচয় ও পৃথিব্যাদি ভূত-নিচয় সর্ব্ব প্রকারে তিরোহিত হইলে, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ ও তমো গুণের সমতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিলে বহুকাল পরে পুনরায় সৃষ্টির উপক্রমে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হইলে, সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ আকাশ উৎপন্ন হইল, তৎপরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ স্থূল রূপে সেই

পচেলিমায়াং প্রকৃতৌ সাশয়ায়াং তদাত্মনঃ।
ব্যোমা ভবৎ ততোবায়ুস্ততস্তেজো জলন্ততঃ ॥ ১২ ॥
জলাদ্ভূর ভবন্তানি ক্রমেণাধিকতা মিয়ুঃ।
এবং ক্রমেণ ভূতানি সৃষ্ট্বা সর্ব্বেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
ভক্তানুগ্রহমানার্থং লীলাদেহ মধারয়ৎ ।
ইন্দীবর দলশ্যামং চতুর্ব্বাহুং স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
পদ্মনেত্রং পদ্মনাভং পদ্মারিদর ধারিণম্ ।
জলান্তর্গত মুস্তাসি পীতাম্বর সমাবৃতম্ ॥ ১৫ ॥
তস্যনাভ্যাং সরসিজং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্ ।
শতযোজন বিস্তীর্ণং ততোঽজায়ত পদ্মজঃ ॥ ১৬ ॥
চতুর্ম্মুখশ্চতুর্দ্দিক্ষু নদদর্শ চ কঞ্চন ।
তদামেনে স্বমাত্মানং ভূতেশং ভূত ভাবনং ॥ ১৭ ॥

ভূতনিচয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর এই রূপে ভূত নিচয়কে সৃজন করত, ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য অতি বিস্ময়কর লীলা বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সেই জলরাশি মধ্যে আবির্ভূত হইলেন, ভগবানের সেই মূর্ত্তি ইন্দীবর দলের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিভূষিত চতুর্ব্বাহু যুক্ত এবং সুন্দর অলঙ্কার সমূহে সুশোভিত, নেত্রদ্বয় পদ্ম তুল্য, নাভি পদ্মময় এবং পরিধানে পীত বর্ণ বস্ত্র যুগল ॥ ১২—১৬ ॥ তাঁহার নাভি কুণ্ড হইতে তরুণ আদিত্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং শত যোজন বিস্তীর্ণ একটী পদ্ম উদ্গত হইয়াছে, ক্রমে সেই পদ্মের উপর ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৭ ॥

সহকার গৃহীতাত্মা বিষ্ণুনাভি সরোজজঃ।
এবমজ্ঞানসম্ভূতং বিজ্ঞায় ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৮ ॥
স্বরূপং দর্শয়ামাস কোঽসীতিক্রহিণং ব্রুবন্।

ব্রহ্মোবাচ।

অহং ভূতেশ্বরঃ সাক্ষাদ্ভবতঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বমেতন্ময়া সৃষ্টং কিং মাং বেৎসি ন তত্ত্বতঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অহো অবিদ্যা মাহাত্ম্যং অয়ং মন্নাভিপদ্মজঃ ॥ ২০ ॥
ঈশ্বরং মাং নজানাতি বিরিঞ্চির্মদমূঢ়ধীঃ।
পদ্মযোনে পশ্যহেতুং স্বীয়ং মন্নাভিপঙ্কজং ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা তখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিষ্ণুর নাভি কমলে উৎপন্ন হইয়াও অহঙ্কারে বিমোহিত হইলেন এবং আপনাকে সমস্ত ভূতগণের অধীশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাকে এতাদৃশ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জানিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে নিজ স্বরূপ দর্শন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " তুমি কে হে ? " ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, আমি সাক্ষাৎ ভূতগণের অধীশ্বর এবং আপনারও উদ্ভবের কারণ, এই সমস্ত ভূতগণই আমার সৃষ্টি, ইহা কি আপনি যথার্থ রূপে জানিতেছেন না ? ॥ ২০ ॥

কি আশ্চর্য্য ! অজ্ঞানের কি অদ্ভুত মহিমা ! এই ব্রহ্মা আমার নাভি পঙ্কজ হইতে উৎপন্ন হইয়াও

দৃষ্ট্বা পশ্চান্নিজ গুরুং মামেবশরণং ব্রজ।

ভৃগুরুবাচ।

এবং তৌবিবদন্তৌহি পরস্পর মমর্ষণৌ ॥ ২২ ॥

অহং পূর্ব্ব মহং পূর্ব্ব মিতিবাগ্‌যুদ্ধমীয়তুঃ।

সংরব্ধাবয়নান্যোন্যৌ স্বানুভাবসমুত্থিতৈঃ ॥ ২৩ ॥

অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈস্তুতঃ খ্যাতৈঃ ক্ষতজ্যোক্ষিত পুদ্গলৌ।

হরিব্রহ্মণয়োরেবং যুধ্যতোঃ শতবৎসরা ॥ ২৪ ॥

অতীতা নানয়োর্ম্মধ্যে পরাজীয়ত কশ্চন।

অপশ্যতাং যথাভ্যাস লিঙ্গং তেজোময়ং পরম্ ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞানবশতঃ আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিতেছে না। ভগবান্ নারায়ণ ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে পদ্মযোনে! আমার নাভিকমলই তোমার উৎপত্তির স্থান, ইহা দর্শন করিয়া আমার শরণাগত হও ॥ ২১—২২

ভৃগু কহিলেন, এই রূপে ব্রহ্মা ও নারায়ণ "আমি শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ" ইহা বলিয়া পরস্পরে বিদ্বেষ সহকারে বাক্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ পরস্পরের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন উভয়েই নিজ নিজ প্রসিদ্ধ অস্ত্র নিচয়ের দ্বারা উভয়েরই দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। এই রূপ যুদ্ধে শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি ব্রহ্মা বা বিষ্ণু কেহ পরাজিত হইলেন না, তখন তাঁহারা নিকটেই অযুত চন্দ্র সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও অত্যন্ত তেজোময় একটী শিব লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। সেই শিব লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রভা

শরচ্চন্দ্রাযুত সমং প্রভাভাস্বরমৈশ্বরম্ ।
বীক্ষ্য ব্রহ্মাপকাং জ্যোতির্নিষ্প্রভৌ বিস্মিতৌচতৌ ॥২৬॥
কর্ত্তব্যং নাত্মপদেত্তা মীমমাগত সাধ্বসৌ ।
কিঞ্চিদগ্রে মহাজ্যোতিঃ কিঞ্চিদগ্রে স্থিতং কুতঃ ॥ ২৭॥
তঞ্চিন্তৌ বিধিহরী দদৃশাতে তদন্তরা ।
পুরুষং পিঙ্গ জটিলং দিগ্বাসসমলঙ্কৃতম্ ॥ ২৮ ॥
ভুজঙ্গৈর্নৃকপালৈশ্চ কুন্দেন্দু বিমল দ্যুতিম্ ।
তং দৃষ্ট্বাথ তয়োরাসী দয়মেব পরঃ পুমান্ ॥ ২৯ ॥
ইতি বুদ্ধিস্তত স্তাভ্যাং সংস্তুতো বৈদিকৈঃস্তবৈঃ ।
মহাদেব উবাচ ।
ভবদ্ভ্যামিদমুস্তাসি মল্লিঙ্গং দৃষ্ট মদ্ভুতম্ ॥ ৩০ ॥

মলিন হইয়া গেল, তখন উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত ও ঈষৎ লজ্জিত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন এবং আমাদের কিঞ্চিৎ দূরে এই মহা জ্যোতিঃ কোথা হইতে হইল ইহা ভাবিয়া সেই জ্যোতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবা মাত্র তন্মধ্যে কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় বিমল দ্যুতি এক দিব্য পুরুষ দর্শন করিলেন, তাঁহার মস্তকে পিঙ্গল বর্ণ জটাভার, এবং তিনি দিগম্বর ও ভুজঙ্গ ও নৃকপালে বিভূষিত। এই দিব্য পুরুষ দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েরই মনে হইল যে ইনিই যথার্থ পরম পুরুষ। এই রূপ ভাবে উভয়েই বেদোক্ত স্তুতি নিচয়ের দ্বারা সেই মহাপুরুষের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—৩০ ॥

স্তুতশ্চ তেন প্রীতোহহং বৃণীতাং বরমাদিজৌ।

তাবূচতুঃ।

সদাশিব প্রসন্নশ্চেত্ত্বয়ি নৌ নিশ্চলা মতিঃ॥ ৩১॥

সদা ভবতু ভূতেশ বরং নান্যং বৃণীমহে।

একং পরাকুরুবিভো সংশয়ং নৌ হৃদিস্থিতম্॥ ৩২॥

যদ্ভবাং স্তৈজসং লিঙ্গমধিতিষ্ঠতি নিত্যশঃ।

তৎকিং সমাখ্যং কিংরূপং কিংপ্রভাবং কিমাশ্রয়ম্॥৩৩॥

এতৎসর্ব্বং মহেশান বক্তুর্মর্হস্য শেষতঃ।

তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই লিঙ্গময় জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্থ দিব্য পুরুষরূপী মহেশ্বর কহিলেন, যে তোমরা উভয়েই আমার এই অদ্ভুত লিঙ্গ দর্শন ও ইহার স্তুতি করিয়াছ তজ্জন্য আমি তোমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর॥ ৩১॥

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, হে সদাশিব! যদি আপনি প্রসন্নই হইয়াছেন, তবে এই করুন যাহাতে আপনাতেই আমাদের মতি নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হউক, হে ভূতেশ! আমরা আর কোন বর প্রার্থনা করি না, তবে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়স্থ এই সংশয়টী ছেদন করুন, আপনি সর্ব্বদা এই যে তেজোময় লিঙ্গে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, এই লিঙ্গের নামই বা কি স্বরূপই বা কি প্রকার ইহার প্রভাবই বা কীদৃশ এবং

মহাদেব উবাচ।

যদেতৎ পরমং লিঙ্গ পশ্যতং পুরতঃ স্ফুরৎ ॥ ৩৪ ॥
তদ্বিশ্বেশ্বরসংজ্ঞংহি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।
লয়ং লিঙ্গশরীরস্য বিশেষং গময়েৎ পরম্ ॥ ৩৫ ॥
তেন লিঙ্গ মিতি খ্যাত মপবর্গৈক সাধনম্।
ব্যাপকত্বে ঽপি চৈতন্য র্নির্বিকারস্য তত্ত্বতঃ ॥ ৩৬ ॥
পরিচ্ছিন্ন প্রভাবর্ষ্ণির্নময়া ন চ বিক্লনা।
যথা ব্যোমা পরিচ্ছিন্নং শব্দহেতুতয়া সমম্ ॥ ৩৭ ॥
স্বয়মেব পরিচ্ছিন্নং প্রাপ্নোতীদমপী দৃশম্।
প্রভাবঃ শ্রূয়তা মস্য নিত্যানন্দ স্বরূপিণঃ ॥ ৩৮ ॥

ইহার আশ্রয়ই বা কে, হে মহেশ্বর! এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ উত্তর প্রদান করুন ॥ ৩২—৩৪ ॥

মহাদেব কহিলেন, তোমরা সম্মুখে পরম জ্যোতিৰ্ম্ময় এই যে লিঙ্গ দর্শন করিতেছ, এই লিঙ্গের নাম বিশ্বেশ্বর এবং ইনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এই লিঙ্গ প্রাণি সমূহের লিঙ্গ দেহকে বিশেষরূপ লয় করিয়া থাকে, এজন্য ইহার নাম লিঙ্গ এবং ইহাই অপবর্গের এক মাত্র সাধন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ সর্ব্ব প্রকার বিকার বর্জ্জিত এই লিঙ্গ ব্যাপকরূপে অবস্থিত হইয়াও পরিচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমত আকাশ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও শব্দ সমূহের কারণ রূপে পরিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ ইহাও আপনা হইতেই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপ এই লিঙ্গের

অত্রত্যক্তাসবঃ সন্তঃ সচ্চিদানন্দ রূপতাম্ ।
যথা যোগ্যং লভন্তে হি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৯ ॥
অত্র প্রবিষ্টমাত্রস্য জন্তোঃ পাপং পুরার্জ্জিতম্ ।
বিনাশ মাপ্নোতি পরং পুণ্যরাশিশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বাণপদমেবৈতদধিতিষ্ঠামি নিত্যশঃ ।
ম্রিয়মাণস্য জন্তোর্হি বাক্যং কর্ণে সমুচ্চরন্ ॥ ৪১ ॥
বিনা বাক্যোপদেশেন ব্রহ্মাত্মৈক্যং ন ভাসতে ।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদৃতে মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৪২ ॥
নিয়মেনেহ কথয়ে তদহং যস্য কস্যচিৎ ।
যে স্বে স্বে কর্ম্মণি নিষ্ণাতাস্মুত্তমানথ_মধমোন্ ॥ ৪৩ ॥

প্রভাবও শ্রবণ কর, যাহারা এই স্থানে প্রাণ পরিত্য করে, তাঁহারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই স্থানে প্রবেশ মাত্রেই জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ সমূহ বিনষ্ট ও পুণ্য রাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ইহাই এক মাত্র মুক্তির স্থান এবং সর্ব্বদাই আমি ইহাতে অবস্থান করত ম্রিয়মাণ ব্যক্তিগণের কর্ণে বাক্যোপদেশ করিয়া থাকি, কারণ বাক্যোপদেশ ব্যতিরেকে পরব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য প্রকাশিত হয় না ॥ ৩৯—৪২ ॥ এবং ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিও হয় না, আমি নিয়ত এই স্থানে যে কোন জীবকেই সেই বাক্য উপ-দেশ করিয়া থাকি ॥ ৪৩ ॥ যাহারা নিজ নিজ ক্রিয়ায় নিরত থাকিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, সেই সকল

অধমানপ্যমার্গস্থান্ নয়ামীহ পরাং গতিম্ ।
পণ্ডিতো বাপি মূর্খোবা মূর্খজোবাথবান্ত্যজঃ ॥ ৪৪ ॥
অস্মিন্ লিঙ্গেত্যজন্ প্রাণান্ ধর্ম্মকৃম্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ।
নিরাশ্রয় মিদং লিঙ্গং বিশ্বেষা মাশ্রয়ঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥
ভবন্তাবপি লিঙ্গেস্মিন্ স্থিত্বা তত্ত্বমবাপ্স্যথঃ ।

ভৃগুরুবাচ ।

এবমুক্ত্বাস ভগবান্ বিশ্বেশোন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥
মাধবঃ পদ্মজশ্চৈব গতরোষৌ বিচেরতুঃ ।
ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো মোক্ষহেতুং প্রতি দ্বিজাঃ ॥ ৪৭ ॥
তত্তুক্তং বিশ্বনাথস্য কথাঃ কথয়তা ময়া ।

উৎকৃষ্ট এবং মধ্যম ও উম্মার্গগামী অধম জীব গণকেও আমি এস্থানে পরম গতি প্রদান করিয়া থাকি ॥ ৪৪ ॥ পণ্ডিত, মূর্খ, মূর্খপুত্র বা চণ্ডাল যে কোন ব্যক্তি এই লিঙ্গে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ এই লিঙ্গ স্বয়ং নিরাশ্রয় হইয়াও সমস্ত বিশ্বের পরম আশ্রয়। তোমরা উভয়েই এই লিঙ্গের নিকট অবস্থান করিয়াছ, এজন্য তোমরাও যথার্থ তত্ত্ব লাভ করিবে ॥ ৪৬ ॥

ভৃগু কহিলেন, এই সমস্ত কথা বলিয়া ভগবান্ মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলেন, তখন বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়েই পরস্পরের উপর আক্রোশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে দ্বিজগণ! আপনারা আমাকে যে মুক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

যল্লিঙ্গং দৃষ্টবন্তৌ হি নারায়ণ পিতামহৌ ॥ ৪৮॥
তদেব লোকে বেদেচ কাশীতি পরিগীয়তে।
অত্র মুক্তিস্ত সুলভা পাণৌ ফলমিবাহিতম্ ॥ ৪৯ ॥
তস্য দর্শন মাত্রেণ পাপং যাতি সহস্রধা।
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং ভূয়ঃ কিং নিগদানি বঃ ॥ ৫০ ॥

ঋষয় উচুঃ।

ভৃগো সর্ব্বমুনিশ্রেষ্ঠ অস্মাভি স্তপসঃ ফলম্।
লব্ধমদ্যৈব যৎকাশীপ্রভাব স্তন্মুখাচ্ছ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥
কাশ্যা এব মহাবুদ্ধে ভূয়ঃ কথয় সৎকথাঃ।
বিস্তরেণ সমাসেন সর্ব্বেষাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫২ ॥

আমি বিশ্বনাথের এই প্রস্তাব আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাহারই উত্তর প্রদান করিলাম ॥ ৪৮ ॥ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই যে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে ও লোকসমক্ষে কাশী বলিয়া পরিগীত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ এই স্থানে মুক্তি, জীবগণের হস্তস্থিত ফলের ন্যায় সুলভ এবং এই কাশীকে দর্শন করিবা মাত্র পাপ সমূহ সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে আর কি বলিব তাহা বলুন ॥ ৫০—৫১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগো! আজ আপনার মুখে কাশীর মহিমা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের তপস্যার যথার্থ ফল লাভ করিলাম ॥ ৫২ ॥ হে মহাবুদ্ধে! আপনি সমস্ত জীবগণের হিতার্থ সেই কাশীর কথাই

কিং মাহাত্ম্যং কথং বেদ্যং সেব্যাকৈশ্চ দ্বিজোত্তম।
পরিমাণঞ্চ তস্যাঃ কিং কেনোপায়েন লভ্যতে ॥ ৫৩ ॥
এতৎ সর্ব্বং সুনিশ্চিত্য কথয়াথ বিশেষতঃ।
শ্রোত্রপাত্রাণি চাস্মাকং কাঙ্ক্ষন্তি ত্বদ্বচোমৃতম্ ॥৫৪ ॥

ভৃগুরুবাচ।

সাবধানাঃ শৃণুধ্বং মে বচঃ কাশীগুণার্থকম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে সর্ব্বশো জনঃ ॥ ৫৫ ॥
আসীৎকৃতযুগে শ্রীমান্ সমৃদ্ধবলবাহনঃ ।
ভূরিদ্যুম্নো মহারাজঃ ক্ষমা মণ্ডল পালকঃ ॥ ৫৬ ॥
তস্যাসন্ শতসাহস্রাঃ প্রমদাঃ কমলেক্ষণাঃ।
তাসাং বিভাবরী শ্রেষ্ঠা বভূব তনুমধ্যমা ॥ ৫৭ ॥

বিস্তর রূপে কীর্ত্তন করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই কাশীর মাহাত্ম্যই বা কি, কি প্রকারেই বা তাহা জানা যায়, কাহারাই বা কাশীর সেবা করিবে, কাশীর পরিমাণই বা কি এবং কি উপায়েই বা সেই কাশীকে লাভ করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন, আমাদের কর্ণকুহর আপনার বাক্যামৃত পান করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক রহিয়াছে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ভৃগু কহিলেন, আপনারা সাবধানে কাশীর মহিমা প্রকাশক আমার বাক্য শ্রবণ করুন, যাহা শ্রবণ করিলে জীব সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে অনায়াসেই মুক্ত হয় ॥ ৫৬ ॥ পুরা কালে ত্রেতাযুগে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও বল-

তস্যামেবাহিত মতির্ভূরিদ্যুম্নো নিরন্তরম্ ।
চিক্রীড় বন খণ্ডেষু পৌলোম্যা ইব দেবরাট্ ॥ ৫৮
তস্যৈবং ক্রীড়তঃ কালোগতো বহুতিথো দ্বিজাঃ ।
নসরাজ্যে মতিং চক্রে মন্মথাক্রান্ত চেতনঃ ॥ ৫৯ ॥
ইত্থং বিলাসাসক্তস্য রাজ্যং কোশো বলং স্ত্রিয়ঃ ।
শত্রুণা মিত্রবৃন্দেন হৃতং নাতি প্রযত্নতঃ ॥ ৬০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তো নীত্বা নারীং বিভাবরীম্ ।
জগাম বিন্ধ্য কান্তারং খড়্গ মাত্রায়ুধো ভবৎ ॥ ৬১ ।
বভ্রাম ক্ষুৎপিপাসার্ত্তঃ স্ত্রীযুতঃ সচভূপতিঃ ।

সম্পন্ন.ভূরিদ্যুম্ন নামে এক মহারাজ এই ভূমণ্ডলে অধীশ্বর ছিলেন, বহুতর কমলনয়না তাঁহার পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে ক্ষীণমধ্যা বিভাবরী নাম্নী প্রমদা সকলের শ্রেষ্ঠা ছিলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ ভূরিদ্যুম্ন নৃপতি সেই বিভাবরীর প্রতিই আসক্ত হইয়া শচীর সহিত দেবরাজের ন্যায় সেই বিভাবরীর সহিত নিরন্তর বহুতর বন প্রদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন ॥ ৫৯ এবম্বিধ ক্রীড়ায় সেই নরপতির সময় অতিবাহিত হইয় তিনি কামপরতন্ত্র হইয়া ভ্রমেও কখন রাজ্যাদির বিষয় চিন্তা করিতেন না ॥ ৬০ ॥ নৃপতিকে এই রূপ বিলাসে আসক্ত দেখিয়া তাঁহার মিত্রগণও শত্রুর সহিত মিলি হইয়া অনায়াসেই তাঁহার রাজ্য, কোশ, বল ও স্ত্রীগণকে অপহরণ করিয়া লইতে লাগিল ॥ ৬১ ॥ নৃপতি এই সমস্ত বিষয় শ্রবণে শোকে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া খড়

বহুভির্দিবসৈঃ প্রাপ বিন্ধ্য কান্তার মুত্তমম্ ॥ ৬২ ॥
শার্দ্দূল শাব বৃন্দেন মৃগযূথ বিমর্দ্দিনা।
সেবিতং রোষচলিতোৎক্ষিপ্তলাঙ্গুল সেবিনা ॥ ৬৩ ॥
কচিন্মাতঙ্গ নিনদৈঃ কচিৎ পঞ্চাস্য গর্জ্জিতৈঃ।
কচিন্মহিষ হুঙ্কারৈরাকুলং বিশ্বভীষণম্ ॥ ৬৪ ॥
তংদৃষ্ট্বা বিন্ধ্য কান্তারং কান্তা রাজানমব্রবীৎ।
কথং বনেস্মিন্ রাজেন্দ্র স্থাতব্যং ভবতা ময়া ॥ ৬৫ ॥
নির্ম্মাম্বুষে নিরম্নেচ প্রারস্তোয় বিবর্জ্জিতে।

মাত্র গ্রহণ করতঃ সেই বিভাবরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া দুর্গম বিন্ধ্য কান্তারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৬২ ॥ এই প্রকারে স্ত্রীর সহিত সেই নরপতি ক্ষুধায় ও পিপাসায় বহুতর ক্লেশ ভোগ করত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদিনে বিন্ধ্য পর্ব্বতের ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই অরণ্যের কোন স্থানে মৃগসমূহের বিনাশকারী ব্যাঘ্রশাবকগণ ইতস্ততঃ লাঙ্গুল বিক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও মত্ত-মাতঙ্গ নিচয় উচ্চ নিনাদ করিতেছে, কোন স্থানে সিংহ-গণ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে, কোথায়ও বা মহিষগণ ঘোর-তর হুঙ্কার ছাড়িতেছে, এই রূপে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই অরণ্য ভয়ঙ্কর স্থান রূপে প্রতিভাত হইতেছে। রাজমহিষী বিভাবরী এই ভয়ঙ্কর অরণ্য দর্শনে ভীত হইয়া পতিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৪—৬৫

বিভাবরী কহিলেন, হে রাজন্! আপনার এ কি

ইদানীমেব বাধন্তে ক্ষুৎপিপাসাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ৬৬ ॥
মুখঞ্চতে তিবিম্লানং ন তথামেন্তি ভূপতে।
প্রাপ্যাপি মহতী মৃদ্ধিং ন ত্বয়া সুকৃতং কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
নীতঃ কালো বৃথা রাজন্ কামমাত্রোপসেবয়া।
ধর্ম্মার্থৌয়ঃ পরিত্যজ্য কাম মাত্রং প্রসেবতে ॥ ৬৮ ॥
ভবানিব স্বদুঃখার্ত্তঃ পরিভ্রমতি সঙ্কুলম্।

ভৃগুরুবাচ।

ইত্যঙ্গনা বচঃ শৃণ্বন্ ক্ষুধিতঃ স পিপাসিতঃ ॥ ৬৯ ॥
ন কিঞ্চিৎ প্রত্যুবাচৈনাং স্বাপরাধং বিচিন্তয়ন্।
দম্পতীতৌবনে ভীমে ভ্রমন্তৌ ক্ষুতৃষার্দ্দিতৌ ॥ ৭০ ॥
পঞ্চভির্দিবসৈঃ প্রাপ্তৌ শালঙ্কায়নমাশ্রমম্।

অবস্থা-অ্যাসিল ? আপনি চিরদিনই সাধুগণের সহায় ছিলেন, আজ কি জন্যই বা এই দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বন মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ? হে রাজেন্দ্র। মনুষ্য হীন ও নিরন্ন এবং জল পর্য্যন্ত বর্জ্জিত এই ঘোর অরণ্য মধ্যে আমার সমভিব্যাহারে আপনি কি রূপে অবস্থান করিবেন ? ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতি এখনই পীড়া প্রদান করিতেছে, আপনার মুখমণ্ডল আমার অপেক্ষা অধিক ম্লান দেখিতেছি। হে ভূপতে! দেখিতেছি, আপনি বহুতর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও কোন সুকৃত অর্জ্জন না করিয়া কেবল কন্দর্পেরই সেবায় বৃথা কালাতিপাত করিয়াছেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কামের সেবা করে, বুঝিলাম

পূজিতস্তেন বিধিবৎ ফল মূল জলাদিভিঃ ॥ ৭১ ॥
উবাসতত্র নিঃশঙ্কঃ কথিতস্বার্থসাধনঃ।
একাং রাত্রিং তত্রনীত্বা পুনর্বভ্রাম তদ্বনে ॥ ৭২ ॥
ত্বয়া মৃগদৃশা সার্দ্ধং দিনানি সুবহূন্যপি।
কুকর্ম্ম.পরিপাকেন নৈবপ্রাপ ফলাদিকম্ ॥ ৭৩ ॥
বিশুষ্যদ্বদনো রাজ্ঞীসহিতো বিন্ধ্যকাননে।
তদাতস্যাভবদ্বুদ্ধিঃ ক্রুরা পাপস্য রাক্ষসী ॥ ৭৪ ॥
ভক্ষণায় বিভাবর্য্যা স্তদাসা তদ্বনাশনী।
অত্রবীচ্চ তদাসাধ্বী ভূরিদুঃখসংগতব্যথা ॥ ৭৫ ॥

সে আপনারই ন্যায় দুঃখিত হইয়া এই রূপ ভয়ঙ্কর স্থানে বিচরণ করে ॥ ৬৬—৭১ ॥

ভৃগু কহিলেন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর সেই নরপতি প্রিয়তমার এই সমস্ত বাক্যের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া আপনার দোষের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া সেই বন মধ্যে নানা স্থান পর্য্যটন করত তাঁহারা পঞ্চদিনে শালঙ্কায়নের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সেই মুনি কর্ত্তৃক ফল মূলাদির দ্বারা বিধিবৎ পূজিত হইয়া নিঃশঙ্ক ভাবে অবস্থিতি করিলেন। একটী মাত্র রাত্রি সেই আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া সেই নৃপতি পুনরায় পত্নীর সহিত বন মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি কোন রূপ

বিভাবর্য্যুবাচ।

রাজেন্দ্র ক্ষুধয়াত্যেন্ত পীড়াপ্রাপ্ত বিধুননী।
লক্ষ্যতে তেনমচ্চাত্রাম্মাং সমুৎকৃত্যভক্ষয়॥ ৭৬॥
মা বিলম্বং কুরুবিভো নামে দুঃখং ভবিষ্যতি।
স্ত্রীণামতঃ পরোধর্ম্মো নাস্ত্যেব পৃথিবী পতে॥ ৭৭॥
ভর্ত্তুর্যেনোপকারঃ স্যাৎ তৎকার্য্যম বিশঙ্কয়া।
অত্রাপিগাথং গায়ন্তি যে পুরাণ বিদোজনাঃ॥ ৭৮॥
আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি॥ ৭৯॥

ভৃগুরুবাচ।

ইত্যেবং বাদিনীন্তাস্তু জঘনে তরসাবলী।
ছবাক্ষিকিতু মারেভে প্রিয়ায়াংসংমপাপকৃৎ॥ ৮০॥

ফল বা মুল প্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমশঃ নৃপতির বদন অতিশয় বিশুষ্ক হইতে লাগিল, তখন সেই পাপাত্মার মনে মনে নিজ স্ত্রী বিভাবরীর দেহ মাংস ভোজন করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির বাসনা প্রবল হইতেছে বুঝিয়া সাধ্বী বিভাবরী নিঃশঙ্ক চিত্তে পতিকে বলিতে লাগিলেন॥ ৭২—৭৮॥

বিভাবরী কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! দেখিতেছি, আপনি ক্ষুধায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন, অতএব আপনি আমার দেহ হইতে মাংস কাটিয়া ভক্ষণ করুন, হে বিভো! বিলম্ব করিবেন না, আমার ইহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। হে পৃথিবীপতে! স্ত্রীগণের ইহা

তদৈবসিংহা খেলন্তস্তত্রাজগ্মুরিতস্ততঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা তদ্বিহায়াশু প্রায়াত্ প্রাণপরীপ্সয়া ॥ ৮১ ॥
পলায়মানঃ সহসা যোজনানন্তরং দ্বিজান্ ।
বেদবেদাঙ্গ সম্পন্নান্ ব্রহ্মচারি ব্রতেস্থিতান্ ॥ ৮২ ॥
চতুরোঽপশ্চদব্যগ্রান্ নীবারান্ গৃহ্যগচ্ছতঃ ।
দৃষ্টৈব খড়্গমুদ্যম্য স্মবধীৎতান্ সকিল্বিষী ॥ ৮৩ ॥
হত্বানীবারকান্ ভোক্তু নৃপ বিষ্টঃ সকাননে ।
উপবীতানি দদৃশে তেষাং সাজিন কানিচ ॥ ৮৪ ॥
দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণ্য সম্পন্নান্ ব্রহ্ম হত্যা ভয়ার্দ্দিতঃ ।

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নাই, ভর্ত্তার যাহাতে উপকার হয়; স্ত্রীর নিঃশঙ্ক ভাবে সতত তাহা করা উচিত। যাঁহারা পুরাণ-শাস্ত্র জানেন, তাঁহারা এবিষয়ে বলিয়া থাকেন যে, "আপৎকালের জন্য ধন রক্ষা কর্ত্তব্য, সেই ধনের দ্বারাও স্ত্রী রক্ষা কর্ত্তব্য এবং ধন ও স্ত্রী উভয়ের দ্বারা সতত আত্মার রক্ষা করা উচিত" ॥ ৭৯—৮২ ॥

ভৃগু কহিলেন, বিভাবরী এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে সেই পাপাত্মা নৃপতি, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে চতুর্দ্দিক হইতে সিংহ সমূহ ক্রীড়া করিতে করিতে তথায় আগমন করিতেছে দেখিয়া নৃপতি, প্রাণ ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক যোজন পরিমাণ গমন করিয়াছেন ইতি মধ্যে দেখিলেন, চারি জন

পপাত ভূমৌ দুঃখেন কিংকৃতংমেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৫ ॥
বিশস্তা ব্রাহ্মণাহেতে হতা ভার্য্যা পতিব্রতা ।
প্রাণংলোভেন মহতা কৃতং নিষ্কৃতিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৬ ॥
এক ব্রাহ্মণ বিচ্ছেদো নরকান্ প্রাপয়েৎ পরান্ ।
যাবৎ কল্পশতং পূর্ণং স্ত্রীঘাতশ্চ তদর্দ্ধকং ॥ ৮৭ ॥
চত্বারো ব্রাহ্মণাঃ শস্তা একা স্ত্রীচ পতিব্রতা ।
একাধিকং শতং পূর্ব্বে গয়া সহযমালয়ে ॥ ৮৮ ॥
নিরয়েষু পতিষ্যন্তি পতিতা এবতে হ্যথবা ।

ব্রাহ্মণ, নীবার হস্তে গমন করিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণ গণ সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গসম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী । সেই পাপাত্মা নৃপতি, দর্শন মাত্রেই খড়্গ উত্তোলন করিয়া যথা ক্রমে চারিজন ব্রাহ্মণকেই বিনাশ করত তাঁহাদের নিকট নীবার সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কাননেরই একস্থানে ভক্ষণাভিলাষে উপবিষ্ট হইয়া যখন তাঁহাদের অচেতন দেহ নিচয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অমনি তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ও কৃষ্ণাজিন দেখিতে পাইলেন ॥ ৮৫—৮৭ ॥ নৃপতি, যজ্ঞোপবীত ও কৃষ্ণাজিন দর্শনে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ জানিতে পারিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হায় ! আমি কি কুকার্য্যই করিলাম বলিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, প্রাণের আশায় আমি নিরপরাধ এই ব্রাহ্মণগণকে এবং নিজ পতিব্রতা পত্নীকে হত্যা করিয়া এরূপ পাপ অর্জ্জন করিলাম, যাহা হইতে

অতঃ পরং ময়াকিঞ্চিৎ তথা কার্য্যং বিজানতা ॥ ৮৯ ॥
যথৈতৎপাপ মতুলং তূলবদ্ ভস্মসাদ্ ভবেৎ।

ভৃগুরুবাচ।

ভূরিদ্যুম্নো বিচার্য্যৈবং ভ্রমং স্তত্রৈব কাননে ॥ ৯০ ॥
শালঙ্কায়নজংবিপ্রমপশ্যৎ স্বাশ্রমস্থিতং।
দূরে স্থিত্বা ভিবাদ্যৈনং কথয়ামাসদুঃখিতঃ ॥ ৯১ ॥
যদু বৃত্তং তৎসমাকর্ণ্য সমুনির্দুঃখিতো হ্যভবৎ।
গচ্ছেতঃ পাপবুদ্ধেত্বং নাত্রস্থেয়ং কথঞ্চন ॥ ৯২ ॥
ইত্যুক্তা সমুনি স্তস্মাৎ পরাগাস্তো হ্যভবৎ পুনঃ।
ভূরিদ্যুম্নো হপি তমৃষিং পুনঃ পুনরপৃচ্ছত ॥ ৯৩ ॥
স্বয়ং কৃতস্যপাপস্য নিষ্কৃতিং বিলপন্ বহু।

কোন দিনই আর নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। ৮৮—৮৯। একটী মাত্র ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে শত কল্পের জন্য এবং একটী স্ত্রী হত্যা করিলে তদর্দ্ধমিত কালের জন্য নরকে গমন করিতে হয়। আমি এই চারিজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং একটী পতিব্রতা স্ত্রী হত্যা করিলাম, এই পাপে হয় ত পূর্ব্ব পুরুষগণকেও আমার সহিত যমালয়ে অনন্ত কাল নরক ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমার এমত কিছু কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যাহা করিলে এই অতুল পাপরাশি ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ হইতে পারে। ৯০—৯২।

ভৃগু কহিলেন, ভূরিদ্যুম্ন নৃপতি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াই সেই বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রম-

তস্যৈবং পৃচ্ছতঃ শ্রুত্বা দীনং বাক্যং দয়ানিধিঃ ॥ ৯৪ ॥
বিমৃশ্যো বাচরাজানং শালঙ্কায়ন জোমুনি

শালঙ্কায়ন উবাচ।

কাশীংগচ্ছমহারাজ সর্ব্বপাপাপনোদিনীম্ ॥ ৯৫ ॥
তাং প্রাপ্য সকলং পাপং ক্ষপয়িষ্যসি সর্ব্বদা।
প্রতরার্দ্ধকরাক্ষেত্র নীলীনিচয় সম্ভবান্ ॥ ৯৬ ॥
অনিশং কঙ্কুকান্ পঙ্কপরিধংস্ব পরন্তপ।
আকাশী দর্শনাৎ তেহি দৃষ্টব্যাশ্চন্দ্রসন্নিভাঃ ॥ ৯৭ ॥
কঙ্কুকাহিযদানৈলাং জহ্যুঃ কাশী বিলোকনাৎ।

স্থিত শালঙ্কায়ন মুনির পুত্রকে দেখিতে পাইয়া, দূর হইতেই তাঁহাকে অভিবাদন করত অতি দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ বৃত্তান্ত সমূহ নিবেদন করিলেন। মুনি তাঁহার বিষয় শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া কহিলেন "হে পাপাত্মন্! তুমি এস্থান হইতে দূর হও, তোমার কোন প্রকারেই এখানে স্থান হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। ভূরিদ্যুম্নও এই বাক্যে বিরক্ত না হইয়া বহুতর বিলাপ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারম্বার নিজ কৃত পাপের নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩—৯৬ ॥ নৃপতির বহুতর দীন বাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া সেই মুনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

শালঙ্কায়ন তনয় কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সর্ব্ব প্রকার পাপক্ষয়কারিণী কাশীতে গমন কর,

তদাত্বং তৎস্বকঞ্চুকং ক্ষপিতং বেৎসিতত্ত্বতঃ ॥ ৯৮ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্য ভূরিদ্যুম্নো বিধায়তৎ।

জগাম কাশীং বিপ্রেন্দ্রা নত্বাতং মুনি পুঙ্গবম্ ॥ ৯৯ ॥

স সপ্তদিবসৈঃ কাশীমপশ্যদ্ হৃষ্টমানসঃ।

সুরুচিরভবনেনবিশ্বকর্ত্তৃ মণিময়কুট্টিমচারুদংশুজালৈঃ১০০

রবিবার নিকর প্রভাভিভূতিং

বিরচয়ন্তী রচিতাংনিতান্তরম্যাম।

কলিমল কুলকাল কালরাজ

ক্ষপিত নিবাসিজনান্তরায় জালাম্ ॥ ১০১ ॥

হর বৃষভ নিবদ্ধ কিঙ্কিনীনাং

কণমুখরীকৃতদিব্যদিধিভাগাম্।

তথায় তোমার এই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইবে, হে রাজেন্দ্র! আমার বাক্যে, বিশ্বাসের জন্য আমি বলিতেছি যে, তুমি পাঁচটী নীলবর্ণ কঞ্চুক পরিধান করিয়া এস্থান হইতে কাশী যাত্রা কর, দেখিবে, যখন কাশীর দর্শন পাইবে তখন ইহারা চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছে। কাশী সন্দর্শনে যখন এই কঞ্চুক নিচয় সম্পূর্ণ রূপে নীলিমা পরিত্যাগ করিবে, হে মহারাজ! তুমি তখন জানিও যে যথার্থই তোমার পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯৮—১০০॥

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজগণ! ভূরিদ্যুম্ন নৃপতি এই বাক্য শ্রবণ করত যথোক্ত কঞ্চুক গ্রহণ পূর্ব্বক সেই

ভবভয়পরিভীতিনাশ হেতুং
সুরনরকিন্নর সেবিতাং সমস্তাৎ। ১০২।
বিবিধলিঙ্গসমর্চ্চনতৎপরৈঃ
শিবশিবেতি মুহুঃ প্রতি জল্পনৈঃ।
মদনবাদ্যবিধানতৎপরৈঃ
সরসালককদম্ব কোটিমুকৈঃ। ১০৩।
কুসুমনিচয় ভারনম্রশাখৈ
রধিকতরং সুতরাং বিরাজমানাম্।

মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। এবং সাত দিনে কাশীর সন্দর্শন পাইলেন। নৃপতি দেখিলেন, বিশ্বনাথের বিচিত্র রাজভবন, যাহা মণি-সমূহের বিচিত্র প্রভাব রশ্মিকর সমূহকেও পরাজিত করিতেছে, সেই সুন্দর ভবন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কাশী নগরী অতি রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। ১০১—১০৩। কলিরূপ মল সমূহের কাল স্বরূপ ভগবান্ কালরাজ্ স্বয়ং কাশীবাসি জীবগণের বিঘ্ন সমূহ বিনাশ করিতেছেন, তাঁহার বাহন বৃষভ নিকরের গলে নিবদ্ধ ঘণ্টানিচয়ের সুন্দর ধ্বনিতে দিগ্বিভাগ পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেবতা, মানব, কিন্নর, সকলেই অনন্যচিত্তে ভবভীতি নাশের একমাত্র হেতু সেই কাশীর সেবা করিতেছেন, বহুতর ব্যক্তি নানাবিধ শিবলিঙ্গ পূজায় তৎপর থাকিয়া শিব শিব রবে বারম্বার গালবাদ্যে গগনতল ধ্বনিত করিতেছে; ফল কুসুম পরিপূর্ণ নানা

দুরিত ক্লিষ্টোপি গত পাপ গণো
ভবতি ক্ষণং সমবলোকয়তঃ ॥ ১০৪ ॥
সদদর্শতাং হরপুরীং পরিতঃপরিবারিতাঃ নিকরাং প্রমথৈঃ।
ভৃগুরুবাচ।
অহো কাশী মহিমানং পশ্যত দ্বিজ সত্তমাঃ ॥ ১০৫ ॥
ভূরিদ্যুম্নোপি যাং দৃষ্ট্বা শরচ্চন্দ্রাম্বরোভবৎ।
বিবেশ কাশীং নিষ্পাপঃ পূজয়ামাস চেশ্বরম্ ॥ ১০৬ ॥
মহাদেবং বিধানেন প্রতীত্যো নৈল্যনাশনাৎ।
বসংস্তত্র মহাভাগঃ কালে কাল মুপেয়িবান্ ॥ ১০৭ ॥
শিবোপদিষ্টবাক্যৈঃ সন্ লেভে ব্রহ্মৈকতাং দ্বিজাঃ।

প্রকার বৃক্ষ নিচয়ে অতুল শোভা বিস্তার করত কাশী বিরাজ করিতেছে, যাঁহাকে দর্শন করিলে ক্ষণ মধ্যে দ্রষ্টার পাপ সমূহ বিলুপ্ত হয়, ভূরিদ্যুম্ন নৃপতি প্রমথগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত মহেশ্বরের সেই কাশী পুরী দর্শন করিলেন ॥ ১০৪—১০৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! কাশীর কি অপূর্ব্ব মহিমা আপনারা তাহা অবলোকন করুন, ভূরিদ্যুম্ন কাশী সন্দর্শন করিবামাত্রই তাহার সেই নীলবর্ণ কঞ্চুক সমুদয়ই শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। নিজ নীল বস্ত্র শুভ্র হইতে দেখিয়া, নৃপতির কাশীর উপর সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। তখন তিনি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া কাশীপুরী মধ্যে প্রবেশ করত বিধি অনুসারে ভগবান্ মহাদেবের পূজা করিলেন এবং

এবমন্যেপি বহবো মুক্তাঃ কাশী নিষেবনাৎ ॥ ১০৮ ॥
কাশ্যাংপরিত্যজন্ প্রাণান্ পরিত্যজতি সংসৃতিম্ ।
পাপকৃন্ম্রিয়তে কাশ্যাং যদি প্রাক্ পুণ্য গৌরবাৎ ॥ ১০৯ ॥
ন জাতু নরকং যাতি কা কথা ধর্ম্ম তৎপরে ।
ভূমৌ জলেন্তরীক্ষে বা যত্রবাপি মৃতো দ্বিজাঃ ॥ ১১০ ॥
ব্রহ্মাত্মৈকত্বমাপ্নোতি কাশী.শক্তি রূপাহিতা ।
কাশীতিবর্ণ দ্বিতয়ং স্মরন্ ত্যজতি পুদ্গলম্ ॥ ১১১
যত্র কাপি ভবেত্তস্য কৈলাসে বসতিঃ সতঃ ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি হাসং পুরাতনম্ ॥ ১১২ ॥
আসীৎপুরা কুরুক্ষেত্রে ভালুকেস্তনয়ঃ কৃশঃ ।

তদবধি স্থানান্তর গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮—১০৯ ॥ তথায় যথা কালে নিজ পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই নরপতি মহাদেবের নিকট তত্ত্বোপদেশ লাভ করত ব্রহ্মের সহিত একতা লাভ কারয়াছিলেন । হে দ্বিজগণ ! এই রূপ অনেকেই কাশীর সেবায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন । এবং যে ব্যক্তি কাশীতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১১০—১১১ ॥ পাপী ব্যক্তিও পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য গৌরবে কাশীতে মৃত হইলে, তাহাকে কখন নরকে গমন করিতে হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তির ত কথাই নাই ॥ ১১২ ॥ হে দ্বিজগণ ! কাশীর এমনই শক্তি যে, তথায় ভূমি, জল বা অন্তরীক্ষ যে কোন স্থানে মৃত ব্যক্তিই মোক্ষ

অধর্ম্ম নিরতো নিত্যং পিঙ্গাক্ষাশ্রম কেলিকৃৎ ॥ ১১৩ ॥
কৃশস্য পিঙ্গনেত্রস্তু সাঙ্গং বেদং প্রদিষ্টবান্ ।
তথাপি ধর্ম্মে ন প্রীতিং চকার কুল পাংসনঃ ॥ ১১৪ ॥
ভালুকিঃ পিঙ্গনেত্রশ্চ ধর্ম্মং তস্মৈ সমূচতুঃ ।
বেদং পুরাণং নীতিঞ্চ শ্রাবয়ামাসতুস্তদা ॥ ১১৫ ॥
তথাপি নৈবাধর্ম্মাত্মা মতিংধর্ম্মে সমাদধে ।
ততঃ কালেন তারুণ্যং প্রাপ্তঃ সুন্দরবিগ্রহঃ ॥ ১১৬ ॥
মাতুঃসপত্নীং সম্প্রীতিং গুরুপত্নীঞ্চ হৈমনীম্ ।
উভেনীত্বা স্ববশগে জগাম মথুরাং পুরীম্ ॥ ১১৭ ॥
তাভ্যাং ক্রীড়ন্ স দুষ্টাত্মা মুষ্ণন্ স্বর্ণানি ভূভুজাম্ ।

লাভ করিয়া থাকে। ১১৩। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি "কাশী" এই দুইটী অক্ষর স্মরণ করত যে কোন স্থানে দেহ ত্যাগ করে, সেই সাধু ব্যক্তি কৈলাসে গমন করে। এই বিষয়ে প্রাচীনগণ একটী ইতিহাস বর্ণন করেন যে, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রে ভালুকি নামক কোন ব্যক্তির কৃশ নামে একটী পুত্র ছিল, সেই বালকটী সতত অধর্ম্মাচরণে নিরত থাকিয়া পিঙ্গাক্ষের আশ্রমে ক্রীড়া করিত। পিঙ্গাক্ষ যথাকালে সেই বালককে সাঙ্গ বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সেই বালকের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইল না। ক্রমশ তাহার পিতা ভালুকি এবং পিঙ্গাক্ষ উভয়েই তাহাকে বহুতর ধর্ম্ম কথা উপদেশ করিলেন এবং বেদ, পুরাণ ও নীতিতত্ত্ব শ্রবণ করাইলেন, তাহাতেও সেই বালকের ধর্ম্মে মতি

মদিরাদিরসাস্বাদলম্পটঃ সমপদ্যত ॥ ১১৮ ॥
এবং দ্বাদশবর্ষাণি গতানি তস্য ক্রীড়তঃ।
অথতে নীধনং প্রাপ্তে গুরুপত্ন্যৌ ক্রমেণতু ॥ ১১৯ ॥
সোপি দুঃখাকুলোগচ্ছৎ কলিঙ্গং প্রতিচ ভ্রমন্।
কলিঙ্গ দেশে তীব্রেণ জ্বরেণার্ত্তো ভবৎকৃশঃ॥ ১২০ ॥
পীড়িত শ্চিন্তয়া মাস কিং কর্ম্ম সুকৃতং কৃতম্।
স্বকল্মষাণি সংস্মৃত্য কলিঙ্গে বীক্ষ্য চ স্থিতিম্ ॥ ১২১ ॥
পরলোকং ন সুখদং স্বস্মাদ্রাক্ষীদ্ বিচারয়ন্।
শ্রুতকাশীকথঃ পূর্ব্বং সস্মার কিল কাশিকাম্ ॥ ১২২ ॥
কাশীতিদ্ব্যক্ষরং মন্ত্রমুচ্চরন্ বিজহাবসূন্।

হইল না ॥ ১১৪—১১৮ ॥ কালক্রমে সেই বালক যৌবনে প্রদার্পণ করিয়াই নিজ মাতার সপত্নী এবং গুরুপত্নী হৈমনাকে ছল ক্রমে ভুলাইয়া লইয়া . . . রা পুরীতে গমন করিল এবং তথায় ধনিগণের সুবর্ণ . . . অপহরণ করিয়া সেই দুইটী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়ায় আস . . . থাকিয়া মদ্য পানাদিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠি . . . এই প্রকার বিলাসে তথায় তাহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল ॥ ১১৯—১২১ ॥ কাল ক্রমে সেই দুইটী স্ত্রীরই মৃত্যু হইল, তখন হতভাগ্য কৃশ দুঃখে নিতান্ত আকুল হইয়া মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিঙ্গ দেশাভিমুখে গমন করিল ॥ ১২২ ॥ কিছু দিনে কলিঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াই বিষমজ্বর রোগে পীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমার জীবনে আমিত কোন

যমদূতা স্তদা ক্রূরা ববন্ধুর্জালুকেঃ সুতম্ ॥ ১২৩ ॥
অথা জগ্মুঃ শিবগণা স্ত্রিশূলোদ্ধত পাণয়ঃ ।
বিমান মাদায় পরং তরুণাদিত্য বর্চ্চসম্ ॥ ১২৪ ॥
দিব্যাঙ্গনাভিরধ্যস্তং চলচ্চামরপাণিভিঃ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যমদূতাস্তে কুশস্যোচুঃ কুকর্ম্ম তৎ ॥ ১২৫ ॥

যমদূতা ঊচুঃ ।

অয়ং পাপ সমাচারো যথাবদ্বিদিতোহিবঃ ।
অমুং নেতুং কথং প্রাপ্তা যূয়ংধর্ম্মিজনপ্রিয়াঃ ॥ ১২৬ ॥

শিবগণা ঊচুঃ ।

যদ্য প্যয়ং দুরাচারৈঃ সর্ব্বদেব ভটাঃ কুশঃ ।
তথাপ্যন্তেতু কাশীতি কাশীনাম সমুক্তবান্ ॥ ১২৭ ॥

কাজই ভাল করি নাই। তৎপরে নিজ দুষ্কৃত সমূহ স্মরণ ও নিজের কলিঙ্গদেশে অবস্থান দেখিয়া, পরলোকেও আমার সুখের আশা নাই ভাবিয়াও পূর্ব্বে কাশীর মহিমা শ্রবণ করিয়াছিল, সেই বিশ্বাসে এই বিপদ্ কালে কাশীর স্মরণ করিতে লাগিল এবং কাশী এই দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করত সেই জ্বররোগেই তথায় প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১২৩—১২৫ ॥ তখন যমদূতগণ আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিবার উপক্রম করিতেছে ইত্যবসরে শিবের পারিষদ্গণ চামরপাণি দিব্যাঙ্গণাগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং তরুণ আদিত্যের ন্যায় প্রভাশালী এক বিমান লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১২৬ —১২৭ ॥ তাঁহাদিগকে দেখিয়া যমদূতগণ সেই পাপি-

ত্তেনাস্য দুরিতং ক্ষীণং কৈলাসে স্থাপ্যতে যুগম্ ।
ততঃ পুনঃ সুপুণ্যাত্মা কাশ্যাং মুক্তিমবাপ্স্যতি ॥ ১২৮ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

এবমুক্ত্বা শিবগণাঃ কৃশং নীত্বা যযুঃ শিবম্ ।
যমদূতাঃ স্বরাজানং সর্ব্বমূচুস্তদাদিতঃ ॥ ১২৯ ॥
সমাকর্ণ্য ততো বাক্যং দূতানাং তানুবাচহ ।

যম উবাচ ।

প্রানপ্রয়াণাবসরে যে কাশ্যাং সঙ্গতা নরাঃ ॥ ১৩০ ॥
যেবা কাশীতি ভাষন্তে যেবা বিষ্ণুপরায়ণাঃ ।
যেবা মহাদেবরতা যেবা সর্ত্তীর্থমৃত্যবঃ ॥ ১৩১ ॥

ষ্ঠের দুষ্কর্ম্ম সমূহ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২৮ ॥

যমদূতগণ কহিল, এ ব্যক্তি যে রূপ পাপী, তাহা আপনারা বিশেষ রূপে বিদিতই আছেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তি গণকেই আপনারা ভাল বাসেন, তবে এই পাপিষ্ঠের জন্য কেন আপনারা আসিয়াছেন ? ॥ ১২৯ ॥

শিব পারিষদগণ কহিলেন, হে যমদূতগণ ! এ ব্যক্তি অতিশয় দুরাচারী সত্য, কিন্তু এ অন্তিমকালে কাশী কাশী এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে ইহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে কৈলাসে এক যুগ অবস্থিতি পূর্ব্বক পুনরায় কাশীতে পুণ্যশীল হইয়া জন্ম গ্রহণ করত মুক্তি লাভ করিবে ॥ ১৩০—১৩১ ॥

ভৃগু কহিলেন, এই কথা বলিয়া শিব পারিষদগণ সেই কৃশকে বিমানোপরি আরোহণ করাইয়া শিব

তেষাং নাহং প্রভুঃ কাপিত্যাজ্যা যুষ্মাভিরেবতে।

ভৃগুরুবাচ।

ইত্থং তপোধনাঃ কাশ্যা মাহাত্ম্যং প্রোক্তবানহম্।
যচ্ছ্রুত্বাপি বিলীয়ন্তে পাপানি সুমহান্ত্যপি॥ ১৩৬॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কাশী মাহাত্ম্যে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

লোকে লইয়া গেলেন। যম দূতগণও ফিরিয়া আসিয়া যমরাজকে আদি হইতে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। শ্রবণ করিয়া যমরাজ দূতগণকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৩২॥

যম কহিলেন, হে দূতগণ! যে সমস্ত ব্যক্তি অন্তিম কালে কাশীতে আগমন করে, বা যাহারা কাশী এইনাম উচ্চারণ করে, যাহারা বিষ্ণু ভক্ত বা যাহারা মহেশ্বরের ভক্ত, এবং যাহারা তীর্থে মরে, তাহাদের উপর আমার কোন প্রভুতা নাই, তোমরা দূর হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও॥ ১৩৩—১৩৪॥

ভৃগু কহিলেন, হে তপোধনগণ! এই আপনাদিগকে আমি কাশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলেও মহাপাপ নিচয় বিলীন হইয়া যায়॥১৩৫॥

ইতি পদ্ম পুরাণ কাশী মাহাত্ম্য বর্ণন
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ ।

কথয়িত্বা কথামেতাং সম্ভৃগুর্ভৃগুনন্দনঃ ।

পুনঃ প্রোবাচ মাহাত্ম্যং বারাণস্যা বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

শৃণুধ্বং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ কাশীকথাং শুভাম্ ।

যাং শ্রুত্বা সংশয়ং জহ্যাঃ সকলং মুক্তি সাধনে ॥ ২ ॥

কাশ্যাং যোগোন দুষ্প্রাপঃ কাশ্যাং মুক্তির্ন দুর্লভা ।

ততোনিশং নিষেবেত কাশীং মোক্ষাপ্তয়ে জনঃ ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দনগণ! মহামুনি ভৃগু এই সমস্ত বর্ণন করিয়া পুনরায় বিশেষরূপে বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! আমি পুনরায় কাশীর পবিত্র কথা বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে মুক্তির সাধন সম্বন্ধে সর্ব্ব-প্রকার সন্দেহই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। কাশীতে যোগ দুষ্প্রাপ্য বা মুক্তিও দুর্লভ নহে, সুতরাং মোক্ষলাভের জন্য মানব অবশ্য কাশীরই সেবা করিবে ॥ ২–৩ ॥ সেই কাশীতে মহেশ্বর অন্তিমকালে জীবগণের কর্ণে মহামন্ত্র উপদেশ করিবার সময়, এই ব্যক্তি আমার ভক্ত, এ ব্রাহ্মণ, এ নীচ, ইত্যাদি পার্থক্য বিচার না

গণয়তিন কথঞ্চিচ্ছঙ্করঃ কাশিকায়া
ময়মিহ মমভক্তো ব্রাহ্মণঃ পুরুশোবা।
উপদিশতি সদান্তে বাক্য মেকাত্মনিষ্ঠং
দ্বিজকুলনিরপেক্ষো ভাব্যতত্রাধিকারঃ ॥ ৪ ॥

কেবলং ধর্ম্মসাপেক্ষং কর্ণে জপতি তন্মচঃ।
অধর্ম্মিষ্ঠস্য তৎক্ষেত্রে যাতনান্তে দিশেন্মতিম্ ॥ ৫ ॥
কাশ্যাংকৃতস্য পাপস্য ভোগো রুদ্র পিশাচতা।
একৈকস্য চ পাপস্য সমানা ময়ুতত্রয়ম্ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যং মনসাপি বিভোঃ পুরে।
যে কাশ্যাং ধর্ম্মভূয়িষ্ঠা নিবসন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৭ ॥
তে তারয়ন্তি চাত্মানং শত পূর্ব্বান্ শতাপরান্।
কাশীং প্রতি প্রস্থিতানাং জনানাং পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৮ ॥
ঘূর্ণন্তে সর্ব্বপাপানি সর্ব্বধাতুগতান্যপি।
কাশ্যামুদ্দিশ্য যাতানাং সর্ব্বঃস্যাৎ সময়ঃ শুভঃ ॥ ৯ ॥

করিয়াই তিনি সমভাবে সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। কেবল ধর্ম্ম মাত্র দেখিয়াই তিনি জীব গণকে উপদেশ করেন, অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যাতনা ভোগের পর জ্ঞান লাভ করে। কাশীতে কৃতপাপ সমূহের ফল রুদ্র পিশাচ হইয়া ভোগ করিতে হয় এবং এক একটী পাপের ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৪—৬ ॥ অতএব কাশীক্ষেত্রে কখন মনেও পাপের চিন্তা করিবে না। কাশীতে যাঁহারা ধর্ম্ম পথে বাস করেন, তাঁহারা নিজ ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণের

মঙ্গলং সকলং বস্তু ন তৎকিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ।
দেবাঃ সর্ব্বেঽপ্যশেষৈর্ব্বৈ প্রতিবন্ধকরাঃ পরম্॥ ১০॥
অনুপেক্ষ্যৈব গন্তব্যা কাশী মুক্তি প্রকাশিকা।
কাশ্যাং যোনিজধর্ম্মেণ মুমুক্ষুস্তিষ্ঠতি দ্বিজাঃ॥ ১১॥
অনায়াসা বিলম্বাভ্যাং স এব ফল মশ্নুতে।
যে কাশ্যাং সংশয়া বিষ্টা মুক্তৌ তেষাংশরীরিণাম্॥১২॥
প্রাণ প্রয়াণ সময়ে প্রমাণং পরমেশ্বরঃ।
তত্র স্বয়ং হুতং দত্তং জপ্তং তপ্তং দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৩॥
ভূয়াদনন্ত ফলদং তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবতঃ।

সহিত আপনাকে এসংসার হইতে উদ্ধার করেন। পাপী গণ কাশী যাইবার জন্য যাত্রা করিলেই তাহাদের পাপ রাশি মজ্জাগত হইলেও ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাশীতে গমন করিবে, তাহার যাত্রার জন্য সকল সময়ই শুভ এবং সম্মুখে যে বস্তু পড়ুক তাহাই মঙ্গলকর জানিবে। দেবগণ বহুতর প্রলোভন দেখাইয়া কাশী যাত্রীর নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন, সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে গমন করিবে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি মুমুক্ষু হইয়া কাশীতে স্বধর্ম্মে অবস্থান করে; সে অনায়াসে এবং অবিলম্বে অভিলষিত ফল লাভ করিয়া থাকে। কাশীতে মুক্তি হয় কি না যাহারা এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে, তাহাদের মৃত্যুকালে যে কি হয়, তাহা পরমেশ্বরই বলিতে পারেন। ৭—১৩॥ কাশীতে যৎকিঞ্চিৎ পরি-

যত্রদেবনদী গঙ্গা যত্র সা মণিকর্ণিকা ॥ ১৪ ॥
কিংচিত্রংতত্রবিপেন্দ্রা মুক্তিপ্রাপ্তোতনুভৃতাম্।
তবৈক্ষেত্রং যেস্থিপদাস্থিধীরাঃ
শ্রদ্ধোপেতাধর্ম্মমার্গৈকনিষ্ঠাঃ ॥
মুক্তিস্থিতে দেহ সন্ত্যাগমাত্রা
দাত্মজ্ঞানং নিকল প্রাপ্তিহেতুম্ ॥ ১৬ ॥
অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ কথঞ্চিৎ
সত্যং সত্যং কথয়ামীহ বিপ্রাঃ।
সংসারঞ্চ বিরসং ভাবয়িত্বা
দেহান্তং তত্রতিষ্ঠেৎ প্রতীতঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মাত্মৈক্য দ্যোতকং তত্র বাক্যং
মহাদেবস্তৎরক জ্ঞান হেতুম্।

যাগে হোম, দান, জপ কিম্বা তপস্যা করিলেও তাহা কাশীর মহিমাগুণে অনন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! যে স্থানে দেবনদী গঙ্গা এবং সেই মণিকর্ণিকা বিরাজমানা, তথায় প্রাণিগণ মুক্তি লাভ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? যাহারা স্থির ভাবে শ্রদ্ধাসহকারে স্বধর্ম্মতৎপর হইয়া সেই কাশী বাস করে, তাহারা দেহত্যাগ মাত্রেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। হে দ্বিজগণ! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, কেহ যেন কখনই সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ না করে ॥ ১৪—১৬ ॥ এই সংসারকে নিঃসার ভাবিয়া দেহ পতন পর্য্যন্ত বিশ্বাস সহকারে কাশীতে বাস করিবে। যে

কর্ণে জপত্যনিশং চান্তকালে
কস্তাং কাশীং মনসা হাতুমিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

ইত্থং মুক্তি প্রদায়িন্যাং সত্যাং কাশ্যাং ভৃগো ভুবি।
কিমর্থং মুক্তি সাধনে ॥ ১৯ ॥
ক্লিশ্যন্তি শ্রবণে ধ্যানে মননে বীত কল্মষাঃ।
ইমং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্মুনিপুঙ্গব ॥ ২০ ॥

ভৃগুরুবাচ।

শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূলা যত্তদ্বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।

স্থানে অন্তিম কালে স্বয়ং মহেশ্বর নিরন্তর জীবগণের কর্ণে মোক্ষ লাভের হেতু তত্ত্ব বাক্য উপদেশ করিতেছেন, মনেও কি কেহ কখন সেই কাশীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? ॥ ১৭ – ১৮ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ভৃগো! এতাদৃশ মুক্তি দায়িনী কাশী পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিতে বহুতর পবিত্রাত্মা মুনিব্যক্তি মুক্তির নিমিত্ত কি জন্য অধ্যয়ন, ধ্যান ও মননাদিতে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাদের এই সংশয়টী ছেদন করুন ॥ ১৯–২০॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ইহার যাহা তত্ত্ব তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন, কিন্তু আপনারা ধার্ম্মিক, আপনাদের এতাদৃশ সংশয় করা উচিত নহে। লোক সমূহের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, যাহার যাহাতে

সংশয়ো নেহ কর্ত্তব্যো মুমুক্ষুভির্দৃঢ়বুদ্ধিভিঃ ॥ ২১ ॥
বিচিত্ররুচয়ো লোকা বহুশ্রদ্ধাঃ কচিৎ কচিৎ।
যথেষ্টংহি বিচেষ্টন্তে স্বতন্ত্রাস্তত্রতত্রহি ॥ ২২ ॥
বর্ণাশ্রমপরিপ্রাপ্তধর্ম্মানুষ্ঠানকো বিধিঃ।
নিত্যো নৈমিত্তিকঃ কাম্যঃ কাম্যস্তু স্বেচ্ছয়া ভবেৎ ॥২৩॥
অনেকোপায়লভ্যংহি ফলংভবতি ব্রাহ্মণাঃ।
প্রবৃত্তিঃ স্বেচ্ছয়া তত্র সর্ব্বলোকেহি দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥
যথা কশ্চিৎ প্রসূনার্থী সমানাসু লতাসুচ।
সমান শ্রমগম্যাসু সমান কুসুমাসুচ ॥ ২৫ ॥

শ্রদ্ধা, তিনি ইচ্ছা ক্রমে তদনুরূপই আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২১—২২ ॥ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা স্বেচ্ছানুসারে করা যায়, তাহাকেই কাম্য বলে। দেখুন, ব্রাহ্মণগণ! একটী ফল লাভ করিতে হইলে, নানা প্রকার উপায় দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বত্রই যাহার যাহাতে ইচ্ছা তাহার সেই উপায়েই প্রবৃত্তি দেখা গিয়া থাকে ॥ ২৩—২৪ ॥ যেমত কোন ব্যক্তি পুষ্প আহরণ করিতে একটী উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় এক জাতীয় অনেক গুলি লতা আছে, সকল গুলির পুষ্প আহরণ সমান শ্রম সাধ্য এবং সকল গুলিই সমরূপে কুসুমিত, এমত স্থলে সে ব্যক্তি যেটীতে ইচ্ছা সে যেমন সেইটীরই পুষ্প চয়ন করে, তদ্রূপ লোক-সমূহ মুক্তির সাধনেও যাহাতে যাহার রুচি সে সেই

বিদ্যমানাস্থ কস্যাঞ্চিৎ প্রবর্ত্তেত ন সর্ব্বতঃ।
তথা লোকা যথা কামং শ্রয়ন্তে মুক্তি সাধনম্ ॥ ২৬ ॥
সমানবর্ণং গোক্ষীরং তুল্যপাত্রে প্রতিষ্ঠিতম্।
যুগপন্নৈব গৃহ্যেত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং হি গৃহ্যতে ॥ ২৭ ॥
তদ্বন্নির্ব্বাণ হেতূনাং বাহুল্যে ঽপি মুমুক্ষুভিঃ।
সুশক্যত্বেন যজ্জাতং নিতং তৈস্তন্নিষেব্যতে ॥ ২৮ ॥
অথচ্চ শ্রূয়তাং কাশ্যা মাহাত্ম্যং মুনি পুঙ্গবাঃ।
বামদেবেন যৎপ্রোক্তং বশিষ্ঠং প্রতি সাদরম্ ॥ ২৯ ॥
আস্তে সরস্বতীতীরে বশিষ্ঠস্যাশ্রমঃ পরঃ।

পথেরই আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ২৫—২৬ ॥ এক জাতীয় কতক গুলি পৃথক্ পাত্রে একই বর্ণের দুগ্ধ রাখি আছে, পূর্ব্বাপর ভাবে গ্রহণ ব্যতিরেকে সেগুলি কখনই এক কালীন যেমন গ্রহণ করা যায় না, তদ্রূপ মুক্তির সাধন বহুতরই আছে, তন্মধ্যে যে যেটীকে সহজ বিবেচনা করে, সে সেইটীর আশ্রয় লয় ॥ ২৭—২৮ ॥

হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! কাশীর মহিমা যাহা বামদেব সাদরে বশিষ্ঠের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাও আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

সরস্বতী নদীর তীরে বশিষ্ঠের আশ্রম; তথায় স্বেচ্ছাক্রমে একদিবস তত্ত্বজ্ঞানী বামদেব উপস্থিত হইয়াছেন, বশিষ্ঠ সযত্নে তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে ফল মূলাদি প্রদান করিলেন। বামদেবও তৎসমুদয় আনন্দের সহিত গ্রহণ

তত্রাজগাম তত্ত্বজ্ঞো বামদেবো যদৃচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥
পূজিতঃ স যথা ন্যায়ং বশিষ্ঠেন প্রযত্নতঃ।
দত্তানি ফল মূলানি তস্মৈ ধর্ম্ম বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥
বামদেবোপি তং সর্ব্বং প্রতিজগ্রাহ ভক্তিতঃ।
তত্রোপবিষ্টৌ তৌ বিপ্রৌ কথয়ামাসতুঃ কথাম্ ॥৩২॥
বেদাশ্রয়াং বিচিত্রার্থাং ধর্ম্মমোক্ষোপযোগিনীম্।
তদা পপ্রচ্ছ বিনয়াদ্ বশিষ্ঠো মুক্তি সাধনম্। ৩৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

বামদেবাস্ম তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্।
বিনা সাধন সম্পত্ত্যা যদ্যস্তি বদ তন্মম ॥ ৩৪ ॥

বামদেব উবাচ।

কথং বশিষ্ঠ বেদোক্তসাধনেন বিনা ভবেৎ।

করিলেন। অনন্তর উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পরে মোক্ষোপযোগি বৈদিক কথার আলোচনা করিবার অভিলাষে বশিষ্ঠ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০—৩৩॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, অহে বামদেব! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী দেখিতেছি এক মাত্র ব্রহ্ম জ্ঞানই মুক্তির সাধন, বিনা সাধনে মুক্তির যদি কোন উপায় থাকে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩৪ ॥

বামদেব কহিলেন, বশিষ্ঠ! দীপ ব্যতিরেকে যেমত প্রভা থাকে না, তদ্রূপ বেদোক্ত সাধন ব্যতিরেকে আর কি কিছু মুক্তির উপায় হইতে পারে? তথাপি একটী উপায় আছে, যাহাতে অল্প আয়াসে সত্বরেই

ব্রহ্মাকৈবেকস্থ বিজ্ঞানং নহিদীপং বিনা প্রভা ॥ ৩৫ ॥
তথাপি বিদ্যতে ব্রহ্মমনায়াসেন সত্বরম্ ।
তাদৃশ জ্ঞান ফলকং শম্ভোঃ ক্ষেত্রং মহাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
বারাণসীতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু রাজতে ।
আদিমধ্যাবসানেম স্থানং বিশ্বেশধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭ ॥
তত্র স্থিতস্থ জন্তোর্হি ভোগ মোক্ষ প্রদঃ শিবঃ ।
উপপাতকিনশ্চৈব মহাপাতকিনশ্চযে ॥ ৩৮ ॥
তেষাং তৎক্ষেত্র মাহাত্ম্যা দঘানিক্ষয় মাপ্নুয়ুঃ ।
মারুতেরিত কাশীস্থরেণু যোগেন কিল্বিষম্ ॥ ৩৯ ॥
দূরীভবতি বিপ্রর্ষে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
স্বধর্ম্মনিরতস্যৈব হীনস্যাপ্যুত্তমস্য চ ॥ ৪০ ॥
সমানা গতিরুদ্দিষ্টা বারাণস্যাঃ প্রভাবতঃ ।

তাদৃশ জ্ঞান লাভ করা যায়, সেটী মহাত্মা বিশ্বনাথের মুক্তিক্ষেত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বারাণসী । তথায় সমুদয় স্থানই ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, যাহারা তথায় বাস করে, স্বয়ং মহেশ্বর তাহাদের ভোগ এবং মুক্তি-দাতা ॥ ৩৫—৩৭ ॥ যাহারা উপপাতক যুক্ত এবং যাহারা মহাপাপী, তাহারাও সেই কাশী ক্ষেত্রের মহিমায় ক্ষীণ পাপ হইয়া থাকে । পবন বিক্ষিপ্ত কাশীর ধূলিকণাও গাত্র সংলগ্ন হইলে পাপ ক্ষয় হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই । তথায় বারাণসীর মহিমা গুণে স্বধর্ম্মশীল উৎকৃষ্ট ও হীন উভয় ব্যক্তিরই সমান গতি হইয়া থাকে । সেই কাশীই সাক্ষাৎ আনন্দকানন এবং

আনন্দকাননং তদ্ধি শঙ্করস্যাতি বল্লভম্ ॥ ৪১ ॥
ন বিমুঞ্চতিহি বিশ্বাত্মা অবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
কাশ্যাং তিষ্ঠন্তি যে কেচিত্তান্ পশ্যন্তি সুরোত্তমাঃ ॥৪২॥
চতুর্ভুজাং স্ত্রিনয়নাংশ্চন্দ্রোদ্ভাসিত শেখরান্ ।

দানং তত্রানন্ত ফলং প্রদিষ্টং
স্নানং তদ্বৎ তত্র জপ্যাদি কর্ম্ম ।
এবং পাপং তত্র যদর্জ্জিতংস্যা
ত্তদপ্যনন্তং নাত্র সন্দিগ্ধমস্তি ॥ ৪৪ ॥

দ্বিজং স্বধর্ম্ম নিরতং যো ষর্ষাশন দানতঃ ।
স্থাপয়ে চ্ছ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্য পুণ্য ফলং শৃণু ॥ ৪৫ ॥
যাবত্যঃ সিকতাঃ সন্তি গঙ্গায়াং মুনিসত্তম ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি ক্রীড়েদিন্দ্রেণ সঙ্গতঃ ॥ ৪৬ ॥

ভগবান্ মহেশ্বরের অতি প্রিয় ॥৩৮—৪১॥ মহেশ্বর কখনই কাশীকে পরিত্যাগ করেন না বলিয়াই উহার নাম অবিমুক্ত। কাশীতে যাঁহারা বাস করে, দেবগণ, তাহাদিগকে চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন শশাঙ্কধর মুর্ত্তি বলিয়া বোধ করেন। তথায় স্নান, দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সমূহ অনন্ত ফলপ্রদ হয়, তথায় পাপ অর্জ্জন করিলে তাহারও অনন্ত ফল ভোগ করিতে হয়। কাশীতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ষর্বভোগ্য খাদ্য দ্রব্য প্রদান করত স্বধর্ম্মনিরত একটী ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। হে মুনি শ্রেষ্ঠ! গঙ্গাতে যত পরিমাণ সিকতা আছে, তাবৎ সহস্র বৎসর সে ব্যক্তি ইন্দ্রের

পশ্চাদএ মহারাজো জায়তে নির্ম্মলে কুলে।
দীর্ঘায়ুর্বহুপুত্রশ্চ সুখী শঙ্কর ভক্তিমান্ ॥ ৪৭ ॥
অন্তেচ লভতে কাশীং ততোনির্ব্বাণ মাপ্নুয়াৎ।
অশ্বত্থং পিচুমন্দঞ্চ সহকার মথো লতাম্ ॥ ৪৮ ॥
যো রোপয়তি যত্নেন তস্যাপ্যেতৎ ফলং ভবেৎ।
সন্ত্যনেকানি তীর্থানি পৃথিব্যাং যানি সত্তম ॥ ৪৯ ॥
তথাপি জন্তুনা কাশী সেব্যা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।
ন্যায়াগতং ধনং কাশ্যাং স্বল্পমপ্যগ্রজের্পিতম্ ॥ ৫০ ॥
ভবেদনন্ত ফলদং নিত্যং তৎক্ষেত্র বাসিনি।
এবং প্রভাবা বিপ্রর্ষে বিদ্যতে কাশিকা পুরী।

সহিত সুখ ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে কোন বিশুদ্ধ কুলে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করত পুত্র পৌত্রাদির সহিত বহুকাল সুখ-ভোগ পূর্ব্বক অন্তিমে কাশীতে আসিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে ॥ ৪২—৪৭ ॥ আর যে ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক অশ্বত্থ, নিম্ব, সহকার ও লতা রোপণ করে, তাহারও এই ফল হয় ॥ ৪৮ ॥ হে সাধুশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে যদিচ বহুতর তীর্থই আছে, তথাপি জীবগণের সর্ব্ব প্রকার যত্ন করিয়াও কাশীরই সেবা করা উচিত। সেই ক্ষেত্র নিবাসী ব্রাহ্মণকে ন্যায়ার্জ্জিত স্বল্প মাত্রও ধন প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফল প্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রর্ষে! সেই কাশীর এতাদৃশ মহিমা, চলুন আমরাও গিয়া উভয়ে উমাকান্ত পালিত সেই কাশীপুরী সন্দর্শন করি ॥ ৪৯—৫১ ॥

এহি পশ্চাবহে গন্ত্বা তামুমাকান্ত পালিতাম্ ॥ ৫১ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

বশিষ্ঠস্তেন মুনিনা বামদেবেন নোদিতঃ ।
ঋত্বিজং স্বাশ্রমে কৃত্বা কাশীমভি মুখো যযৌ ॥ ৫২ ॥
পথিতৌ শ্রদ্ধয়োপেতৌ বীতরাগৌ গতক্লমৌ ।
বশিষ্ঠ বামদেবৌতু জগ্মতুঃ শাঙ্করীং পুরীম্ ॥ ৫৩ ॥
ব্রজন্তৌতৌ মহারণ্যে দৃষ্টবন্তৌ নিশাচরান্ ।
করালান্ সায়ুধান্ দীপ্তান্ মালিবংশ সমুদ্ভবান্ ॥ ৫৪ ॥
তেষাং মধ্যে হুণ্ডুকাখ্যং মালিনঃ পৌত্রসম্ভবম্ ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ ক্রূরং সুরবিমর্দ্দনম্ ॥ ৫৫ ॥
তেন দৃষ্টৌ চতৌমার্গে কৌভবন্তাবিতিস্ফুটম্ ।

ভৃগু কহিলেন, বশিষ্ঠ এই রূপে প্রণোদিত হইয়া পুরোহিতের উপর আশ্রমের ভার দিয়া বামদেব মুনির সহিত কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৫২ ॥ সেই বীতরাগ, গতশ্রম ও শ্রদ্ধাশীল মুনিদ্বয় বামদেব ও বশিষ্ঠ একাগ্রচিত্তে শঙ্করের পুরীর অভিমুখে গমন করিতেছেন, পথে একটী অরণ্য মধ্যে অস্ত্রধারী ভীষণ মূর্ত্তি মালিবংশ সম্ভূত কতকগুলি নিশাচর দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তাহাদের মধ্যে তাঁহারা মালীর প্রপৌত্র হুণ্ডুক নামক নিশাচরকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বোধ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ হুণ্ডুক পথিমধ্যে সেই ঋষি দ্বয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনারা কে ? তখন ঋষি দ্বয় ভীত হইয়া পরস্পরের নাম বলিলেন, হুণ্ডুক

অন্যোন্যমাম কথয়া শ্বভূবতুরূপপয়ুতৌ ॥ ৫৬ ॥
ছুণ্ডুকস্তং বশিষ্ঠাখ্যং বিজ্ঞায়োবাচতং প্রতি।

ছুণ্ডুক উবাচ।

অহো মিষ্টং ময়া প্রাপ্তং চিরস্য রজনীচরাঃ ॥ ৫৭ ॥
বধ্যতামেব দুষ্টাত্মা বশিষ্ঠঃ সহমিত্রকঃ।
এতৎ পৌত্রেণ সহসা মৎপিতা সহবান্ধবঃ ॥ ৫৮ ॥
পরাশরেণ নিহতঃ সত্রে রাক্ষস ঘাতকে।

ভৃগুরুবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সর্ব্বে তদনুযায়িনঃ।
বশিষ্ঠ বামদেবৌতু বন্ধুং সমুপচক্রমুঃ ॥ ৫৯ ॥
তাবন্যোন্যং নিরীক্ষন্তৌ শক্তাবপি নিবারণে।

তন্মধ্যে একজনকে বশিষ্ঠ জানিয়া তৎপ্রতি বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫৬ ॥

ছুণ্ডুক কহিল, অহো! অদ্য আমি চিরদিনের প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়াছি, হে নিশাচরগণ! তোমরা ইহার বন্ধুর সহিত এই দুরাত্মা বশিষ্ঠকে বিনাশ কর। ইহারই পৌত্র পরাশর কর্তৃক রাক্ষস ঘাতক যজ্ঞে সুহৃদ্‌গণের সহিত আমার পিতা নিহত হইয়াছেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ভৃগু কহিলেন, ছুণ্ডুকের এই আদেশ শুনিয়া তাঁহার অনুযাত্রিগণ তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেবকে বন্ধন করিবার উপক্রম করিল। তাঁহারা উপস্থিত বিপদ নিবারণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াও রোষ পরিত্যাগ করিয়াছেন এই

গতরোষভয়া নৈব কিমর্থং কুরুতাং তদা ॥ ৬০ ॥
নির্ব্বিকারৌ নির্ব্বিশঙ্কৌ দৃঢ়বদ্ধৌ বিরেজতুঃ।
ইন্দ্রজিন্মুক্ত নাগাস্ত্রবদ্ধাবিব রঘূত্তমৌ ॥ ৬১ ॥
হুণ্ডুকঃ খড়্গমাদায় হন্তুমেবাকরোন্মতিম্।
অথ ব্রবীদ্ বামদেবো বশিষ্ঠং প্রতি সাদরম্ ॥ ৬২ ॥

বামদেব উবাচ।

বশিষ্ঠ পশ্য প্রতিবন্ধ নীরদো
বারাণসী সন্দর্শনে হি গচ্ছতোঃ।

জন্য পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন ব্যতীত আর কিছুই করিলেন না। তখন পাষণ্ডগণ, ইঁহাদের দুই জনকেই বন্ধন করিল। নির্ব্বিকার চিত্ত ঋষিদ্বয় দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ ভগবান্ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের ন্যায় নিঃশঙ্ক ভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫৯—৬১ ॥ ইতি মধ্যে পাপিষ্ঠ হুণ্ডুক খড়্গ লইয়া তাঁহাদের বিনাশের উদ্যোগ করিল দেখিয়া বামদেব সাদরে বশিষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

বামদেব কহিলেন, বশিষ্ঠ দেখুন, আমরা কাশী দর্শন করিতে যাইতেছি, তাই এই প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কাশীতে বিনা বাধায় পরম শ্রেয় লাভ হয়, তাহাতেই দেবগণও কাশীযাত্রির বিঘ্নকারক হইয়া থাকেন। এই হুণ্ডুক অবশ্যই আমাদের প্রাণে মারিবে তাহাতে দুঃখিত নহি কিন্তু নয়ন লাভ করিয়া তদ্দ্বারা একবারও মহেশ্বরের রাজধানী কাশী

শ্রেয়োহি নির্বিঘ্ন মবাপ্যতে পরং
ভবন্তি দেবা অপি বিঘ্ন কারকাঃ ॥ ৬৩
প্রাণানয়ং নেষ্যতি হন্তুকাখ্যো
নতৎপরং দুঃখমিবাবভাসতে।
বিলোচনাভ্যাং যদ্বমেশ পূঃপুরী
নবীক্ষিতা তৎকিল দূয়তে মনঃ ॥ ৬৪ ॥
মনোরথোয়ং মমতেপিচ স্থিতঃ
কাশ্যাং গমিষ্যাব ইতি দ্বিজোত্তম।
সুধাংশু মৌলেশ্চরণৌ নিরন্তরম্
প্রেক্ষ্যাবহে সোপিন সিদ্ধিমীযিবান্ ॥ ৬৫ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ব্রহ্মর্ষিরেবমুক্ত্বা স বামদেবো মুনীশ্বরাঃ।
দধ্যৌ শঙ্কর মেবান্তর্বশিষ্ঠশ্চধরাশ্রিতৌ ॥ ৬৬ ॥
সতু পাপ সমাচারো হুণ্ডকোরাঙ্কশেখরঃ।

পুরী দেখিতে পাইলাম না, মন ইহাতেই ব্যথিত হই-তেছে ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার এবং আমার উভয়েরই বাসনা ছিল যে কাশীতে গমন করিয়া নিরন্তর ভগবান্ চন্দ্র শেখরের চরণ দর্শন করিব, কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ হইল না ॥ ৬৫ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিগণ! ব্রহ্মর্ষি বামদেব বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া ভূমিতলে বশিষ্ঠের সহিত উপবিষ্ট হইয়া উভয়েই একাগ্র চিত্তে মহেশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ তখন সেই দুরাচার হুণ্ডক মূর্খতা

খড়্গমুদ্যম্য যুগপৎত্তৌ জগ্রাহ জটাস্বরে ॥ ৬৭ ॥
যদৈব তেনতৌ মৌর্য্যাদ্ গৃহীতৌ মুনি সত্তমৌ।
তদৈব প্রাদুরাসীত্ত্ ত্রিপুরান্ত করো হরঃ ॥ ৬৮ ॥
ক্রোধোদ্ধৃত কটাক্ষেণ কালানল বিলাসিনা।
ভস্ম বশেষানকরোদ্ রাক্ষসান্ সহ হুণ্ডকান্ ॥ ৬৯ ॥
পাশাঃ শ্ছিন্না তয়োঃ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
অথ তাবুত্থিতৌ পার্শ্বে ভস্মরাশিমপশ্যতাম্ ॥ ৭০ ॥
নান্যং কঞ্চন তৌবীক্ষ্য শম্ভুমেবাখপদ্যতাম্।
এবং বিস্ময় মাপন্নৌ তৌমুনী মুনি সত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥
যযতুঃ কাশিকামেব বিদীর্ণ প্রতি বন্ধনৌ।

বশতঃ খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়েরই জটা ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভক্তের এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে ভগবান্ ত্রিপুরান্তক ক্রোধ পরিপূর্ণ নেত্রে সেই স্থলে আবির্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই হুণ্ডক প্রভৃতি রাক্ষস গণকে ভস্মীভূত করত বামদেব ও বশিষ্ঠের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৬৭ —৬৯ ॥ অনন্তর সেই ঋষিদ্বয় আপনাদিগকে পাশ মুক্ত দেখিয়া উত্থান করিলেন এবং পার্শ্বভাগে ভস্মরাশি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া "এ সমুদয়ই মহেশ্বরের লীলা" বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া নিরাপদে কাশীতে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিনে তাঁহারা কাশীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০—৭১ ॥ তথায় দেখিলেন যে বহু-

চিরকালে ততঃ কাশীং দদৃশাতে হৃতিবিস্মিতৌ
লসচ্চটুলচম্পক প্রচয়চারু শাখা শিকা
নিতান্তমধুলম্পট ধ্বনি বিশেষসম্মাদিতাম্ ।
রসাল সুরসোৎকটস্ফুটকল প্রকানাদৃতে
স্বনৎ পরভৃতারবৈর্মুখরিতান্তরাং ভাবুকৈঃ ॥ ৭২ ॥
সচকিত মৃগীযূথৈর্দিক্ষু প্রকীর্ণ বিলোচনৈ
মুখপুটগৃহীতার্দ্ধ প্রোদ্যযবাঙ্কুরবঙ্কুরৈঃ ।
বিমুখ বিসরযূথাধীশ প্রভাব বিনারিভি
র্বিহিতজনতা মোদাং দেবৈঃ সদৈব নিষেবিতাম্ ৭৩

তর চম্পক বৃক্ষের ছোট ছোট শাখা গুলিতেও মধু-লম্পট ভ্রমরগণ আশ্রয় গ্রহণ করত গুণ গুণ রবে কাশী ক্ষেত্রকে সম্নাদিত করিয়া রাখিয়াছে । রসাল বৃক্ষ সমূহের রসময় ফল পরিপুষ্ট না হইলেও কোকিলগণ তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করত কুহু কুহু রবে কাশীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, চকিত নেত্র মৃগ যূথগণ চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত লোচন বিস্তার পূর্ব্বক মুখ মধ্যে যবাঙ্কুরের অর্দ্ধভাগ গ্রাস গ্রহণ করত নিজ প্রতিপক্ষি জন্তু নিচয়ের প্রভাবকেও অগ্রাহ্য করত লোক সমূহের আনন্দ বিধান করিতেছে, দেবগণও উপস্থিত হইয়া কাশীর সেবা করিতেছেন । বিল্ববৃক্ষের কোমল পত্র নিচয়ের দ্বারা শিবপূজায় তৎপর, কুশ, কাশ ও পুষ্প সমূহে বিরাজিত পাণিকমল এবং বেদ বোধিত কর্ম্মকাণ্ড বিধানে নিশ্চল চিত্ত মুনি, দ্বিজ ও অন্যান্য ভক্ত-

বিল্বভূরুহ কোমলচ্ছদ শম্ভুপূজন তৎপরৈঃ
কুশকাশ পুষ্প সমৃদ্ধি রাজিতৈ ফুল্ল পাণি সরোরুহৈঃ।
বেদবেদিতকর্ম্মকাণ্ড বিধান নিশ্চল মানসৈঃ
মুনিভির্ব্বিজবরৈরপরৈশ্চ সেবিতাং ভবভেদিনীম্॥ ৭৪ ॥
পদ্মোৎপল কুলোদ্ভাসি সমীরণ হৃত শ্রমাম্।
কদলীকান্তসন্দোহ চলদ্দলবিরাজিতাম্॥ ৭৫ ॥
ভাগীরথী সমুৎসর্পত্তরঙ্গালিঙ্গিতামিব।
বারাণসীংতৌ পশ্যন্তৌ বিস্ময় নয়নোৎসবাম্॥ ৭৬ ॥
অবাপতুর্মুদংবিপ্রৌ দণ্ডবচ্চ প্রণেমতুঃ।
নত্বাথ তাং পুরীং প্রীতাবন্তর্গেহস্য পূর্ব্বতঃ॥ ৭৭ ॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি তেপাতে পরমং তপঃ।

গণ নিরন্তর কাশীর সেবায় তৎপর আছেন॥ ৭২—৭৪॥
পদ্মগন্ধী সমীরণ সতত কাশী বাসি জীবগণের ভ্রান্তি হরণে তৎপর রহিয়াছে, চতুঃপার্শ্বেই কদলী তরু নিচয় কান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজিত রহিয়াছে। ভাগীরথী যেন উচ্ছলিত হইয়া কাশীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তাঁহারা এই সমস্ত নয়নানন্দকর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বারাণসী দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা অন্তর্গৃহের পূর্ব্বভাগে অবস্থিতি করত প্রসন্নচিত্তে ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া উৎকট তপস্যা করিলেন, তখন ভগবান্ মহেশ্বর সন্তোষ সহকারে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৭৫—৭৮॥

তয়োস্ত্র তপসাতুষ্টঃ কপর্দ্দীতাবথোব্রবীৎ ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বনাথ উবাচ ॥

বরং বৃণীতাং সুধিয়ৌ যুবযোর্যোমনোগতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সন্তুষ্টো যদ্যপিস্যাৎ সুদুর্ল্লভ ॥ ৭৯ ॥

তাবূচতুঃ।

বরংচেদ্দিৎসসি বিভো তদা ত্বদ্ভবনে স্থিতিম্।
অচলাঞ্চ মতিং দেহিনান্যস্মিন্ নৌ বরেপ্সিতা ॥ ৮০ ॥

বিশ্বনাথ উবাচ।

ভবন্তাবত্র মচ্চিত্তৌ তিষ্ঠেতাং মুনিসত্তমৌ।
কাশীবাসিজনাঘৌঘনাশকৌ দর্শনেনচ ॥ ৮১ ॥

বিশ্বনাথ কহিলেন, হে সুধীগণ! আপনারা উভয়েই নিজ নিজ মনোভিলাষিত বর প্রার্থনা করুন, অতিদুর্লভ হইলেও আমি সন্তোষ পূর্ব্বক তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিতেছি ॥ ৭৯ ॥

বামদেব ও বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বিভো! যদি আমাদিগকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন তবে, এই বর প্রদান করুন, যাহাতে আমরা নিয়ত আপনার ভবনে অবস্থিতি করিতে পারি এবং আপনাতেই আমাদের অচল মতি থাকে, ইহা ভিন্ন অন্য বরে আমাদের অভিলাষ নাই ॥ ৮০ ॥

বিশ্বনাথ কহিলেন, হে মুনিবর দ্বয়! আপনারা মদ্গত চিত্তে আমার এই স্থানে অবস্থান করুন এবং দর্শন দিয়া কাশী বাসি জন সমূহের পাপ

ভবতো দর্শনং কুর্য্যাদ্ যঃসবিঘ্নবিনাশকৃৎ।
স্বধর্ম্মে নিরতস্তিষ্ঠেৎ সততং মৎপরায়ণঃ ॥ ৮২ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ইতি দত্ত্বাতয়োঃ শম্ভুবরং ব্রহ্মৈক্যাচিন্তয়োঃ।
অভূদন্তর্হিতস্তত্রকাশ্যাং মুক্তৈক সাধনে ॥ ৮৩ ॥
ইত্যেতদ্বঃ সমাখ্যাতং কাশী মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
বামদেবেন যৎপ্রোক্তং বশিষ্ঠং প্রতি সাদরম্ ॥ ৮৪ ॥
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং পঠেদ্বাপি প্রযত্নতঃ।
সম্বাদং মুক্তি মার্গস্থং বামদেব বশিষ্ঠয়োঃ ॥ ৮৫ ॥
লভতে স বিনা বিঘ্নং কাশীবাসং নিরন্তরম্ ॥ ৮৬ ॥

বিনাশ করুন। যে ব্যক্তি আপনাদিগকে দর্শন করে, সে পাপ ক্ষয়ে সমর্থ হয়, এবং স্বধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া মদ্গত চিত্তে আমার এই ক্ষেত্রে বাস করিতে পারে ॥ ৮১—৮২ ॥

ভৃগু কহিলেন, মুক্তি সাধন কাশী ক্ষেত্রে বামদেব ও বশিষ্ঠকে, ভগবান্ মহেশ্বর এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে মুনিগণ! মহামুনি বামদেব বশিষ্ঠকে সাদরে যাহা কহিয়াছিলেন, কাশীর সেই অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আমি আপনাদিগকে বলিলাম। যে ব্যক্তি বশিষ্ঠ ও বামদেবের মোক্ষ বিষয়ক এই বৃত্তান্তটী যত্ন পূর্ব্বক প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে কাশীতে নিরন্তর বাস করিতে পারে ॥ ৮৩—৮৬ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! বিশ্বযোনি মহেশ্বর

মুনয় ঊচুঃ।

ভগবন্ যন্নিগদিতং শম্ভুনা বিশ্ব যোনিনা।
স্বধর্ম্মনিরতস্তিষ্ঠেদিতি তম্বদ তত্ত্বতঃ॥ ৮৭॥
ধর্ম্মাত্মা লভতে জন্তুর্মোক্ষং পাপঃ পিশাচতাম্।
ত্বয়াপ্যেতন্নিগদিতং তত্রনঃ সংশয়ো মহান্॥
পাপাত্মা কিং পিশাচত্বং প্রাপ্নুয়াৎ প্রথমং পরম্॥ ৮৮॥
অথবাণ্যত্র নরকে পতেৎ পূর্ব্বং ততস্তু তাম্।
এতদ্বিস্তরতো ব্রুহি তত্ত্ববিৎত্বং মতোহিনঃ॥ ৮৯॥

ভৃগুরুবাচ।

ক্ষণং কুরুত ভদ্রংবো বদামীহ যথাশ্রুতম্।
কাশ্যাং কৃতস্য পাপস্য ফলং যদ্‌যৎ সুদারুণম্॥ ৯০॥

বলিয়াছেন যে, স্বধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া কাশীতে থাকিবে, আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সেই মোক্ষ লাভ করে এবং পাপী ব্যক্তি পিশাচ হইয়া থাকে, আপনিও এই কথাই বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের এবিষয়ে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে পাপী ব্যক্তি কি প্রথমেই পিশাচত্ব লাভ করে অথবা প্রথমে তাহারা স্থানান্তরে নরক ভোগ করিয়া পরে পিশাচতা লাভ করে,. ইহার যথার্থ তত্ত্ব আমাদিগকে বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, কারণ আমাদিগের মধ্যে আপনিই যথার্থ তত্ত্ব জানেন ৮৭—৮৯

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা অবহিত হউন, কাশীক্ষেত্রে কৃতপাপের যে দারুণ ফল ভোগ হয়, আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। বারা-

বারাণস্যাং মৃতঃ পাপো নোপৈতি যম যাতনাম্ ।
নিয়ন্তা ভৈরবস্তস্য কাল কালঃ কপালভৃৎ ॥ ৯১ ॥
অহোবত ভৃশং তীব্রা ভীমা ভৈরব যাতনা ।
কাশ্যাং কৃতেন পাপেন যদ্দুঃখং সমবাপ্যতে ॥ ৯২ ॥
অন্তকোপিন তদ্দুঃখং তাদৃশং চার্পিতুং ক্ষমঃ ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৯৩ ॥
যচ্ছ্রুত্বৈব নকস্যাপি কাশ্যাং পাপোদ্যমো ভবেৎ ।
আসীৎক্রমেলকো নাম শূদ্রঃ কাশী পুরে পুরা ॥ ৯৪ ॥
ধর্ম্মাত্মা দ্বিজভক্তশ্চ দয়াবাননসূয়কঃ ।
প্রিয়া তিথিশ্চ সততং ধনবান্ ধর্ম্ম বৎসলঃ ॥ ৯৫ ॥
তস্যভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মৈকবৎসলাঃ ।

ণসীতে মৃত পাপি ব্যক্তিকে যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, কালেরও কাল স্বরূপ কপাল ধারি ভৈরবই স্বয়ং সেই সমস্ত পাপিগণের নিয়ন্তা। কাশীতে পাপ করিলে যে ভৈরবী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা অতি ভয়ানক, কারণ যমরাজও তাদৃশ কঠোর যন্ত্রণা প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। এতৎ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে, যাহা শ্রবণ করিলে কোন ব্যক্তিরই কাশীতে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পুরা-কালে কাশীক্ষেত্রে ক্রমেলক নামে এক শূদ্র বাস করিত, সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা, দ্বিজভক্ত, দয়াবান্, অনসূয়ক অতিথিপ্রিয়, ধনবান্ এবং অতিশয় ধর্ম্ম বৎসল ছিল। ৯০—৯৫ ॥ তাহার ভার্য্যা ও পুত্রগণ সকলেই ধর্ম্ম বৎ-

যথোক্তিতিথিবারেণ তত্তত্তীর্থ নিষেবণম্ ॥ ৯৬ ॥
তত্র লিঙ্গার্চ্চনং ভক্ত্যা চক্রে তত্র ক্রমেলকঃ।
ইত্থং নিবসতস্তস্য বর্ষাণি সুবহূন্যপি ॥ ৯৭ ॥
ব্যতীয়ুর্ধর্ম্মনিষ্ঠস্য নচাসীৎ কলুষামতিঃ।
কালক্রমেণ তত্রৈকো বিপ্রো বেদ বিচক্ষণঃ ॥ ৯৮ ॥
ভাগুরিঃ সমুপাগচ্ছন্নিবসায় বিভোঃ পুরে।
সতু ক্রমেলক গৃহং জগামাতি বুভুক্ষিতঃ ॥ ৯৯ ॥
তস্য দ্বারি সমাসীনো যাচতেন্ন বিনীতবৎ।।
ক্রমেলকস্ততং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বপাপ নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১০০ ॥
ভৎর্সয়াঞ্চাস মন্দাত্মা ভাগুরিং ব্রাহ্মণোত্তমম্।
সতু নির্ভৎর্স্য মানোপি পুনঃ পুনরযাচত ॥ ১০১ ॥

সল ছিল। সেই ক্রমেলক যথোক্ত তিথি ও বার নিয়মে ভক্তি সহকারে কাশীস্থ তীর্থ সমূহের যাত্রা এবং তত্রত্য লিঙ্গার্চ্চন করিয়া বেড়াইত। এই রূপ ধর্ম্ম ভাবে সেই শূদ্রের বহুতর বৎসর অতিবাহিত হয়, কিছুতেই তাহার পাপে মতি হয় নাই। কাল ক্রমে বেদপারগ মহাত্মা ভাগুরি মহেশ্বরের নগরীতে বাস করিবার জন্য আগমন করেন এবং ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া সেই ক্রমেলকের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে আহার প্রার্থনা করেন। ক্রমেলক পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ বলে বিমূঢ় হইয়া সেই দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ভাগুরিকে বহুতর তিরস্কার করে। ভাগুরি তিরস্কৃত হইয়াও বারম্বার আহার প্রার্থনা করেন ॥ ৯৬—১০১ ॥

ক্রমেলকশ্চ কোপাৎস্ম তাড়য়ামাস পাণিনা।
ভাগুরিঃ ক্ষুধয়াবিষ্টস্তাড়িতো নির্যযৌ ততঃ ॥ ১০২ ॥
তুলাধারং দদর্শাগ্রে প্রার্থয়ামাস তং তদা।
তেনাতি সংকৃতঃ কামং বভূব মুদিতো দ্বিজঃ ॥ ১০৩ ॥
অথ কালেন মহতা ব্যাধিগ্রস্তো বভূব সঃ।
তত্যাজাসূন্ শিবক্ষেত্রে মণিকর্ণিজলাশ্রয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
তদৈব বিকটা ভীমা ভৈরবস্য গণাঃ স্বয়ং।
পাশৈর্ববন্ধুস্তং শূদ্রং নিন্যুর্ভৈরব সন্নিধৌ ॥ ১০৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা ভৈরবঃ ক্রোধাদুবাচ প্রজ্বলন্নিব ॥ ১০৬ ॥

ভৈরব উবাচ।

অয়ং পাপ সমাচারঃ কুকর্ম্ম করণোদ্যতঃ।

ইহাতে সেই শূদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের গাত্রে হস্ত উত্তোলন করে, মহাত্মা ভাগুরি ক্ষুধার্ত্ত থাকিয়াও এইরূপ অপমানে তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করত তুলাধরিকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার নিকট যথোচিত সৎকার লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ॥ ১০২—১০৩। অনন্তর বহুকাল পরে সেই শূদ্র ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কাশীতেই মণিকর্ণিকা জলে জীবন পরিত্যাগ করে। ক্রমেলকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইবা মাত্র বিকট মূর্ত্তি ভৈরবের তিন জন অনুচর আসিয়া তাহাকে পাশ বদ্ধ করত ভৈরবের নিকটে লইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই ভৈরব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৪—১০৬ ॥

যথা ক্রমং যাতনাসু দূতাঃ শীঘ্রং নিযুজ্যতাম্ ॥ ১০৭ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

ভৈরবাজ্ঞাং সমাকর্ণ্য যাতনাসু স্বযুপ্ত ।
ক্রমেলকস্তু ভূষাসু ধ্যাতো বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১০৮ ॥
তাবংকালং হ্রদেশীতে বুভুজে দুঃখমুৎকটম্ ।
ততো নির্জল নির্ভক্ষঃ কৃমিদেহধরো হভবৎ ॥ ১০৯ ॥
তত্রৈব সারমেয়ো হভূদ্ গলন্মাংসঃ সুদুঃখিতঃ ।
ত্রিংশংত্রিংশংসমাঃ পশ্চাৎতাবৎকালংগতো ভবৎ ॥১১০॥

ভৈরব কহিলেন, হে দূতগণ! এব্যক্তি নিতান্ত পাপিষ্ঠ এবং কুকর্ম্ম করিতে বিশেষ উদ্যত, তোমরা শীঘ্রই যথা ক্রমে ইহাকে যাতনা সমূহ ভোগ করাও ॥ ১০৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, দূতগণ ভৈরবের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তাহাকে যাতনা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত ক্রমেলককে ভূষা সমূহ মধ্যে সহস্র বৎসর থাকিতে হইল, তৎপরে এক সহস্র বৎসর অত্যন্ত শীতল হ্রদমধ্যে থাকিয়া উৎকট দুঃখ ভোগ করিতে হইল। তৎপরে জল ও ভক্ষ্য বর্জ্জিত হইয়া কৃমি দেহ ধারণ করত বাস করিতে হইল, তৎপরে গলিত মাংস সারমেয় হইতে হইল, এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটীতেই ত্রিশ বৎসর করিয়া ক্রমেলককে বিশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তাহাকে অন্যান্য অনেক কুৎসিত দেহ পরিগ্রহ করত বহুতরই দুঃখ ভোগে করিতে

ততঃ সঙ্কীর্ণ যোনীনি শরীরাণি ব্যধারয়ৎ।
অথ শূদ্র শরীরংস দধ্রেতত্র ক্রমেলকঃ ॥ ১১১ ॥
ততো ভৈরব দূতৈস্তৈঃ সনীতো ভৈরবাগ্রতঃ।
কালভৈরবদৃষ্ট্যৈব রুদ্রপৈশাচ্য মাপ্তবান্ ॥ ১১২ ॥
ত্রিংশদ্বর্ষ সহস্রাণি ক্ষুত্তৃষাভ্যাং বিশোষিতঃ।
ততো হযুংক্ষীণকলুষং শম্ভুস্তারকং বচঃ ॥ ১১৩ ॥
শ্রাবয়া মাস বিধিবৎ সাম্পাদ্যাধিকৃতিং পরাম্।
তেনমুক্তিং পরানন্দরূপাং প্রাপসুদুর্লভাম্ ॥ ১১৪ ॥
ইত্যুক্তং সকলং বিপ্রা যথা কাশী কৃতাংহসাম্।
দুস্তরা যাতনা ঘোরা কিমন্যচ্ছো তুমর্হথ ॥ ১১৫ ॥

হইল॥ ১০৮—১১০ ॥ ক্রমশঃ সেই ক্রমেলক যখন আবার শূদ্র দেহ ধারণ করিল, তখন দূতগণ তাহাকে পুনরায় ভৈরবের নিকট লইয়া গেল ॥ ১১১ ॥ কাল ভৈরবকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি রুদ্রপিশাচত্ব লাভ করিল। সেই দেহে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বিশেষ শুষ্ক হইল। অনন্তর মহেশ্বর তাহাকে নিষ্পাপ দেখিয়া তারক মন্ত্র উপদেশ করিলেন, তদনন্তর সে ব্যক্তি পরমানন্দ স্বরূপ দুর্ল্লভ মুক্তি লাভ করিল। হে বিপ্রগণ! কাশীক্ষেত্রে কৃত পাপের যে কি রূপ ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এই তাহা সমুদয়ই আপনাদিগকে বলিলাম, আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ॥ ১১২—১১৪ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগো! আপনি যে

মুনয় ঊচুঃ।

বিচিত্র মিদমাখ্যাতং ভৃগো সর্ব্বর্ষি সত্তম।
পরং যদুক্তং দেহাংশ্চ নানা দধ্রে ক্রমেলকঃ ॥ ১১৬ ॥
তথোহরতি চেতাংসি অস্মাকং সংশয়ং দধৎ।
পুরা শ্রুতমিহাস্মাভি র্বারাণস্যাং মৃতো জনঃ॥ ১১৭ ॥
মহাপাপোঽপিনাপ্নোতি পুনর্জন্মবিড়ম্বনম্।
অন্যথৈবাধুনা প্রোক্তং ক্রমেলক কথান্তরম্ ॥ ১১৮ ॥
ইমংনঃ সংশয়ং ছিন্দি সর্ব্বতাৎপর্য্যবিদ্ ভবান্ ॥ ১১৯ ॥

ইতিহাস বর্ণন করিলেন, তাহা অতি বিচিত্র, কিন্তু ক্রমেলক যে নানা দেহ পরিগ্রহ করিল, তাহাতে আমরা কিছু সংশয়াপন্ন হইতেছি; কারণ আমরা পূর্ব্বেও শুনিয়াছি এবং এখানে আপনার নিকটও শুনিলাম যে বারাণসীতে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে মহাপাপী হইলেও তাহাকে আর পুনর্জন্মের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না, অথচ ক্রমেলকের উপাখ্যানে আপনি তাহার বিপরীতই বর্ণন করিলেন, আপনি সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্ব জানেন, সুতরাং আমাদের এই সংশয়টীও ছেদন করুন ॥ ১১৫—১১৮ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিগণ! আপনাদের ইহাতে সংশয় করা উচিত নহে। যাহাতে আপনাদের এই সংশয় ছেদ হয়, আমি সে তত্ত্বও বলিতেছি ॥১১৯॥ কাশীতে জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্ব্বক অধিক বা অল্প যাহা কিছু পাপ করা যায়, তৎ সমুদয়ের ভোগের জন্যই ভৈরবের ইচ্ছা-

ভৃগুরুবাচ।

ভবদ্ভিঃ-সংশয়ো নাত্র বিধেয়ো মুনি সত্তমাঃ।
রহস্য মিব বক্ষ্যামি সংশয়চ্ছেদ সাধনম্ ॥ ১২০ ॥

যদ্ যৎপাপং কাশিকায়া মবাপ্তং
স্থূলোৎকৃষ্টং জ্ঞানতো হ্যজ্ঞানতো বা।
তত্তদ্ভোগপ্রাপণায়ৈব দেহা
অযোনিজা ভৈরবেচ্ছা বিধানাঃ ॥ ১২১ ॥
উচ্চাবচা যাতনৈক প্রধানা
বিদ্যন্তে তানেতি কাশী কৃতাঘঃ ॥ ১২২ ॥

যথা যাম্যেহি নরকে যাতনা দুঃখ ভাগিনঃ।
অযোনি জাতা দেহাঃ স্যুস্তদত্রাবধার্য্যতাম্ ॥ ১২৩ ॥

ক্রমে পাপিগণকে অযোনিজ দেহ সমূহ পরিগ্রহ করিতে হয়। যেমন নরকেও পাপিগণ অযোনিজ দেহ ধারণ করত বহুতর দুঃখ ভোগ করে, এখানে সেই প্রকারই বিবেচনা করুন। অতএব কাশীতে স্বল্প মাত্র পাপেও কদাপি লিপ্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতেও বহুতর দুঃখদায়ি সুদারুণ রুদ্র পিশাচত্ব পরিগ্রহ করিতে হয় ॥ ১২০—১২২ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, কাশীবাসি জীব অনায়াসেই মুক্ত হইতে পারে ইহাই আমাদের ধারণা, কিন্তু দেখিতেছি যে সেই কাশীতেও মুক্তি অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ এ জগতে কোন্ ব্যক্তি পাপ না করিয়া থাকে? ॥ ১২৩ ॥

তস্মাৎ কাশ্যাং পাতকং নৈবকুর্য্যাৎ।
স্থূলোৎকৃষ্টং যাতনাভোগদায়ি।
কুর্ব্বন্ ভুঙ্‌ক্তে রুদ্র পৈশাচ্যমুগ্রং
সুদারুণং চাপি দুঃখ প্রযুক্তম্ ॥ ১২৪ ॥

ঋষয় উচুঃ।

ভগবন্ সত্বরং মুক্তিঃ কাশ্যামেব নিবাসিনাম্।
দুর্ল্লভৈবাবভাসেত পাপং কেষা ন কুর্ব্বতে ॥ ১২৫ ॥

ভৃগুরুবাচ।

সত্য মুক্তং ধর্ম্মরতাঃ পাপং প্রায়োমুজায়তে।
তথাপি কিঞ্চিৎ পাপংহি কাশ্যামেব কৃতং দ্বিজাঃ ॥১২৬॥
গঙ্গাদি তীর্থ স্নানৈশ্চ লিঙ্গানাঞ্চ সমর্চ্চনৈঃ।
বিনাশমাপ্নোতি পুনর্যদ জ্ঞানাদুপার্জ্জিতম্ ॥ ১২৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে ধার্ম্মিকগণ! আপনারা যথার্থই বলিয়াছেন, যে প্রায়শঃই পাপই উৎপন্ন হইয়া থাকে তথাপি কাশীতে অজ্ঞানতঃ অল্প পরিমাণে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থে স্নান এবং শিব-লিঙ্গ সমূহের অর্চ্চনায় অনায়াসেই ক্ষয় হইয়া যায়। আর জ্ঞান পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিত পাপ করিলেও পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত না হইয়া যদি ভক্তি সহকারে বিশ্বেশ্বরের পূজা করা যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহ তাহাও নষ্ট হইয়া থাকে। ১২৪—১২৭। কেবল উপপাতক ও মহাপাতক সংযোগে কাল ভৈরব নির্দ্দিষ্ট বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। ১২৮। যে ব্যক্তি কাশীতে গুরুতর

স্বল্পং জ্ঞানাদপিকৃতং বিশ্বেশস্য সমৰ্চ্চনাৎ।
নশ্যত্যেব.ন সন্দেহো ভূয়স্তদনুপার্জ্জনাৎ ॥ ১২৮ ॥
উপপাতকসম্পদ্ভির্মহাপাতক সঙ্গমঃ।
কাল ভৈরব নির্দ্দিষ্টাং যাতনাং প্রাপয়েৎ পরাম্ ॥১২৯॥
স্থূলং যো দুরিতং কাশ্যাং কৃত্বান্যত্র মৃতো ভবেৎ।
সকল্প কোটিভি স্তস্য পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি ॥
সূক্ষ্মপাপ বিনাশায় নিত্য যাত্রা বিধির্ভবেৎ।
গঙ্গায়া মাপ্লুতিঃ প্রাতর্মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাং ॥ ১৩০ ॥
নিসেবেত সদা পশ্চাল্লিঙ্গং বৈশ্বেশ্বরং ব্রজেৎ।
ভবানীং ঢুণ্ঢিরাজঞ্চ দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্ ॥ ১৩১ ॥
পূজয়েন্নিত্যশঃ কাশ্যাং সূক্ষ্ম পাপাভিভূতয়ে।
এবং যাত্রা পরস্তত্র যস্তিষ্ঠেদ্দ্বিজসত্তমাঃ ॥

পাপ করিয়া স্থানান্তরে মৃত হয় কোটি কোটি কল্পেও তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। কাশীতে সামান্য সামান্য পাপ নাশের জন্যই প্রত্যহ যাত্রার বিধি রহিয়াছে যে, প্রাতঃকালে গঙ্গায় এবং মধ্যাহ্ন কালে মণিকর্ণিকায় স্নানাদি করত বিশ্বেশ্বর মন্দিরে গমন করিবে এবং ভবানী, ঢুণ্ঢিরাজ, দণ্ডপাণি ও কালভৈরবের পূজা করিবে। প্রত্যহ এই রূপ করিলে প্রতিদিনের সঞ্চিত সামান্য সামান্য পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৮—১৩০ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ এই রূপ যাত্রার অনুষ্ঠান করত

স্বধর্ম্মনিরতস্তস্য সত্বরং মুক্তিরীরিতা ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কাশীমাহাত্ম্যে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

কাশীতে বাস করে, সেই ব্যক্তিরই সত্বরং মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩১ – ১৩২ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে কাশী মাহাত্ম্য বর্ণন
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় ঊচুঃ ।

অহো তিরম্যংপুরবৈরিণঃ পুরং
সুরা পগা নীর কণৌঘ শীতলম্ ।
ধরাধরাধীশ সুতাবধীরিত
স্বধর্ম্ম নিষ্ঠোজ্ঝিত কিল্বিষোচ্চয়ম্ ॥ ১ ॥
বারাণস্যাস্তু মহিমা কর্ণামৃত রসঃ পরঃ ।
শ্রূয়মাণঃ পুনরপি শুশ্রূষাং নঃ সমচ্ছতি ॥ ২ ॥
ভূয়ো বদ বিশেষেণ কাশী মাহাত্ম্য মুত্তমম্ ।

ভৃগুরুবাচ ।

আকর্ণয়ন্তু মুনয়ো মাহাত্ম্যং কাশিকাশ্রয়ন্ ।
শ্রদ্ধাবানাঃ স্থিরধিয়ো বিচিকিৎসা বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥

মুনিগণ কহিলেন, গঙ্গার জলকণা সমূহে নিরন্তর শীতল বারাণসী পুরীই অতি রমণীয়, আহা! তথায় স্বয়ং ভবানী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পাপ নিচয়কে দূর করিয়া থাকেন। আহা! বারাণসীর মহিমা যথার্থই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অমৃত রসতুল্য, কারণ বারম্বার শ্রবণ করিয়াও তাহার শ্রবণাভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না, অতএব হে মহাত্মন্! আপনি পুনরায় সেই কাশীরই মহিমা বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিগণ! আমি কাশীর মাহাত্ম্য

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
আসীন্মহী পতিঃ পূর্ব্বং সুপর্ব্বারথ যূথপঃ ॥ ৪ ॥
ক্ষাত্রধর্ম্ম রতো নিত্যং বলী পর পুরঞ্জয়ঃ ।
দ্বাদশাক্ষৌহিনীনাথঃ সোমবংশযশস্করঃ ।
স কদাচিদ্ বনং যাতো মৃগয়া কৃষ্ট মানসঃ ॥ ৫ ॥
স্বৈরমনুচরৈঃ সার্দ্ধমারুহ্য জবিনং হয়ম্ ।
শরাসনোৎসৃষ্টশরৈঃ শিতৈঃ শোণিত ভোজনৈঃ ॥ ৬ ॥
হরিণান্ হরিণী সঙ্ঘানবধীচ্চ সহস্রশঃ ।
বরাহান্ মহিষান্ বিধ্যংশ্চচার গহনে বনে ॥ ৭ ॥
সো শ্বেন জবিনা নীতো বনাদন্যদ্বনং মহৎ ।
চারাঃ পরাবৃত্য গতা অপশ্যন্তো নরাধিপম্ ॥ ৮ ॥
সুপর্ব্বাতু বনেন্যস্মিন দদর্শ সর উত্তমম্ ।

সম্বন্ধে আরও একটী প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক স্থির চিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ পুরাকালে, সতত ক্ষত্র ধর্ম্ম নিরত, অতিশয় বলবান্, দ্বাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি, সোমবংশ যশস্কর এবং সতত শত্রু বিজয়কারী সুপর্ব্বা নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে একটী বেগবান্ অশ্বে আরূঢ় হইয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অরণ্য মধ্যে মৃগয়ায় গমন করেন। তিনি নিজ শরাসনোৎসৃষ্ট শোণিত ভুক্শর নিচয়ের দ্বারা তথায় বহুতর হরিণ, বরাহ ও মহিষ সমূহকে বিদ্ধ করত নানা স্থান পর্য্যটন করিতে থাকেন ॥ ৫—৮ ॥ ক্রমশঃ অশ্ব ঘুরিতে ঘুরিতে

প্রত্যগ্র পঙ্কজ মুখং সিত কৈরবাঢ্যং
হংসী নিনাদ মধুরং বিধুরং মনেন।
মত্তভ্রমদ্‌ভ্রমর রাজালকং মনোজ্ঞং
কামোৎসুকং নিজকলত্র মিব প্রসন্নম্‌॥ ৯॥
তত্তীর কেলি নিরতাং চটুলায়তাক্ষীং
ক্ষামোদরীং রতি বিবাদর দেহ মাপ্তাম্‌।
যুক্তাং সখীভিরভিতো মিত মধ্য দেশাং
তারুণ্য ঘূর্ণিত কটাক্ষ শরান্‌ ক্ষিপন্তীম্‌॥ ১০॥
হারাবলী ললিত নব্য পয়োধরাঢ্যাং
পীযুষ ভানু,বদনাং স্ত্রিয় মৈক্ষতেতি॥ ১১॥

তাঁহাকে সেই বন হইতে বনান্তরে লইয়া গেল। এদিকে অনুচর বর্গ বহুতর অনুসন্ধান করিয়া নৃপতিকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল॥ ৯॥ সেই বন মধ্যে একটি রমণীয় সরোবর নৃপতির দৃষ্টি গোচর হইল। সুপর্ব্বা সেই সরোবরটীকে কামোৎসুক নিজ কলত্রের ন্যায় প্রসন্ন দর্শন করিতে লাগিলেন, [illegible]রো মধ্যে প্রস্ফুটিত পঙ্কজ মুখ রূপে, হংসী নিনাদ কণ্ঠস্বর রূপে, এবং উন্মত্ত ভ্রমর রাজি তাঁহার নিকট অলক জাল রূপে বোধ হইতে লাগিল। নৃপতি আরও দেখিলেন যে, সেই সরোবরের তীরে একটী পরমা সুন্দরী রমণী সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, সুন্দরী ক্ষণে ক্ষণে চতুর্দ্দিকে তারুণ্য ঘূর্ণিত কটাক্ষ শর বিক্ষেপ করিতেছেন, মুক্তাময়ী হারাবলী তাঁহার অতি-

দৃষ্ট্বা সুপর্ব্বা মুদিতঃ পপ্রচ্ছ বিনয়েন সঃ।
স্ত্রিয়োহি দর্শনাদেব মোহয়ন্তি ক্রুতং নরম ॥ ১২ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

কাত্বং ভবসি কল্যাণি শরদিন্দু নিভাননে।
সুরী বা কিন্নরী নাগী অধিষ্ঠাত্রী বনস্য বা ॥ ১৩ ॥
তদ্‌ ব্রূহি চঞ্চলাপাঙ্গি শ্রোতুমর্হা বয়ং যদি ॥ ১৪ ॥

স্ত্র্যুবাচ।

অহং বিশাল রাজস্য দুহিতা রিপুভেদিনঃ।

নব পয়োধর দ্বয়ের শোভা বিস্তার করিতেছে এবং তাঁহার বদন মণ্ডল সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। স্ত্রীগণ দর্শন মাত্রেই পুরুষ জাতিকে মোহিত করিয়া থাকে, সুতরাং নৃপতি সেই রমণীকে দর্শন করিয়াই মুদিতমনে বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০—১২ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, হে শরদিন্দু নিভাননে! তুমি কে? হে কল্যাণি তুমি দেবি, বা কিন্নরী, কিম্বা নাগকন্যা, অথবা এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? হে চঞ্চলাপাঙ্গি যদি আমার এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে অধিকার থাকে, তবে ইহার যথার্থ উত্তর প্রদান কর ॥ ১৩ ॥

রমণী কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি প্রবল পরাক্রান্ত বিশাল রাজের তনয়া, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কাল বিলম্ব না করিয়া আমার পাণি গ্রহণ করুন ॥ ১৪ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, হে সুন্দরি! জানিলাম অদ্যাপি

অনূঢ়াস্মি মহাবাহো ত্বং মামুদ্বহ মাচিরম্ ॥ ১৫ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

অবৈমি ত্বাং বরারোহে নোঢ়াং কেনাপি সুন্দরি।
তথাপি তব পিত্রৈব দত্তাং গৃহ্লামি নান্যথা ॥ ১৬ ॥
নচাত্মনঃ প্রভুঃ কন্যা দানে পিতরি জীবতি।
তথা বিশাল রাজো মে ত্বাং প্রযচ্ছতু ধর্ম্মতঃ ॥ ১৭ ॥

স্ত্র্যুবাচ।

বিশাল রাজো ধর্ম্মেণ ন তুভ্যং মাং প্রদাস্যতি।
প্রতিজ্ঞাং স্বকৃতাং রক্ষন্ ক্ষত্র ধর্ম্ম ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

তোমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তোমার পিতা যদি তোমাকে আমায় প্রদান করেন, তবেই আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, নতুবা নহে, কারণ পিতা বর্ত্তমানে কন্যার কখন আত্ম দানে সামর্থ্য নাই, অতএব যদি তোমার আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ হয়, তবে তোমার পিতা বিশাল রাজ ধর্ম্মতঃ তোমাকে আমায় দান করুন ॥ ১৫—১৬ ॥

রমণী কহিলেন, আমার পিতা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ কখন আমাকে ধর্ম্মতঃ আপনার করে অর্পণ করিবেন না ॥ ১৭ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, বিশাল রাজের প্রতিজ্ঞা কি এবং কি জন্যই বা সেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত যথাযথ আমাকে বল, তৎপরে আমি তোমার জন্য যত্ন করি ॥ ১৮ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

কা প্রতিজ্ঞা বিশালস্য কিমর্থং কেন বা কৃতা।
বদ সর্ব্বং যথা তথ্যং ততোহং স্বংকৃতে যতে। ১৯॥

স্ত্র্যুবাচ।

অস্তি বারাণসী নাম নগরী গিরিজা পতেঃ।
অপবগফলা বাপ্তি সাধনং দেব দুর্লভা॥ ২০॥
তত্র কুণ্ডধরঃ শ্রীমান্ প্রভূত বল বাহনঃ।
রাজা বসতি ধর্ম্মাত্মা তেনাহং প্রার্থিতা পুরা॥ ২১॥
বিশালং প্রতি নৈবায়ং স্বকামং সমবাপ্তবান্॥ ২২॥
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রার্থয়তে স রাজা

রমণী কহিলেন, মোক্ষ প্রাপ্তির এক মাত্র সাধন দেবগণেরও পক্ষেও দুর্ল্লভ বারাণসী নামে গিরিজা পতির একটী নগরী আছে। তথায় বিপুল বলবাহন সম্পন্ন কুণ্ডধর নামে এক ধর্ম্মাত্মা নৃপতি বাস করেন, তিনি আমার জন্য আমার পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠান, কিন্তু পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না॥ ১৯—২১॥ কুণ্ডধর নৃপতি তাহাতেও বিরত না হইয়া বারম্বার পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিছুতেই পিতা আমাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন না। তখন সেই নৃপতি পিতাকে কতক গুলি তিরস্কার করিবার জন্য নিজ পুরোহিতকে পিতার নিকট পাঠাইলেন, পুরোহিত আসিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন ২২

পুরোহিত কহিলেন, হে রাজন্! কুণ্ডধর নৃপতি

ন মৎপিতা মামদদাচ্চ তস্মৈ।
ততো বিশালং প্রতি কাশিরাজঃ
পুরোহিতং দুর্ব্বচনানি বক্তুম্ ॥ ২৩ ॥
প্রস্থাপয়ামাস পুরোহিতোপি
বিশাল মাশ্রাবয় দুশ্রবর্ণম্ ॥ ২৪ ॥

পুরোহিত উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যৎত্বাং কুণ্ডধরো হ্যব্রবীৎ।
প্রার্থিতা হি ময়া কন্যা ত্বদীয়া চন্দ্রিকাভিধা ॥ ২৫ ॥
ত্বয়া ন দত্তা ক্ষুদ্রেণ তেনাহং ত্বাং সবান্ধবম্।
নিহত্য ভরসা মেষ্যে চন্দ্রিকাং তব দারিকাম্ ॥ ২৬ ॥
ইতি শ্রুত্বা মমপিতা পুরোহিত মথাব্রবীৎ।
বদেথা বিপ্রতং পাপং দুষ্টং কুণ্ডধরং প্রতি ॥ ২৭ ॥

বলিয়াছেন যে, আমি বারম্বার তোমার চন্দ্রিকা নাম্নী কন্যাকে প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তুমি অতি নীচ বলিয়াই আমাকে তোমার কন্যা প্রদান করিলে না, এক্ষণে আমি তোমার বন্ধুগণের সহিত তোমাকে বিনষ্ট করিয়া তোমার কন্যা চন্দ্রিকাকে আনয়ন করিব ॥ ২৩—২৫ ॥ আমার পিতা ইহা শুনিয়া পুরোহিতকে বলিলেন যে, দেখুন মহাশয়! আপনি সেই পাপমতি দুরাত্মা কুণ্ডধরকে বলিবেন যে, তোমাকে ত কখনই কন্যা প্রদান করিব না, যদি অন্য বর না পাই, তাহা হইলে আমার কন্যা চিরদিন অবিবাহিতাই থাকিবে, আর যদি কাহাকেও কন্যা দান

ন দাস্যে চন্দ্রিকাং তুভ্যং ন চেদন্যং বরং লভে ।
অনূঢ়ৈব সুতা সৈবং স্থাস্যতে বহুলাঃ সমাঃ ॥ ২৮ ॥
যদি দাস্যামি কস্মৈচিৎ তদাত্বাং সগণং রণে ।
হত্বা কাশ্যামুপাগত্য দাস্যাম্যেতন্মনে মৃষা ॥ ২৯ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য বিশালস্তং প্রেষয়া মাস সত্বরম্ ।
অনেন হেতুনা বৈরং তয়োরস্তি নিরন্তরম্ ॥ ৩০ ॥
তুল্যত্বাদ্ বলয়ো রাজ্ঞোন' কস্যাপি পরাজয়ঃ ।
যদা যদৈব সংগ্রামো জায়তে সুমহাংস্তয়োঃ ॥ ৩১ ॥
তদা তদা তুল্য ভাবো দৃশ্যতে নাধিকো ধমঃ ।
অত উক্তং ময়া রাজন্ পিতা মে ন প্রদাস্যতি ॥ ৩২ ॥

করি, তবে প্রথমেই কাশীতে যাইয়া অনুচর বর্গের সহিত তোমাকে অগ্রে বিনাশ করিয়া তবে কন্যাকে দান করিব, আমার এই কথা কখন মিথ্যা হইবে না ॥ ২৬—২৮ ॥ এই কথা বলিয়া পিতা সত্বরই সেই ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। তদবধিই পরস্পর শত্রুতা চলিতেছে, উভয়েরই সমান বল নিবন্ধন অদ্যাপি কাহারও পরাজয় হয় নাই, যখনই পরস্পরে যুদ্ধ হইয়াছে, তখনই উভয়কেই সমদশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে কেহই জয়ী বা পরাজিত হন নাই। এই জন্য আমি বলিয়াছি যে পিতা কখনই আমাকে সম্প্রদান করিবেন না, আপনি বিশেষ রূপেই নারী জাতির মনঃ-পীড়া অবগত আছেন, সুতরাং আমায় আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ২৯—৩২ ॥

অনুগৃহ্লীষ নারীণা মাধিজোসি বিশেষিতঃ।

ভৃগুরুবাচ।

এবমুক্তঃ সুপর্ব্বা তু তয়া চন্দ্রিকয়া বনে।
ন জগ্রাহ বচস্তস্যাস্তামুবাচ স সান্ত্বয়ন্॥ ৩৩॥
আগচ্ছ তন্বি গচ্ছামো বিশালং পিতরং তব।
তং দৃষ্ট্বা যদ্ ভবেদ্ যুক্তং তৎ করিষ্যামি যত্নতঃ॥ ৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা তু তয়া সার্দ্ধং বিশালং সমুপেয়িবান্।
বিশালোপিচতংজ্ঞাত্বা সুপর্ব্বাণং নরাধিপম্॥ ৩৫॥
পূজয়া মাস বিধিবৎ পপ্রচ্ছাগমনেঽর্থতাম্।

বিশাল উবাচ।

সুপর্ব্বন্ রাজ শার্দূল সনাথো ভবতা কৃতঃ।

ভৃগু কহিলেন, চন্দ্রিকা কর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া নরপতি সুপর্ব্বা তাঁহার বাক্যে সম্মত না হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন যে, হে তন্বি! আইস, তোমার পিতা বিশাল নৃপতির নিকট গমন করি, তাঁহার সম্মুখেই যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবে। ইহা বলিয়া সেই রমণীর সহিত বিশাল নৃপতির নিকট গমন করিলেন॥ ৩৩—৩৪॥ বিশাল নৃপতি তাঁহাকে সুপর্ব্ব নরপতি জানিতে পারিয়া বিশেষ রূপ সৎকার করত তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জানিবার অভিলাষে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩৫॥

বিশাল কহিলেন, হে রাজশার্দূল সুপর্ব্বন্! আপনি আজ আমাকে সনাথ করিলেন, এক্ষণে যেজন্য

ইহা গমন হেতুং ত্বং ব্রূহি যেনাসি সঙ্গতঃ ॥ ৩৬ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

চন্দ্রিকা তব পুত্রীয়ং বনে বিচরতা ময়া।

দৃষ্টা তাং যাচিতুং প্রাপ্তো দেহি মে বিধিবৎ সুতাম্ ॥৩৭॥

বিশাল উবাচ।

ভবৎ সমঃ ক্ষিতৌ নাস্তি বরঃ কোপি নরাধিপ।

তুভ্যমেব প্রদেয়েয়ং বারাণস্যাং সুতা ময়া ॥ ৩৮ ॥

হত্বা কুণ্ডধরং পাপং সহামাত্যং সবান্ধবম্।

দাস্যামি কাশ্যাং কন্যাঞ্চ প্রতিজ্ঞেয়ং মমাতুলা ॥ ৩৯ ॥

ভবতৈব সহায়েন হত্বা কুণ্ডধরং শঠম্।

আপনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন তাহা বলুন ॥ ৩৬ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, আমি বন মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আপনার এই তনয়া চন্দ্রিকাকে দর্শন করিয়া ইহাকেই প্রার্থনার জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি আপনার এই কন্যাটীকে আমাকে বিধি পূর্ব্বক সম্প্রদান করুন ॥ ৩৭ ॥

বিশাল কহিলেন, হে নরাধিপ! এ পৃথিবীতে আপনার তুল্য পাত্র আর নাই, আমি বারাণসীতে যাইয়া সেই স্থানেই আপনাকে আমার কন্যা দান করিব, কারণ আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, কাশীতে যাইয়া অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত পাপিষ্ঠ কুণ্ডধরকে বিনাশ করিয়া সেই স্থানেই কন্যা দান করিব ॥ ৩৮—৩৯ ॥ আমি স্থির করিলাম যে, আপনারই সাহায্যে সেই শঠ কুণ্ডধরকে

ভবতে চন্দ্রিকাং দদ্যামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৪০ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

চন্দ্রিকাং মে প্রযচ্ছাশু বিশাল জগতীপতে।

অহং পুনঃ কুণ্ডধরং সূদয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥

বিশাল উবাচ।

কন্যাদানং করিষ্যামি কাশ্যামেব নচান্যথা।

অদ্যৈবাগচ্ছ তত্র ত্বং চন্দ্রিকোদ্বহনং কুরু ॥ ৪২ ॥

সুপর্ব্বোবাচ।

বারাণস্যাং কিমাধিক্যং পশ্যসি ত্বং জনাধিপ।

যেন তত্র সুতাদানং মত্তাৎ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৪৩ ॥

বিনষ্ট করিয়া, আপনাকে চন্দ্রিকা প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, হে জগতীপতে! আপনি শীঘ্রই চন্দ্রিকাকে আমার হস্তে প্রদান করুন, আমি সত্বরেই সেই কুণ্ডধর নৃপতির বিনাশ সাধন করিব ॥ ৪১ ॥

বিশাল কহিলেন, আমি কাশীতেই কন্যা দান করিব ইহার কখন অন্যথা হইবেনা, আপনি অদ্যই কাশীতে চলুন এবং আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করুন ॥ ৪২ ॥

সুপর্ব্বা কহিলেন, হে জনাধিপ! আপনি বারাণসীতে কি এমন কলাধিক্য দর্শন করিতেছেন যে, সেই স্থানেই কন্যা দান করিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশাল কহিলেন, হে সুপর্ব্বণ্! বেদনিচয়ও

বিশাল উবাচ।

সুপর্ব্বন্ কাশিসামর্থ্যং বক্তুং বেদা নহি ক্ষমাঃ।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসা মনস্ত ফলদো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
কাশীবাসী ক্ষুৎকৃশঃ পুক্কশো বা
শ্রেষ্ঠো রাজন্ মুক্তি কন্যা বৃতো যৎ।
অন্যত্রস্থঃ সার্ব্বভৌমঃ স্বধর্ম্মা
নস্যাচ্ছ্রেষ্ঠো গর্ভভাবৈক যোগ্যঃ ॥ ৪৫ ॥
অবিমুক্তং ন মুঞ্চন্তি মুনয়ঃ শাস্ত্র চিন্তকাঃ।
সংসার সাগরোত্তুঙ্গ তরঙ্গাসঙ্গ ভীতয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
অবিমুক্তেতু যস্তিষ্ঠে দাকলেবর পাতনাৎ।
তংবিশ্বেশোহত্র জীবন্তং মৃতঞ্চ পরিরক্ষতি ॥ ৪৭ ॥

কাশীর মহিমা বর্ণনে সমর্থ নহেন, উত্তম রূপে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই, তাহা অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে রাজন্! কাশীবাসী ক্ষুধার্ত্ত চাণ্ডালও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, যে হেতু তাহাকে মুক্তি, কন্যা বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু স্থানান্তরে রাজরাজেশ্বরও যথার্থ শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ তাঁহাকে পুনরায় গর্ভবাস ভোগ করিতে হয় ॥ ৪৪—৪৫ ॥ শাস্ত্রচিন্তক মুনিগণ সংসার সাগরে উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে ভীত হইয়া কখনই অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি দেহ পতন-পর্য্যন্ত অবিমুক্ত ধামে বাস করে, ভগবান্ বিশ্বনাথ তাহাকে ইহ ও পরকালে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ মানব দূরে থাকিয়াও যদি কাশী বাসের ফল কামনা

কাশীবাসং কর্ত্তুকামো যদিস্যাদ্
দূরস্থোপি ব্রাহ্মণং ধর্ম্মনিষ্ঠম্।
তদা নানা বস্ত্র ভোজ্যাদি দত্ত্বা
শ্রদ্ধা যুক্তঃ সর্ব্বদা বাসয়ীত ॥ ৪৮ ॥
বারাণস্যাং বাসয়ন্ ব্রাহ্মণাগ্র্যং
দেবোচ্ছিন্দ্যাদ্ তুষ্ট সংসার বন্ধম্।
তস্মাদত্র স্থাপনীয়াঃ প্রযত্নাদ্
বিপ্রা রাজন্ দূরগেনাপি মুক্ত্যৈ ॥ ৪৯ ॥
সুদর্শন্ মণিকর্ণিকায়াং স্নাত্বা বিশেশ্বরস্তুযেঃ।

করে, তবে সে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, নানাবিধ বস্ত্র ও ভোজ্যাদি প্রদান করিয়া কাশীতে বাস করাইবে। ব্রাহ্মণকে কাশীবাস করাইলে, ভগবান্ বিশ্বপতি তাহার সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন, অতএব হে রাজন্! দূরে থাকিয়া যে ব্যক্তি মুক্তির অভিলাষ করিবে, সে যেন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কাশীতে ব্রাহ্মণগণকে বাস করায় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ হে সুদর্শন্! যাহারা মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া একবার মাত্র বিশ্বনাথকে দর্শন করে, তাহাদের আর গর্ভবাসের সম্ভাবনা নাই। হে মহীপাল! তীর্থকোটি পরিবৃত, পবিত্র পাপহারিণী উত্তর বাহিনী গঙ্গার সতত সেবা করিবে। কাশীতে জাহ্নবী জলরূপে অব্যাকৃত হইয়া সতত বাস করত কাশীক্ষেত্রের জাতি প্রসূন জনিত শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। সমস্ত দেব ও গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বকর্ম্ম

সকৃদ্ দৃষ্টো নবৈ তেষাং গর্ভবাসস্য সম্ভবঃ ॥ ৫০ ॥
গঙ্গোদধ্বাহিনীং পুণ্যাং তীর্থ কোটি শতৈর্ন্তাম্ ।
নিষেবেত মহীপাল সততং পাপ হরিণীম্ ॥ ৫১ ॥
অব্যাকৃত জলা দেবী কাশ্যাং বসতি জাহ্নবী ।
সম্পাদয়তি ক্ষেত্রস্য শোভাং জাতি প্রসূনজাম্ ॥ ৫২ ॥
সর্ব্বদেবাঃ সগন্ধর্ব্বা স্তত্র বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্ ।
উপাসতে তু বিধিবৎ সর্ব্বকর্ম্ম সমৃদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥
কাশ্যাং শ্বেতকিনা পূর্ব্বং ভূপালেন্দ্রেণ শঙ্করঃ ।
সহস্রং বৎসরান্ শক্ত্যা তোষিতঃ ক্রতুলব্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥
ততঃ কৈলাসমবসদ্ ভগবান্ শ্বেতকিং নৃপম্ ।
তত্রাপি স তপস্তেপে সম্বৎসর শতং পরম্ ॥ ৫৫ ॥
মহাদেব স্ততঃ প্রীতো দুর্ব্বাসস মথাদিশৎ ।
শ্বেতকের্যজ্ঞ সিদ্ধার্থং স তদ্ যজ্ঞ মকারয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
এবং রূপা সুপর্ব্বন্ সা কাশী বারাণসী পুরী ।
সিদ্ধি ক্ষেত্রং তপঃ ক্ষেত্রং মুক্তি ক্ষেত্রং পরং স্মৃতম্ ॥৫৭
অতোহহং চন্দ্রিকাং তত্র তুভ্যং দাস্যামি নান্যথা ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাবাহো কাশ্যাং কুণ্ডধরং নৃপম্ ॥ ৫৮ ॥

সিদ্ধির জন্য সেই কাশীতে সতত বিশ্বনাথের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫৩ ॥ পুরাকালে সেই কাশীতে শ্বেতকি নামক রাজা যজ্ঞফল লাভাশয়ে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৈলাসে বাস করান, তথায়ও সেই নৃপতি শতবৎসর

জহি প্রসহ্য সবল মস্তিচেচ্চন্দ্রিকার্থিতা ।

ভৃগুরুবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশালস্য দ্বিজোত্তমাঃ ।
সুপর্ব্বা তদভীষ্টং বং প্রতিজজ্ঞে তদাদরাৎ ॥ ৫৯ ॥
অথ দূতান্ স্বদেশং স সুপর্ব্বা প্রেষয়দ্ বহূন্ ।
সেনা নয়ন হেতোর্হি সেনাপতি সহত্বরান্ ॥ ৬০ ॥
সুপর্ব্বণঃ সৈন্য পালং প্রিয়াশ্বংরণ তন্দনম্ ।
তেপদ্ধা সমস্ত বহুগুং সুপর্ব্বণবচনং পরম্ ॥ ৬১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা স্বামিনো বাক্যং প্রিয়াশ্বঃ সত্বরং ভটান্ ।
নিনায তৎ সুপর্ব্বাণং দ্বাদশাক্ষৌহিণী স্তদা ॥ ৬২ ॥

পর্য্যন্ত তপস্যা করেন, তৎপরে মহাদেব তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসাকে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন জন্য অনুমতি করেন এবং দুর্ব্বাসাও তাঁহার যজ্ঞ সিদ্ধ করান। হে সুপর্ব্বন্! এবম্ভূতা সেই কাশীই কেবল সিদ্ধি, তপস্যা ও মুক্তির ক্ষেত্র। এই জন্যই আমি সেই কাশীক্ষেত্র ভিন্ন তোমাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতেছি না। ইহা জানিয়া যদি আপনার চন্দ্রিকার পাণি গ্রহণে ইচ্ছা থাকে তবে সত্বরেই বলসহকারে কাশীতে যাইয়া সেই দুরাত্মা কুণ্ডধর নৃপতিকে বিনষ্ট করুন ॥ ৫৪—৫৯ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিশালের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপর্ব্বা নিজ অভীষ্টের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন এবং নিজ সেনাপতির সহিত সৈন্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য স্বদেশে দূতগণকে প্রেরণ

স্বসৈন্যং সর্ব্বমাদায় বিশালেনাম্বু মোদিতঃ।
জগাম কাশীং তরসা হন্তুং কুণ্ডধরং নৃপম্ ॥ ৬৩॥
বিশালোপি স্বসৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ।
আদায় চন্দ্রিকাং কন্যাং যযৌ দাতুং সুপর্ব্বণে ॥ ৬৪॥
ততঃ কুণ্ডধরঃ শ্রীমান্ ন্যূন সৈন্যোপি রোষিতঃ।
সন্নহ্য তস্থৌ তত্রৈব সমরাকাঙ্ক্ষয়া বলী ॥ ৬৫॥
সুপর্ব্বাথ স্বসৈন্যেন রুরোধ নগরং বিভোঃ।
ভৃশং কুণ্ডধরং হন্তুং কৃতচিত্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৬॥
এবং সৈন্য সমাবাপে জাতে দেবাঃ সবাসবাঃ।
রণং নিরীক্ষিতুং প্রাপ্তা অপ্সরোভিশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬৭॥

করিলেন। দূতগণ যথাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া সুপর্ব্ব নৃপতির রণদুর্ম্মদ সেনাপতি প্রিয়াশ্বকে সমস্ত নিবেদন করিল। প্রিয়াশ্ব দূত মুখে প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করত দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া সুপর্ব্বের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সুপর্ব্বা বিশাল নৃপতির আজ্ঞা ক্রমে সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া কুণ্ডধরকে বিনষ্ট করিবার জন্য কাশীতে গমন করিলেন। বিশাল নৃপতিও নিজ সৈন্য সমূহে বেষ্টিত হইয়া সুপর্ব্বকে চন্দ্রিকা সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিলেন। বলবান্ কুণ্ডধর তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে রুষ্ট হইয়া নিজে বলহীন হইলেও সমরাভিলাষে উদ্যোগী হইয়া রহিলেন। এদিকে প্রতাপশালী নৃপতি সুপর্ব্বা কুণ্ডধরকে বিনাশ করিবার অভিলাষে নিজ সৈন্য গণের

সর্বেশ্চ্যা তত্র সম্প্রাপ্তা দৃষ্ট্বা দেবেশ্বরো ব্রবীৎ।
পুরোহিতং গুরুং তত্র কাশীমহিবিবৎসয়া ॥ ৬৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্ বিমানানুগতা বৃহস্পতে
সমাগতা অপ্সরসো বিশিষ্টাঃ।
রণোজ্ঝিতাসূন্ সুভটান্ বিনেতুং
কিং ভাবি তস্মে বদ শুক্র বুদ্ধে ॥ ৬৯ ॥

গুরুরুবাচ।

আসা মপাঙ্গাঙ্গ তরঙ্গিতানি
অনঙ্গসন্দীপন সাধনানি।

দ্বারা মহেশ্বরের নগরী কাশীপুরী অবরোধ করিলেন। এই সৈন্য সমাবেশ হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অপ্সরা নিচয় যুদ্ধ দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপ্সরাগণকে তথায় আসিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিতে লাগিলেন॥৬০—৬৮

ইন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেখিতেছেন এই সমস্ত স্বর্গীয় অপ্সরাগণ রণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত জীবন বীরগণকে বরণ করিবার জন্য এখানে আগমন করিতেছে, ইহাদের উপায় কি হইবে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৬৯ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, হে ইন্দ্র! এই মহেশ্বরের পুরীতে যে সমস্ত যোদ্ধগণ জীবন ত্যাগ করিবে, তাহাদের উপর এই অপ্সরা গণের অনঙ্গ সন্দীপন কটাক্ষ

মুনীশ সম্মোহন কারণানি
রতিপ্রিয়াণ্যপ্সরসেরিতানি ॥ ৭০ ॥
অস্মিন্ মহাদেব পুরে মৃতেষু
যোদ্ধৃষু শস্ত্রোজ্ঝিত পাতকেষু ।
মুধা ভবিষ্যন্তি সুধাংশু মৌলি
প্রদিষ্ট তত্ত্বানুভবেষু শক্র ॥ ৭১ ॥
এতাশ্চ লব্ধামর পাণি পদ্মাঃ
পদ্মেক্ষণাঃ কাঞ্চন চারুবর্ণাঃ ।
লসদ্বিমানানি নিজানি নীত্বা
যাস্যন্তি শূন্যানি বিশিষ্ট যোধৈঃ ॥ ৭২ ॥
শতক্রতো শম্ভুপুরে মৃতানাং
নির্ব্বাণ লক্ষ্মী পরিসেবিতানাম্ ।
প্রাপ্তিঃ কথং স্যাচ্চপলাপ্সরোভিঃ
ক্ষয়িষ্ণুভোগাকুলমানসাভিঃ ॥ ৭৩ ॥

বিক্ষেপ এবং মুনিজনেরও মনোমোহনকারি হাব ভাব প্রভৃতি সমস্তই ব্যর্থ হইবে। কারণ ইহারা যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু নিবন্ধন নিষ্পাপ হইয়া সকলেই মহেশ্বরের নিকট তত্ত্বোপদেশ লাভ করিবে। সুতরাং এই অপ্সরাগণ কোন যোদ্ধৃবিশেষকে না পাইয়াই নিজ নিজ বিমান লইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিবে ॥ ৭০—৭২ ॥

হে শতক্রতো! কাশীতে মৃত হইয়া যাহারা নির্ব্বাণ লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইবে, ক্ষণিক ভোগনিচয়ে সমাসক্ত চিত্ত এই অপ্সরাগণ কি প্রকারে তাহাদিগকে

ক্ষেত্রে পবিত্রে মৃতি মাগতানাং
ব্রহ্মাদি কীটান্ত শরীর ভাজান্ ।
কর্ণে জপত্যক্ষর তারকাখ্যং
ততঃ পরং ধ্বস্তভবা ভবন্তি ॥ ৭৪ ॥

অন্যত্রাপি প্রমীতানাং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমেধিনাম্ ।
অত্র দীয়েত তেন স্যাত্তেষাং কৈলাস সম্ভবঃ ॥ ৭৫ ॥
ভগবান্ ভগবানীশো ভবান্যা সহিতো নিশম্ ।
অধিতিষ্ঠতি জন্তূনাং মুক্ত্যৈ ক্ষেত্রমিদং পরম্ ॥ ৭৬ ॥
অত্র সংগ্রাম মধ্যে যে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি শত্রুণঃ ।
এতাসাংতে বিষয়াগা ন ভবিষ্যন্তি বাসব ॥ ৭৭ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তুজ্জেয়া ভবতোপিতে ।

লাভ করিবে ? ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত যে কোন শরীরী এই পবিত্র ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে, ভগবান্ তাহাদের প্রত্যেকের কর্ণেই তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাহাদের সংসার ভোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহারা স্থানান্তরে মৃত হয়, শ্রদ্ধা সহকারে কাশীতে তাহাদের শ্রাদ্ধ করিলে, তাহারাও কৈলাসে স্থান পাইয়া থাকে। জীবগণের মুক্তির জন্য ভগবান্ ভবানীপতি ভবানীর সহিত নিয়তই কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং হে ইন্দ্র! এই স্থলে যুদ্ধে যে বীরগণ প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহাদের কোন ব্যক্তিই এই অপ্সরাগণের হস্তগত হইবে না। অধিক আর তোমায় কি বলিব, এই রণক্ষেত্রে মৃত বীরগণ

সচ্চিদানন্দ নির্ম্মায় ব্রহ্মভাবং সমাগতাঃ ॥ ৭৮ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ইত্থং প্রোবাচ মধুরং গুরুঃ শতমুখং প্রতি।
তত ইন্দ্রোহপ্সরোযূথং বৃথা শ্রম মমন্যত ॥ ৭৯ ॥
অথ কুণ্ডধর স্যাসীৎ সসৈন্যেন সুপর্ব্বণা।
যুদ্ধং প্রাণ হরং ঘোরং মাংসশোণিত কর্দ্দমম্ ॥ ৮০ ॥
রথারথৈঃ সমাজগ্মুঃ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ।
হয়ৈর্হয়াগজৈর্নাগাঃ সমং যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৮১ ॥
সৈন্যং কুণ্ডধরস্যাশু ক্ষপয়িত্বা বলাদ্বলী।
জঘানতং কুণ্ডধরং সামাত্যং সসুতং ক্ষণাৎ ॥ ৮২ ॥

তোমারও দুজ্ঞেয় সচ্চিদানন্দ রূপ লাভ করত সকলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭৩—৭৮ ॥

ভৃগু কহিলেন, বৃহস্পতি মধুর বচনে এই সমস্ত বলিলে ইন্দ্র-অপ্সরাগণের তথায় আগমন বৃথাই বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সসৈন্য সুপর্ব্ব নৃপতির সহিত সসৈন্য কুণ্ডধরের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথীগণ রথীর সহিত, পদাতিগণ পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং গজারোহী গজারোহীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় পক্ষের বিনষ্ট সৈন্য নিচয়ের শোণিতে রণস্থল কর্দ্দম ময় হইয়া উঠিল॥৭৯—৮১॥ অনন্তর অধিক বলশালী সুপর্ব্বা, কুণ্ডধরের সৈন্যগণকে বিনষ্ট করত ক্ষণ মধ্যে পুত্র ও অমাত্য গণের সহিত কুণ্ডধরকে বিনষ্ট করিলেন। এবং তাহার

অথ তস্য পদে স্থাপ্য বিশালং জগতীপতীম্‌।
চন্দ্রিকামুপযেমে স পূজিতস্তেন ভূভুজা॥ ৮৩॥

ভৃগুরুবাচ।

ইত্যেতত্তে ময়াখ্যাতং কাশী মাহাত্ম্যমুত্তমম্‌।
যচ্ছ্রুত্বা পাপ সংঘাতং হন্তি পুণ্য পয়োনয়ঃ॥ ৮৪॥
অন্যচ্চ শ্রূয়তাং বিপ্রা বারাণস্যা গুণা শ্রয়ম্‌।
যাজ্ঞবল্ক্যেন যৎপ্রোক্তং জনকায় মহাত্মনে॥ ৮৫॥
বিদেহো জনকো নাম মোক্ষোপায়ং যথা তথা।
যাজ্ঞবল্ক্য মুখাচ্ছ্রুত্বা বিচিকিৎসা বিবর্জ্জিতঃ॥ ৮৬॥
বভূব পরিপূর্ণাত্মা তত্ত্বানুভব মাপ্যচ।
পূর্ণোপি জন্ম সংসারং ত্বপারং বীক্ষ্য দুঃখিতঃ॥ ৮৭॥

সিংহাসনে বিশাল নৃপতিকে স্থাপন করত তৎকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া চান্দ্রকাকে বিবাহ করিলেন॥৮২—৮৩॥

ভৃগু কহিলেন, এই আমি আপনাদিগের নিকট কাশীর অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণন করিলাম। হে দ্বিজগণ! মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক মহাত্মা জনকের নিকট কাশীর মহিমা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৮৪—৮৫॥ বিদেহ রাজ জনক যাজ্ঞবল্কের মুখে মোক্ষোপায় শ্রবণ করত তত্ত্বানুভব লাভে বিচিকিৎসা রহিত হইয়া পরিপূর্ণাত্মা স্বরূপে পূর্ণ হইয়াও সংসারকে অপার দর্শন করত দুঃখিত চিত্তে মোক্ষোপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৮৬—৮৭॥

যাজ্ঞবল্ক্যো মুবাচেদং মোক্ষবর্ত্মোপদেশকম্ ।

জনক উবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্ব জন্তুনাং যেন মোক্ষো বিভাব্যতে ।
তদক্রুহি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ যদ্যস্তি তব গোচরে ॥ ৮৮ ॥
যদুক্তং ব্রহ্ম নিষ্ঠেন ভবোচ্ছেদস্য কারণম্ ।
দুর্লভং তদ্ধি সর্ব্বেষাং মুনীনামপি কিং পুনঃ ॥
অজ্ঞানাং ভোগলুব্ধানাং পরাঙ্মাতৃস্থ চেতসাম্ ॥ ৮৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

ভদ্রং বদসি রাজেন্দ্র দুর্লভং সাধনং হি তৎ ।
মুনীনামপি সর্ব্বেষাং কিং পুনর্লিপ্ত চেতসাম্ ॥ ৯০ ॥
এতৎ সাধন সম্পত্তিং বিনা নাস্তি ভবক্ষয়ঃ ।

জনক কহিলেন, হে ভগবান্! সমস্ত জীবগণের যাহাতে মোক্ষ হয়, এমত কোন উপায় যদি আপনার বিদিত থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সংসার নিবৃত্তির উপায় যাহা আপনি বলিয়াছেন, দেখিতেছি তাহা মুনিগণেরও দুর্লভ। বিষয়াসক্ত লুব্ধ মূঢ়গণের পক্ষে কোন প্রকারেই ত তাহা সম্ভাবিত নহে ॥ ৮৮—৯০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি ভালই বলিতেছেন, যথার্থই সে উপায় মুনিগণের পক্ষেও দুর্লভ, অজ্ঞেরত কথাই নাই। সেই সাধন ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই মুক্তি হয় না এবং সেই সাধন কদাচিৎ কোন ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বারাণসী নামে

কিন্তু তৎসাধনং শীঘ্রং প্রাপ্যতে কুত্রচিন্নৃপ ॥ ৯১ ॥
অস্তি বারাণসী নাম নগরী সুগরীয়সী।
তস্যাং সাধনসম্পত্তির্মোক্ষশ্চ মরণাদ্ ভবেৎ ॥ ৯২ ॥
বারাণসীস্থতীর্থানা মবগাহনতঃ পরম্।
অন্তঃকরণ সংশুদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
বৈদেহ তস্মিন্ ক্ষেত্রে হ নিত্যং সন্নিহিতো হরঃ।
জন্তূনামপবর্গায় গিরিজা প্রাণ বল্লভঃ ॥ ৯৪ ॥
তস্য লিঙ্গং তত্র ভাতি দিব্যং বিশ্বেশ্বরাভিধম্।
তস্য দর্শন মাত্রেণ তত্বজ্ঞান বিঘাতকম্ ॥ ৯৫ ॥
পাপং ক্ষয়মবাপ্নোতি নাস্তি কোপ্যত্র সংশয়ঃ।
রাগদ্বেষ বিনির্ম্মুক্তাঃ কামক্রোধ বিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৯৬ ॥
বিশ্বেশ্বরাভিধং লিঙ্গং পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষা।

এক উৎকৃষ্ট নগরী আছে, তথায় মরিলে অনায়াসেই সেই সাধন ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বারাণসীস্থ তীর্থ সমূহে অবগাহন করত অনায়াসেই চিত্ত শুদ্ধি লাভ করে ॥ ৯১—৯৪ ॥ হে বৈদেহ! তথায় জীবগণের মুক্তির জন্য গিরিজা-প্রাণ-বল্লভ ভগবান্ মহেশ্বর সততই অবস্থান করেন। তথায় বিশ্বেশ্বর নামে তাঁহার লিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। নাস্তিক ব্যক্তিও তাঁহার দর্শন মাত্রে তত্বজ্ঞানের প্রতিরোধক পাপ সমূহ হইতে বিমুক্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা রাগ দ্বেষ বিমুক্ত ও কাম ক্রোধ বর্জ্জিত তাঁহারাই জ্ঞান চক্ষে সেই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে তড়িৎকোটি

তড়িৎকোটিসমপ্রখ্যং কোটিচন্দ্রার্ক সন্নিভম্ ॥ ৯৭ ॥
ইন্দ্রিয়াতীত মমলং ত্রৈলোক্য ব্যাপকং পরম্ ।
মোক্ষায় যন্ময়া প্রোক্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯৮ ॥
যস্য ভাসা রবির্ভাতি চন্দ্রঃ পাবক এবচ ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব ন তদ্ভাসয়তে রবিঃ ॥ ৯৯ ॥
নপীয়ূষকরো নাগ্নির্ন তড়িদ্গ্রহ তারকম্ ॥ ১০০ ॥
কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাখ্যং তল্লিঙ্গং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে ।
ব্রহ্মাত্মকানি লিঙ্গানি তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥ ১০১ ॥
তানিদৃষ্ট্বার্চ্চয়িত্বাচ মনঃ সিদ্ধিং সমচ্ছতি ।
বাপী তত্রাস্তি বৈদেহ চিন্ময়ী দেবদক্ষিণে ॥ ১০২ ॥
তদপাং সেবনাদেব ভাসতে ব্রহ্ম কেবলম্ ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে তত্রৈবাদধিরে মনঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রভ, চন্দ্রার্ক সন্নিভ, ইন্দ্রিয়াতীত, ত্রৈলোক্য ব্যাপক ও নির্ম্মল যাহা মোক্ষোপায় বলিয়া আমি বলিয়াছি সেই নিরবদ্য ও নিরঞ্জন পরম জ্যোতি রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহার দীপ্তিতে সূর্য্য, চন্দ্র, পাবক, নক্ষত্র সমূহ ও গ্রহ নিচয় দীপ্তি পাইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, গ্রহ বা তারকা নিচয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, কাশীতে পরম জ্যোতি স্বরূপ সেই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। তথায় ব্রহ্ম স্বরূপ বহুতরই লিঙ্গ আছেন, তাঁহা-দিগের দর্শন ও পূজা করিলে মানসিক সিদ্ধি লাভ হয়। হে বৈদেহ! তথায় বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ দিকে চৈতন্যময়ী

মোক্ষন্তু সুলভং মত্বা সর্ব্বকর্ম্ম পরাঙ্মুখাঃ।
ততো ব্রহ্ম পরিজ্ঞায় কর্ম্মোচ্ছিত্তিং বিচার্য্যচ॥ ১০৪॥
দশাশ্বমেধানাজহ্রে তত্রৈব শিবতুষ্টয়ে।
প্রীতো ভবন্মহাদেবো বাজিমেধৈঃ সুসংস্কৃতৈঃ॥ ১০৫॥
উবাচ পদ্মসম্ভূতং কো বরো বাঞ্ছিত স্তব।

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞ ভাগ বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্ষীণ সত্বাম্ন পৃথিবী মভিবর্ষন্তি পূর্ব্ববৎ॥ ১০৬॥
বর্ষাভাবাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পীড্যন্তে হি বুভুক্ষয়া।
ইত্থং ত্রিলোকী প্রলয়ো হ্যকাণ্ডে এ সমুপস্থিতঃ॥ ১০৭॥

একটী বাপী আছেন, তাঁহার জল পানে ব্রহ্ম স্বরূপ প্রভাসিত হয়। মুনি ঋষিগণ সমস্ত যজ্ঞাদিতে পরাঙ্মুখ হইয়া মুক্তিকে সুলভ বিবেচনা করত তাহাতেই মনঃ সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। পুরাকালে কর্ম্ম সমূহের উচ্ছেদ হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মহেশ্বরের তুষ্টির জন্য তথায় দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সুসংস্কৃত সেই যজ্ঞ সমূহে অতিশয় প্রীত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বর পদ্মযোনিকে বর প্রদানাভিলাষে জিজ্ঞাসা করেন যে কোন বর তোমার বাঞ্ছিত, তাহা বল॥ ৯৫—১০৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! উপস্থিত সময়ে সমস্ত দেবগণ যজ্ঞ ভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষীণ সত্ব নিবন্ধন তাঁহারা পূর্ব্বের মত পৃথিবীতে বর্ষণ করি-

তং বিনাশং পরিহর শ্রীকণ্ঠ পরমেশ্বর।
ন নশ্যেয়ুরিমে লোকা স্তথা নীতি র্বিধীয়তাম্ ॥ ১০৮॥
বারাণস্যাং তবক্ষেত্রে বেদাধ্যয়ন শালিনঃ।
মোক্ষমেব কিলেচ্ছন্তি বিধিকর্ম্ম পরাঙ্মুখাঃ ॥ ১০৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

জনকৈবং পদ্ম ভুবা শঙ্করো যাচিত স্তদা।
লোকানামুপকারার্থং চিরং চিন্তাপরো ভবৎ ॥ ১১০ ॥
চিন্তয়িত্বা ব্রবীদ্দেবঃ প্রজাপতি মিদং বচঃ।

শিব উবাচ।

মৎক্ষেত্রমেববেদৈতৎ সেবন্তে মুক্তি কাঙ্ক্ষয়া।
বিধানুষ্ঠান রহিতা জ্ঞান মার্গ সমাশ্রিতাঃ ॥ ১১১ ॥

তেছেন না। বর্ষাভাব নিবন্ধন প্রজা সমূহ ক্ষুধায় অতিশয় পীড়িত হইতেছে। এই অবস্থায় অসময়ে ত্রিভুবনের প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। হে পরমেশ্বর! আপনি অসময়ে ত্রিভুবনের এই বিনাশ পরিহার করুন। হে শ্রীকণ্ঠ! আপনি এমত কোন উপায় বিধান করুন, যাহাতে এই লোক সমূহ বিনষ্ট না হয়। আপনার এই বারাণসী ক্ষেত্রে বেদাধ্যায়ি ব্রাহ্মণ গণ সমস্ত যাগাদিতে বিমুখ হইয়া কেবল মোক্ষেরই কামনা করিতেছেন ॥ ১০৭—১১০ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে জনক! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপে অভিহিত হইয়া ভগবান্ মহেশ্বর লোক সমূহের উপকারার্থ ক্ষণ কাল চিন্তা করত ব্রহ্মাকে বলিতে

কিমত্র মম সামর্থ্য মন্যথা করণে বিধে।
ন তাবৎ কাল পর্য্যন্তং কাশ্যাং রোগাদি সম্ভবঃ॥ ১১২॥
নরাগ দ্বেষ লোভাশ্চ ক্রোধমোহ ভয়ানিচ।
ন পৈশুন্যং ন কলহো লোলুপত্বং ন বৈক্ষুধা॥ ১১৩॥
ন বিকারা ভবন্ত্যত্র ন শোকো বিষয়াত্মকঃ।
মম বিস্মরণেনৈব ন হরেন্ন বৃষস্য চ॥ ১১৪॥
সর্ব্বে মম প্রিয়করা ধনৈর্দেহৈঃ প্রিয়ৈঃ সদা।
কথমেতান্ সুবিশ্বস্তান্মোহয়ামি বিধে বিধৌ॥ ১১৫॥
তথাপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং হিতায় স্বর্ণিবাসিনাম্।
আবয়োর্নন্দতোঃ পূর্ব্বং মৃত্যুঃ স্ত্রীবেশরূপ ধৃক্॥ ১১৬॥
প্রাদুরাসীত্তৎ ক্রোধাৎ তয়া মৃত্যো ইতীরিতম্।

লাগলেন॥ ১১১॥

শিব কহিলেন, হে বিধে! সকলেই এই বারাণসীকে আমার ক্ষেত্র ভাবিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করত ইহার সেবা করিতেছে। ইহার কোন রূপ অন্যথাচরণে আমার সামর্থ্য কি? এই কাশীতে যে পর্য্যন্ত লোকে আমাকে বিস্মৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের, রোগ, রাগ, দ্বেষ, লোভ, পৈশুন্য, কলহ, লোলুপতা, ক্ষুধা বা অন্য কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই। এস্থানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই ধন ও প্রাণের দ্বারা সতত আমার প্রিয় কার্য্য করিতেছে, আমি এই সমস্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকে কি প্রকারে বিধি মার্গে প্রবর্ত্তিত করিয়া

তেন এষা রুরোদোচ্চৈ রাবয়োঃ পুরতঃ স্থিতা ॥ ১১৭॥
তস্যা অশ্রূণি ভবতা পাণিভ্যাং বিধৃতানি বৈ ।
তান্যেব কল্পিতানিস্যুর্লোকায়ুঃ ক্ষপণায় বৈ ॥ ১১৮ ॥
কানিচিদ্ব্যাধিরূপেণ রাগদ্বেষাদি ভাগশঃ ।
অত্র তান্যেব জন্তূনাং বিঘ্ন রূপেণ পদ্মজ ॥ ১১৯ ॥
তিষ্ঠন্তু সততং নূনং চ্যাবন্তু স্বধর্ম্ময়তঃ ।
অমুং বিঘ্নগণং ব্রহ্মণ্ পরিভূয় ধৃত ব্রতাঃ ॥ ১২০ ॥
যে স্থাস্যন্তি মম ক্ষেত্রে ধ্রুবং তে মুক্তিমাপ্নুয়ু ॥ ১২১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

এবং যদা মহেশেন প্রজা সংরক্ষণার্থিনঃ ।
স্বয়ম্ভুবা চোদিতেন নিয়মঃ পরিকল্পিতঃ ॥ ১২২ ॥

মোহ প্রদান করিব ? তথাপি লোকস্থিতির জন্য কিছু করা উচিত, এই জন্য নিয়ম করিতেছি যে, পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের কথোপকথন সময়ে মৃত্যু স্ত্রীরূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখন তুমি ক্রোধ স্বরে তাহাকে মৃত্যো বলিয়া সম্বোধন করিলে, সে অতিশয় ভীত হইয়া অত্যন্ত রোদন করে, তখন তুমি স্বহস্তে সেই অশ্রুবিন্দু সমূহ ধারণ কর, সেই অশ্রু নিচয়ই ব্যাধি ও রাগ দ্বেষাদি রূপে লোক সমূহের আয়ুঃ ক্ষয়ের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। তাহারাই এই ক্ষেত্রে জীবগণের বিঘ্নরূপে সতত অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করুক। এই বিঘ্ন সমূহকে পরিভূত করত যাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার এই ক্ষেত্রে

তদৈব রাজন্ সর্ব্বেষাং মুনীনামপি বুদ্ধিষু।
রাগদ্বেষ-ভয়োদ্বেগ প্রমাদালস্য কামিতাঃ॥ ১২৩॥
প্রাদুরাসন্ সমাৎসর্য্যাস্তত্ত্ব জ্ঞান বিরোধিনঃ।
ততঃ কেচিদ্ধ্যোদ্বিগ্না বৃথাভীতাশ্চ কেচন॥ ১২৪॥
তত্যজুঃ কাশিকাং বিপ্রাঃ কেচিদ্ দ্রোহ মথাচরন্।
অন্যোন্য মাৎসর্য্যযুতাঃ কেলি প্রোৎসুকবুদ্ধয়ঃ॥ ১২৫॥
বভূবুর্ন্নরাঃ কেচিৎ কেচিৎ কামপরা ভবন্।
ইত্থং-ব্যাকুলিতাঃ সর্ব্বে সংহত্যোচুঃ পরস্পরন্॥ ১২৬
ত্যক্তেম কাশিকাং সর্ব্বে বিম্নানঃ সম্ভবন্তি হি।

অবস্থান করিবে, তাহারাই সত্বর মুক্তি লাভ করিবে॥ ১১২—১২২॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে-রাজন্! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লোক রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া মহেশ্বর যে অবধি এই নিয়ম করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মুনিগণের মানসেও তত্ত্ব জ্ঞান বিরোধি রাগদ্বেষ প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াছে॥ ১২৩—১২৪॥ সেই দিন হইতেই কেহ কেহ বৃথা উদ্বিগ্ন, কেহ বা বৃথা ভীত, কেহ পরদ্রোহী, কেহ মাৎসর্য্য যুক্ত, কেহবা কেলি কৌতুকে সমুৎসুক হইয়া কাশী পরিত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতেই বহুতর মুনিগণও রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, চল আমরা সকলে কাশী পরিত্যাগ করিয়া গমন

যদ্যপীহ সুলভ্যং তন্নির্ব্বাণং মুনি সত্তমাঃ ॥ ১২৭ ॥
তথাপি রাগদ্বেষাদির্বাধতে মানসানিনঃ ॥ ১২৮ ॥
রাগাদিষু প্রজাতেষু পাপমেব সমেধতে।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে কৃতং পাপং স্বল্পং বাপি মহদ্ভবেৎ ॥১২৯॥
তস্মাদন্যত্র কর্ম্মাণি করিষ্যামো যথাবিধি।
অন্তঃ করণ শুদ্ধ্যর্থং ততস্তত্ত্বং স্ফুরিষ্যতি ॥ ১৩০ ॥
বিচার্য্যৈবং গতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ শংসিত ব্রতাঃ।
বারাণসীং বিহায়ৈব মুনয়ঃ শংসিত ব্রতাঃ ॥ ১৩১ ॥
তস্মাজ্জনক ভূপাল কাশ্যাং নির্ব্বাণ সংসদি।

করি, এস্থানে আমাদের বহুতর বিঘ্ন হইতেছে ॥ ১২৫—১২৭ ॥ হে মুনিগণ! যদিচ এখানে মুক্তি সুলভ, কিন্তু রাগ দ্বেষাদি আমাদের চিত্তকে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছে। রাগাদি উৎপন্ন হইলে কেবল পাপই বর্দ্ধিত হয়, এই ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত স্বল্প পাপও মহৎ হইয়া থাকে, সুতরাং চলুন, স্থানান্তরে যাইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য আমরা যথা বিধি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তৎপরে অবশ্যই তত্ত্ব স্ফুরণ হইবে। মুনিগণ এই রূপ নিশ্চয় করিয়া বারাণসী পরিত্যাগ করত স্থানান্তরে গমন করিলেন। হে জনক নৃপতে! নির্ব্বাণভূমি কাশীক্ষেত্রে মুক্তি সুলভ হইলেও যাহাদের চিত্ত রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল, তাহাদের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ। আমি এ সম্বন্ধে ভগবান্ আদিত্যের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাও আপনাকে বলিতেছি, আপনি অবধান

স্থলভাপি মুহুঃপ্রাপা বিষ্ণ ব্যাকুলিতাত্মভিঃ ॥ ১৩২ ॥
মুক্তিঃ সংসার গহন বন্ধনাৎ পৃথিবী পতে।
অন্যদত্র প্রবক্ষ্যামি অবিমুক্তং প্রতি প্রভো ॥ ১৩৩ ॥
আদিত্যাত্মমরা জাতং শ্রুয়তা মবধানতঃ।
আম্নায়াধ্যয়নায়াহং বিবস্বন্তং বিভাকরম্ ॥ ১৩৪ ॥
উপতিষ্ঠামি সততং ত্রৈলোক্যাভাসকং রবিম্।
তং কদাচিদুপাগচ্ছচ্ছশাঙ্ক ধবলদ্যুতিঃ ॥ ১৩৫ ॥
নারদো ব্রহ্মণঃ পুত্রো বিপঞ্চীমনুনাদয়ন্।
যথাবন্তং সমভ্যর্চ্চ্য চণ্ডাংশুরপৃচ্ছত ॥ ১৩৬ ॥
কুত আগচ্ছসি মুনে কিম্বাহং করবাণিতে।
ইতি পৃষ্টঃ স দেবর্ষি রব্রবীদ্ দিবসেশ্বরম্ ॥ ১৩৭ ॥

নারদ উবাচ।

অত এবাহ্ মায়াতঃ প্রষ্টুং ত্বাং বিশ্বভাবন।

সহকারে শ্রবণ করুন। আমি যখন বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য ত্রৈলোক্য প্রকাশক রবির নিকট যাতায়াত করি, সেই সময়ে একদিন ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ বীণা বাজাইতে বাজাইতে সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য তাঁহাব যথা বিধি সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মুনে! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন, আর আমিই বা আপনার কি করিব? সূর্য্যের এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২৮—১৩৭ ॥

নারদ কহিলেন, হে বিশ্বভাবন! মকস্থান রাজার

নিশ্চিত্য বদ তত্ত্বেন সর্ব্বান্তরসি ভাস্কর ॥ ১৩৮ ॥
গোমেধে সঙ্গতা বিপ্রা মরুতস্য মহীপতেঃ।
গোমেধ সঙ্গতা বিপ্রাঃ কথাং চক্রুর্মনোরমাম্‌ ॥ ১৩৯ ॥
কথা প্রসঙ্গান্নির্ব্বাণ সাধনানাং কথা ভবৎ।
তত্র সর্ব্বে শিবক্ষেত্রং কাশীতি বহ্নিগদ্যতে ॥ ১৪০ ॥
তদেব প্রশশংসুর্হি ভূয়ো ভূয়ো বিমুক্তয়ে।
তদামে সংশয়ো ভানো বভুব মনসি স্থিতঃ ॥ ১৪১ ॥
কিং কাশ্যেব পুরী মুক্ত্যৈ বিষ্ণুভক্তি রপি প্রভুঃ।
পুষ্করাদীনি তীর্থানি কিং ন নির্ব্বাণহেতবঃ ॥ ১৪২ ॥
ক্ষেত্রাণি কিং কুরুক্ষেত্রপ্রভৃতীনি ন মুক্তয়ে।
ইতি মে সংশয়ো ভানো ছিন্ধিমেঽনুগ্রহো যদি ॥ ১৪৩ ॥

সূর্য্য উবাচ।

সংশয়ো ন ত্বয়া কার্য্যো দেবর্ষে ক্বাপি কর্হিচিৎ।

গোমেধ যজ্ঞে সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী কথা প্রসঙ্গে মুক্তির সাধন বলিয়া মহেশ্বরের প্রিয় নগরী কাশীরই বারম্বার প্রশংসা করিতেছিলেন, তাহাতে আমার সংশয় হইয়াছে যে, সেই কাশী ক্ষেত্রই কেন মুক্তির কারণ, বিষ্ণুপদে ভক্তি ও পুষ্কর প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর উৎকৃষ্ট তীর্থ রহিয়াছে, তাহারাইবা কেন মুক্তির কারণ নহে, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে ভাস্কর! আপনি সমুদয় তত্ত্বই অবগত আছেন, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সংশয়টী ছেদন করুন ॥ ১৩৮—১৪৩ ॥

লোকদ্বয় পরিভ্রষ্টঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ॥ ১৪৪ ॥
তীর্থাস্তরাণি ক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিশ্চ নারদ ।
অন্তঃকরণ সংশুদ্ধিং জনয়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥
বারাণস্যপি দেবর্ষে তাদৃশ্যেব পরংত্বসা ।
প্রকাশয়তি ব্রহ্মৈক্যং তারকস্যোপদেশতঃ ॥ ১৪৬ ॥
অন্যত্র স্বকৃতোধর্ম্মঃ সাধনানি কৃতানিচ ।
অত্র কাশ্যেব সাহায্যযাত্রী কাশ প্রকাশিনী ॥ ১৪৭ ॥
ধর্ম্মে ন্যূনাধিকং কিঞ্চিৎসা পূরয়তি তৎসতাম্ ।
সুহৃদাং পাপ ভীরূণা মনিত্য সুখ বিদ্বিষাম্ ॥ ১৪৮ ॥
অনেনৈব বিশেষেণ তাং প্রশংসন্তি তাত্বিকাঃ ।
সাক্ষাদ্বারাণসী মুক্ত্যৈ বিষ্ণুভক্তি স্তথাবিধা ॥ ১৪৯ ॥

সূর্য্য কহিলেন, হে দেবর্ষে! আপনি কখনই কোন বিষয়ে সংশয় করিবেন না, কারণ সংশয়িত ব্যক্তি ইহ ও পরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। হে নারদ! ঐ সমস্ত তীর্থ নিচয় ও বিষ্ণুভক্তি অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে, তাহার সন্দেহ নাই, বারাণসীও তদ্রূপ বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে তিনি তারক মন্ত্রের উপদেশ বলে ব্রহ্মৈক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ১৪৪—১৪৬॥ অন্যত্র যে সমস্ত ধর্ম্ম বা সাধন অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই কাশী লাভের সহায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু এই জ্ঞান প্রকাশিনী কাশী, পাপভীরু ও অনিত্য সুখ বিদ্বেষী আশ্রিত সাধুগণের ধর্ম্মের ন্যূনাধিকতা আপনিই পূরণ করেন, এই জন্যই সাত্বিক ব্যক্তিগণ

তথাপি বিষ্ণু ভক্তিস্তু বিচিত্রেরেব বিভাব্যতে।
মনুষৈর্ধনদারেষু স্নেহাতিশয় বর্জ্জিতৈঃ ॥ ১৫০ ॥
ধনং যেষাং প্রিয়করং কথং তেষাং হরিঃ প্রিয়ঃ।
হর্য্যর্থংনব্যয়ী কুর্য্যাদিতি ভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ১৫১ ॥
কাশীতু তির্য্যগ্ ভূতানা মপি সাধারণী মতা ॥ ১৫২ ॥

পরস্তুরাগাকুল মানসানাং
নৃণাং পরদ্রোহ বিধান ভাজাম্।
বারাণসীনৈব নিবৃত্তয়ে স্যাৎ
সাক্ষাৎসপক্ষীকৃত কিল্বিষাণাম্ ॥ ১৫৩ ॥

কাশ্যাং কৃতেন পাপেন যাতনা মতি ভীষণাম্।
প্রাপ্য পশ্চাদ্বিমুচ্যন্তে ক্ষীণাঃ কল্মষ শালিনঃ ॥ ১৫৪ ॥

সতত কাশীরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে নারদ! বিষ্ণু ভক্তিও বারাণসীর ন্যায় সাক্ষাৎ মুক্তি দায়িনী বটে, কিন্তু ধন, পুত্র প্রভৃতিতে স্নেহ রহিত দুই চারি জন মহাত্মাই সেই বিষ্ণুভক্তি লাভে সমর্থ হন। অর্থই যাহাদের প্রিয়, তাহাদের পক্ষে হরিভক্তি অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু কাশী তির্য্যগ্ জাতীর পক্ষেও অতি সুলভ। পরন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয় সমূহে নিতান্ত আসক্ত ও যাহারা সতত পরের অনিষ্ট চিন্তায় মগ্ন, সেই কাশীতেও তাহাদের মুক্তি হয় না। কাশীতে পাপ করিলে জীবগণ অতি ভীষণ ভৈরব যন্ত্রণা ভোগের পর নিষ্পাপ হইয়া তবে মোক্ষ লাভ করে। (যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন) হে বিদেহ! সূর্য্য এই কথা নারদকে বলিয়া-

বিদেহ রবিরপ্যেব মুক্তবান্ নারদং প্রতি।
অতঃ সাধারণত্বেন জন্তুনা মপি মুক্তয়ে।
জিজ্ঞাসিতং যদ্ভবতা তন্ময়া পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

ভৃগুরুবাচ।

এবং প্রভাবা সা দেবী বিনায়াসেন মুক্তিদা।
প্রোক্তা ময়া মুনিশ্রেষ্টাভূয়ঃ কিং কথয়ামিবঃ ॥ ১৫৬ ॥

ইতি পদ্ম পুরাণে কাশী মাহাত্ম্যে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ছিলেন। ইহাতেও জানা যাইতেছে যে কাশীক্ষেত্রে সাধারণেই মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। এই আপনার জিজ্ঞাসা বিষয়েই যথার্থ উত্তর প্রদত্ত হইল ॥১৪৭—১৫৫

ভৃগু কহিলেন, অনায়াসে মুক্তি দায়িনী সেই কাশীর এবম্প্রকার মহিমা নিচয় আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! আর কি বর্ণন করিব? ॥ ১৫৬ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে কাশী মাহাত্ম্য বর্ণন
তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ত্বন্মুখেন্দু সুধারসম্।
পায়ংপায়মপি ব্রহ্মন্ ন তৃপ্যামো নিরন্তরম্ ॥ ১ ॥
ভূয়ঃ কথয় কাশ্যাস্তু মহিমানং মহামতে।

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ পুনর্মুনীন্দ্রৈঃ সভৃগুর্ভৃগুনন্দনঃ।
কথয়ামাস ভূয়োপি চিত্রাং বারাণসী কথাং ॥ ২ ॥

ভৃগুরুবাচ।

আকর্ণয়ন্তু মুনয়ঃ শিবরাজধানী
মাহাত্ম্য মুজ্জ্বিত ভব প্রিয় মুচ্যমানং।
যচ্ছ্রাব ধারণ বশেন পরেশ পুর্য্যাং
ভক্তিঃ সমুদ্রগতি সংসৃতি নাশ হেতুঃ ॥ ৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! আপনার মুখ-চন্দ্র বিগলিত বাক্য সুধা বারম্বার পান করিয়াও আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি না, হে মহামতে! আপনি পুনরায় সেই কাশীর মহিমা বর্ণন করুন ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে অভিহিত হইয়া ভৃগু পুনরায় বারাণসীর বিচিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

আসীৎপুরা ভূমিভুজাম্বরিষ্ঠঃ
শিষ্টপ্রিয়ঃ সুদমনাভিধ উগ্রতেজাঃ।
কাশ্যাং নিরন্তরিত শঙ্কর শঙ্করার্চ্চা
ব্যাপ্তোপলব্ধি রতিথি প্রিয় পালনজ্ঞঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বস্বদক্ষিণ মুখো ক্রতুমধ্বরজ্ঞঃ
যং বৈদিকং বিধিষু বিশ্বজিতং বদন্তি।
তং দ্রষ্টুমেব মুনি কানন কৈরবেন্দু
ব্রহ্মাত্মজঃ সনৎসনন্দ মুনয়ঃ কুমারাঃ ॥ ৫ ॥
আলোক্য পূজনমমুষ্য চকার রাজা
হেতুং তথাগমন সাধন মপ্যপৃচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে বারাণসীর বিচিত্র মহিমা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণে কাশীতে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায়। পুরাকালে সাধুগণের প্রিয় ও অতি তেজস্বী সুদমন নামে এক জন উৎকৃষ্ট নরপতি ছিলেন। তিনি কাশীতে সতত শঙ্কর অর্চ্চনায় রত, নিরতিশয় অতিথি প্রিয়, ও প্রজাগণের সুপালক ছিলেন। বেদেতে যাহাকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ বলে, তিনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ দেখিবার জন্য ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নৃপতি যথোচিত পূজা করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৪—৬ ॥

নৃপতি কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্! আপনার আগমনে

রাজোবাচ।

ব্রহ্মৈকতা ন ভবদাগমনেনমেসৌ
যজ্ঞঃ সমুজ্জ্বল নিজাঙ্গযুতো দ্যজাতঃ।
প্রাপ্স্যাম্যনেন বিধিনা বিহিতেন নিত্যং
দুষ্প্রাপ মন্য পুরুষৈঃ সুররাজ্য সাম্যং ॥ ৭ ॥
ত্বং কি ন্নিমিত্ত মিহ সর্ব্বজনান্তরাত্মন্
প্রাপ্তোসি পূর্ণ সকলেপ্সিত ভাব জাতিঃ।
নাতঃ পরং তব মনোরথ ভাব মীয়া
দ্ব্রহ্মাত্মভাব পরিভাবন পূর্ণবুদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

ভৃগুরুবাচ।

এবং পৃষ্টঃ স ভগবান্ কুমারো বিধি সম্ভবঃ।
প্রত্যুচে তং সুবদনং স্নিগ্ধ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৯ ॥

আজ আমার এই যজ্ঞ সফল হইল, আমি এই যজ্ঞ ফলে, অন্যান্য পুরুষগণের দুষ্প্রাপ্য ইন্দ্রের সমতা লাভ করিতে পারিব। হে পূর্ণাত্মন্! আপনি সমস্ত অভীষ্টে পরিপূর্ণ হইয়াও কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছেন তাহা বলুন, কারণ ব্রহ্মৈক্য বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ আপনার হইতে পারে, ইহা আমাদের বোধ নাই ॥ ৭—৮ ॥

ভৃগু কহিলেন, নৃপতি কর্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মুনিবর স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে সেই সুবদন নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহাভাগ! ইন্দ্রের তুল্যতা

সনৎকুমার উবাচ।

আগতোহং মহাভাগ ভবদধ্বর মীক্ষিতুং।
বিধীয়মানং বিধিবৎ সংপ্রাপ্তুং শক্রতুল্যতাং ॥ ১০ ॥
অহোবত্ত মহামোহ মাহাত্ম্যং দুস্তরং নৃভিঃ।
যত্ত্বং সুবদন জ্ঞোপি কাশিস্থঃ স্বর্গমীপ্সতি ॥ ১১ ॥
রাজন্ কিং শক্রসাম্যেন বিনশ্বর তরেণচ।
অমুং বিশ্বতরং কাশ্যাং শঙ্করায় সমর্পয় ॥ ১২ ॥
অন্যথা তে বৃথা সর্ব্বং ক্ষপিষ্যতি নিশাম্পতে।
বারাণস্যাং কৃতং কর্ম্ম নীলকণ্ঠায় চার্পিতং ॥ ১৩ ॥
মনঃ শুদ্ধিং বিধায়াশু তত্ত্বজ্ঞানায় কল্পতে।

সুবদন উবাচ।

মম পুণ্য পরীপাক সমাকৃষ্ট ইব ক্ষণং।

লাভ করিবার জন্য তোমার দ্বারা যথা বিধি অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞ দেখিবার জন্যই আমি আগমন করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি কাশীতে থাকিয়া এবং সমস্ত জানিয়াও যখন স্বর্গ অভিলাষ করিতেছ, তখন দেখিতেছি যে মানবগণের পক্ষে, মহামোহের মাহাত্ম্য নিতান্তই দুস্তর। হে রাজন্! নশ্বর ইন্দ্র সাম্য লাভ করিয়া কি হইবে? তুমি এই যজ্ঞ ফল সমুদয়ই মহেশ্বরে অর্পণ কর। কারণ বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া মহেশ্বরে অর্পিত হইলে, সত্বরেই মনঃশুদ্ধি সহকারে তত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া থাকে ॥ ১০—১৩ ॥

সুবদন কহিলেন, হে যোগিশ্রেষ্ঠ! আমার পুণ্য

ভবান্ সমাগতো ব্রহ্মন্ যোগীন্দ্র ব্রূহি মে হিতং ॥১৪॥

সনৎকুমার উবাচ।

সুবদন প্রিয় মেব ভবৎকৃতে
পরিবদামি মহেশ পুরে পরে।
বিহিত কর্ম্ম বিধায় সমর্পয়
ক্ষিতিধরেশ্বরজা পতয়ে হ্নিশং ॥ ১৫ ॥
নহি তথা বিদিতো ভবতা পুরা
হরপুরো মহিমা কলুষাপহঃ।
শৃণু বদামি হিতায় তবা খিলং
স্বয় মথোন করিষ্যসি কামিতাং ॥ ১৬ ॥

মুনির্মৌনাভিধঃ পূর্ব্বং বভূব যমুনাতটে।
কৌষীতকো কুলোত্তংসঃ করুণো ব্রহ্ম বিত্তমঃ ॥ ১৭ ॥

বলে আকৃষ্ট হইয়াই আপনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন, অতএব আমার যাহা হিত, তাহা বলুন ॥ ১৪ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে সুবদন! তোমার জন্য আমি হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি যে, তুমি বিহিত ক্রিয়া সমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া, তৎসমুদয়ই মহেশ্বরে অর্পণ কর। মহেশ্বরের এই পুরীর যে কি মহিমা বোধ হয় তাহা তুমি জান না, কিন্তু একণে শ্রবণ কর আমি তোমার হিতের জন্য তাহা বলিতেছি, যাহা শুনিলে তুমি আপনিই সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৫—১৬ ॥ পুরাকালে কৌষীতকী কুলোৎপন্ন মৌন নামক একজন ব্রহ্মবিদ্ মুনি যমুনা তটে বাস করিতেন,

তস্যান্তে বাসিনা বাস্তাং শুদ্ধৌ মাণ্ডব্যমুদ্গলৌ ।
স্বাধ্যায়াধ্যয়নে সক্তৌ গুরুশুশ্রূষণে রতৌ ॥ ১৮ ॥
তয়োর্ম্মাণ্ডব্য সংজ্ঞস্তু মৌনেন মুনিনেরিতঃ ।
বলিযজ্ঞং প্রতি যযৌ হৌত্রং কর্ত্তুং মহামতিঃ ॥ ১৯ ॥
স গত্বা তত্র দদৃশে মুনীন্ বিপ্রানৃষীং স্তথা ।
সমাগতান্ যজ্ঞকৃতে বেদবেদাঙ্গ পারগান্ ॥ ২০ ॥
বলিস্তং বিধিবৎ পূজ্যাপ্যযুংক্তহৌত্র কর্ম্মণি ।
মাণ্ডব্যঃ কর্ম্ম তৎ সর্ব্বঞ্চকার বিধিবদ্বশী ॥ ২১ ॥
কদাচিদথ সর্ব্বেষু বিপ্রেষু ব্রহ্মবিৎসু চ ।
উপবিষ্টেষু দৈত্যেন্দ্রো মাণ্ডব্যং প্রত্যভাষত ॥ ২২ ॥

মাণ্ডব্য ও মুদ্গল নামে দুই জন বিশুদ্ধ চিত্ত ব্রাহ্মণ তনয় তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা নিরন্তর অধ্যয়ন ও গুরু শুশ্রূষায় রত থাকিতেন। কোন সময়ে মহামতি মাণ্ডব্য গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বলিরাজার যজ্ঞে গমন করেন, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বহুতর বেদ পারগ মুনি, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণকে দর্শন করেন। বলি রাজা তাঁহাকে বিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া হৌত্র কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও বিধি সহকারে সেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বেদবিদ্ ঋষি-গণ একত্র সমুপবিষ্ট হইলে বলিরাজা মাণ্ডব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭—২২ ॥

বলি কহিলেন, হে মাণ্ডব্য! আপনার গুরু নিমন্ত্রিত হইয়াও কেন এস্থানে আগমন করিলেন না, তাঁহার

বলিরুবাচ।

মাণ্ডব্য তে গুরুঃ কস্মাচ্চৌনোনাত্র সমাগতঃ।
সমাহূতোঽপি সততং যদি জানাসি তদ্বদ॥ ২৩॥

মাণ্ডব্য উবাচ।

নান্যৎ কারণ মস্ত্যত্র বলে মদ্গুর্ব্বনাগমে।
কিন্তু নির্ব্বাণদাং কাশীং প্রস্থিতঃ সহমৃকালঃ॥ ২৪॥
মাঞ্চ প্রস্থাপয়দ্ যজ্ঞে ভবতঃ প্রীতয়ে প্রভো॥ ২৫॥

বলিরুবাচ।

কাশীং গতো মুনিশ্চৌনং কি মুদ্দিশ্য প্রয়োজনং।
তস্য ব্রহ্মবিদঃ প্রায়ো নৈবাস্তে কামিতা ফলং॥ ২৬॥

মাণ্ডব্য উবাচ।

দৈত্যেন্দ্র শঙ্করক্ষেত্রে গন্তুং কস্য ন ধীর্ভবেৎ।
অপবর্গৈক ফলদে কলেবর পরিক্ষয়াং॥ ২৭॥

তত্ত্ব যদি আপনার বিদিত থাকে, তবে তাহা বলুন॥২৩॥

মাণ্ডব্য কহিলেন, হে বলিরাজ! আমার গুরুর এস্থানে না আসিবার অন্য কোন কারণ নাই, তিনি মৃকালের সহিত নির্ব্বাণ ক্ষেত্র কাশীতে গমন করিয়াছেন, তজ্জন্য এস্থানে আসিতে পারেন নাই, এবং আপনার প্রীতির জন্য আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন॥২৪—২৫॥

বলি কহিলেন, সেই মুনিবর ও ব্রহ্মবিদ, তাঁহারত কোন অভিলাষ নাই, তবে কেন তিনি কাশীতে গমন করিলেন?॥ ২৬॥

মাণ্ডব্য কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র। যথায় দেহ পতন

যৎকর্ম্ম তত্র কুর্ব্বীত শুভং বা যদিবা শুভম্ ।
অক্ষয্যং তৎ প্রভবতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥
মৌনস্তু মুনিশার্দ্দূলো দান্তি শান্তি গুণান্বিতঃ ।
তত্র স্থাস্যতি চাদেহ পতনাদ্নিরুপদ্রবঃ ॥ ২৯ ॥
অহং তত্র গমিষ্যামি সমাপ্তে ভবতো ঽধ্বরে ।
গুরো শ্চরণ শুশ্রূষা নিরতঃ সততং পুনঃ ॥ ৩০ ॥

বলিরুবাচ ।

যদি মাণ্ডব্য ভবতা গন্তব্যা শাঙ্করী পুরী ।
পূর্ণে ক্রতৌ মম মুনে সমাযাস্যামি তে সহ ॥ ৩১ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

এবমুক্ত্বা বলির্বিপ্রং তূর্ণং সুদনাধ্বরম্ ।

মাত্রে মোক্ষ লাভ হয়, সেই কাশীক্ষেত্রে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হইয়া থাকে ? আর সেই ক্ষেত্রে শুভ বা অশুভ যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায় তৎসমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে, তাহারও ত কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য সেই মাহাত্মা দেহ পতন পর্য্যন্ত সেই স্থানেই বাস করিবেন ভাবিয়া গমন করিয়াছেন। আপনার এই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, গুরু সেবার জন্য আমিও তথায় গমন করিব ॥ ২৭—৩০ ॥

বলি কহিলেন, হে মুনে মাণ্ডব্য ! আমার যজ্ঞ সমাপ্তির পরেই যদি আপনি তথায় গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার সহিত তথায় গমন করিব ॥৩১॥

সনৎকুমার কহিলেন, বলি এই কথা বলিয়া ত্বরায়

সমাপয়ামাস তদা ঋত্বিজঃ সমতোষয়ৎ ॥ ৩২ ॥
ক্রতৌ সমাপ্তে সবলিমাণ্ডব্য সহিতো যযৌ ।
বলেনাল্পেন দৈত্যেন্দ্রঃ কাশীং মৌনঞ্চ বীক্ষিতুম্ ॥ ৩৩ ॥
মহতা সময়েনাথো কাশীং লোচন শোভনাম্ ।
অপশ্যৎ ক্ষপিতাঘৌঘাঃ সমাণ্ডব্যো বলিস্তদা ॥ ৩৪ ॥

বিদ্রুমপল্লব সুললিত শাখৈ
র্মরকত মণিময়চলদলরম্যৈঃ ।
মুক্তা ফলগণ মজ্রক মুকুলৈঃ
সুরভূরুহনিকরৈরতি রম্যাম্ ॥ ৩৫ ॥
মদজলগন্ধ সমাহৃত চিত্তৈ
র্গণপতি কর্ণবিধূনন চটুলৈঃ ।
স্ফূর্ত্তি কর্ণ [illegible]
র্মধুকর নিকরৈর্মুখরিতদিশাম্ ॥ ৩৬ ॥

যজ্ঞ সমাপন করত পুরোহিতগণকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং স্বল্প মাত্র বল সমভিব্যাহারে সেই মাণ্ডব্য মুনির সহিত কাশী ও মহাত্মা মৌনকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বহুদিন পরে তাঁহারা নিষ্পাপ দেহে, কাশী সন্দর্শন করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন; কল্পদ্রুম নিচয় কাশীর অতি রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে তাহাদের শাখানিচয় বিদ্রুম পল্লব সমূহে সুললিত, দল সমূহ মরকত মণিসমূহে রমণীয় এবং মুকুল সমূহ মুক্তা ফলময়। চতুর্দ্দিকে মদজলগন্ধে সমাহৃত চিত্ত ও কর্ণ বিধূনন চটুল মধুকর নিচয় মনোহর ঝঙ্কার করিতেছে।

কোকিল কলরব তরলিত পত্রৈঃ
পরিণত রুচির ফলোৎকর নত্রৈঃ।
শুকমুখখগগণ সেবিত শাখৈ
শ্চ তরবৈ রমণীয় তরাক্ষ। ৩৭।
শরদ্ভুপতিনিভ বৃষভপিনদ্ধৈ
র্মণিগণ ঘটন সমেধিত পরমৈঃ।
দ্রুমগমনানুগুণ কণিতাঘৈ
লঘুঘণ্টানিকরৈশ্চ মনোজ্ঞাম্। ৩৮।
চিন্তামণিস্তম্ভ বিনির্ম্মিতেন
পরার্দ্ধ্যরত্নৈঃ খচিতাং চিরেণ।
বিরাজিতাং কল্পলতাকুলেন
ধরাধরাধীশ সুতা গৃহেন। ৩৯।

কোকিলগণের কলরবে তরলিত পত্র, পরিণত ও রুচির ফল নিকরে আনত এবং শুক প্রভৃতি পক্ষি সমূহে পরিপূর্ণ শাখা নিচয় অশ্ববন নিকরে কাশীর রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্র বর্ণ বৃষভ সমূহের গলে নিবদ্ধ ঘণ্টা নিচয়ের মধুর শব্দে কাশীর অভ্যন্তর ধ্বনিত হইতেছে। চিন্তামণি স্তম্ভ সমূহে নির্ম্মিত, বহু মূল্য মণি সমূহের দ্বারা খচিত, ভগবতীর গৃহের দ্বারা কাশীর অতি রমণীয় শোভা হইয়াছে। ভৈরবগণ ভীষণ রবে, চতুর্দ্দিকে পাপ সমূহকে বিনষ্ট করিতেছে, গিরিজার সহিত মহেশ্বর সতত তথায় বাস করিতেছেন, পাপিগণের তথায় প্রবেশ করিবারও

ভীষণ ভৈরবরব হত পাপাং
দুরিত সমাকুল মনুজ দুরাপাম্।
গিরিজা সহিত সুধাকর সুন্দর
শেখর শঙ্কর নিয়মিত বাসাম্ ॥ ৪০ ॥
সুরনর কিন্নর মুনিজন
সেবিত দণ্ডকর ক্ষত বিঘ্নাম্ ॥ ৪১ ॥
কাশী মেবম্বিধাং দৃষ্ট্বা বলির্মাণ্ডব্য এবচ।
নমস্কৃত্বা বিবিশতুঃ পুরীং বারাণসীং পরাম্ ॥ ৪২ ॥
কৃত্বা স্নানানি তীর্থেষু পূজ্য লিঙ্গানি নিত্যশঃ।
মৌনস্য মুখ্যস্য কুটী মুভৌ জগ্মতু রাদৃতৌ ॥ ৪৩ ॥
মৌনোবলিস্তু বিধিবদাতিথ্যেন সমর্চ্চয়ৎ।
মাণ্ডব্যশ্চ বলিশ্চৈব ববন্দাতে মুদাযুতৌ ॥ ৪৪ ॥
মৌনস্তু কুশলং পৃষ্ট্বা যজ্ঞসিদ্ধিঞ্চ মঞ্জুবাক্।

অধিকার নাই। সুরনর ও কিন্নরগণ ও মুনিজন কর্ত্তৃক নিষেবিত স্বয়ং দণ্ডপাণি বিঘ্ন সমূহকে নিবারণ করিতেছেন। মাণ্ডব্য ও বলি দূর হইতে এতাদৃশ কাশীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত বারাণসী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২—৪১ ॥ অনন্তর উভয়েই যথা বিধি স্নান করত শিবলিঙ্গ সমূহকে দর্শন করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মৌনের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহর্ষে সেই মুনিবরের পদ বন্দনা করিলেন। মৌনও বলিকে পাইয়া যথোচিত সমাদর করত মধুরবাক্যে তাঁহার কুশল ও যজ্ঞ সিদ্ধি জিজ্ঞাসা করিয়া বহুতর ধর্ম্মোপদেশ করিলেন। তখন

সধর্ম্মান্ কথয়চ্ছ্রোতান্ বলিং দৈত্যেশ্বরং প্রতি ॥৪৫॥
উচিতং সময়ং জ্ঞাত্বা মৌনং বলিরথাব্রবীৎ।

বলিরুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্ম বিদ্যা বিশারদ।
কিংফলাকাঙ্ক্ষয়া কাশী সেব্যতে ভবতা মুনে ॥ ৪৬ ॥
তদেতৎ সকলং ব্রূহি শ্রোতুং যোগ্যা বয়ং যদি।

মৌন উবাচ।

দৈত্যেশ্বর ময়া কাশী সেব্যতে মুক্তি কাময়া।
কোহি কাশীং সুমন্দাত্মা স্বর্গার্থং বিনিষেবতে ॥ ৪৭ ॥
অত্র বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং মুক্তি সাধনম্।
যস্য কস্যাপি কর্ণাগ্রে ধর্ম্মাপেক্ষো হ্যুপদিশতি ॥ ৪৮ ॥

বলি অবসর বুঝিয়া মৌনকে বলিতে লাগিলেন ৪২ – ৪৫

বলি কহিলেন, হে ব্রহ্ম-বিদ্যাবিশারদ! আপনি কোন্ ফলের আকাঙ্ক্ষায় কাশীর সেবা করিতেছেন? যদি আমাদের শুনিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন ॥ ৪৬ – ৪৭ ॥

মৌন কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! আমি মুক্তির অভিলাষে কাশীর সেবা করিতেছি। স্বর্গের জন্য কে কবে কাশীর সেবা করিয়া থাকে? এই ক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ধর্ম্মমাত্র দর্শন করত সকলেরই কর্ণে মোক্ষ-সাধন তারক-মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। পাপিগণের পক্ষে এই ক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্লভ। এস্থানে ভগবান্ মহেশ্বর নিরন্তরই অবস্থান করিতেছেন। স্বধর্ম্মনিরত জীবগণ

সুদুর্লভমিদং ক্ষেত্রং পূর্ব্ব পাপাকুলাত্মনাম্ ।
অধিষ্ঠিতং ভগবতা শঙ্করেণ নিরন্তরম্ ॥ ৪৯ ॥
স্বধর্ম্ম নিষ্ঠস্য জনস্য সম্ভবেৎ
কথঞ্চিদন্যত্র মৃতস্য দেবতা ।
কাশ্যাং মৃতস্যাধম যোনি জন্মনঃ
পুনর্ভবো নাস্তি বলে কদাচিৎ ॥ ৫০ ॥
অত্রেন্দু চূড় নগরে স্থাতব্য মবিশঙ্কয়া ।
নহি শঙ্কাকুলঃ ক্বাপি প্রাপ্নোতি পদমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥
নির্ব্বাণ হেতোরন্যত্র বিধানেপি মহামতে ।
মৃত্যুঃ সংশয়িতা তেন জন্মনা শোক রূপিণা ॥ ৫২ ॥
তাদৃশস্যাত্র দৈত্যেশ শরীরত্যাগ মাত্রতঃ ।

স্থানান্তরে মৃত হইয়া অনেক কষ্টে দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মৃত অধম জীবকেও আর কথন জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। „বিশ্বনাথের এই নগরীতে নিঃশঙ্কচিত্তেই বাস করা উচিত, কারণ শঙ্কাকুলিত ব্যক্তি কুত্রাপিও শ্রেয়ঃপদ লাভ করিতে পারে না ॥ ৪৮—৫২ ॥ হে মহামতে! নির্ব্বাণক্ষেত্র এই কাশী ভিন্ন স্থানান্তরে মৃত ব্যক্তি পুনরায় শোকময় জীবন পরিগ্রহ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে মরণ মাত্রেই জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। হে দৈত্যেশ! জীবগণ এই দেহকে গতপ্রায় জানিয়াও কেবল দুরাশায় আপনাকে সংসার সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ বিশেষ রূপে বিদিতও হইয়া

অপবর্গো ভবত্যেব তদন্তস্য বিলম্বতঃ ॥ ৫৩ ॥
দানবেন্দ্র শরীরেঽস্মিন্ গত প্রায়ে দুরাশয়া ।
মজ্জয়ন্তি নিজাত্মানং সংসারে শোক সাগরে ॥ ৫৪ ॥
জানন্তোঽপি বিশেষেণ মূঢ়াঃ পণ্ডিত মানিনঃ ।
ন স্বার্থেষু সমীহন্তেঽনর্থং স্বার্থং ন জানতে ॥ ৫৫ ॥
অতোঽবশ্যে হিতায়ৈব স্বাত্মনো যততাং নৃণাম্ ।
সেব্যানি নানা তীর্থানি মুক্তি ক্ষেত্রাণি যানিচ ॥ ৫৬ ॥
অতোঽহমেয়ং নগরী শঙ্করস্য পরাত্মনঃ ।
সেব্যতে শ্রদ্ধয়ানেন মুক্তি মাত্র পরীপ্সয়া ॥ ৫৭ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

ইত্থং সুবদনোক্তেন মৌনেন মুনিনা বলিঃ ।
চকার কাশী বাসায় মতিং মুক্তি মতাং বরঃ ॥ ৫৮ ॥
মৌনস্তু তং তথা জ্ঞাত্বা বভাষে দানবেশ্বরম্ ॥ ৫৯ ॥

নিজের যথার্থ প্রয়োজন সিদ্ধির কোন উপায় করে না, কি তাহাদের স্বার্থ, কি বা অনর্থ তাহা তাহারা কিছুই জানে না। অতএব হে দৈত্যরাজ! নিজ হিতের জন্য মানবগণের নিয়তই মুক্তিপ্রদ তীর্থনিচয়ের সেবা করা উচিত ॥ ৫৩—৫৭ ॥ এই জন্য আমি কেবল মাত্র মুক্তির আশায় শ্রদ্ধা সহকারে শঙ্করের এই নগরীর সেবা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে সুবদন! মুনিবর মৌনের এই সমস্ত কথা শুনিয়া মতিমান্ বলিরাজা কাশীতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন দেখিয়া, মুনিবর মৌন

মৌন উবাচ।

যৎত্বমিচ্ছসি বিশ্বেশ ক্ষেত্রে স্থাতুং নিরন্তরম্।
তৎ সমাকর্ণ্য মদ্বাক্যে কুরুস্থিতি মরিন্দম ॥ ৬০ ॥
রাগদ্বেষ বিলিপ্তানাং কাম ক্রোধাকুলাত্মনাম্।
পাপেষ্বভিরতানাঞ্চ মদমাৎসর্য্য শালিনাম্ ॥ ৬১ ॥
প্রায়ঃ পাপ সমারম্ভা দৃশ্যন্তে হ্যত্র ভূরিশঃ।
তথা বিধানাং ক্ষেত্রেস্মিন্ নিবাসঃ কলুষাবহঃ ॥ ৬২ ॥
অত্রত্য পাপভোগস্তু দারুণো দানবেশ্বর।
এতৎ কৃতাঘ সঙ্ঘাতাদ্ ঘোরাং ভুক্ত্বাতু যাতনাম্ ॥৬৩॥
পৈশাচ্যং সমবাপ্নোতি বর্ষাণা মযুত ত্রয়ম্।
বারাণস্যাং নিবসতি রপবর্গ ফল প্রদা ॥ ৬৪ ॥
স্থিরাণাঞ্চ পবিত্রাণাং কল্পতে সম্বরং বলে ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মৌন কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! আপনি কাশীতে নিরন্তর বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই জন্য আমি যাহা বলিতেছি; তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করুন। যাহাদের চিত্ত, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্যে পরিলিপ্ত, এবং যাহারা সতত পাপ কর্ম্মেই নিরত, তাহাদের এই ক্ষেত্রে বাস কেবল কষ্টের জন্য ॥ ৬০—৬২ ॥ হে দানবেন্দ্র! এই স্থানে পাপে অতি দারুণ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে পাপ করিলে ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগের পর ত্রিশ সহস্র বৎসর পিশাচ হইয়া থাকিতে হয়। এই বারাণসী স্থান মাত্র পবিত্রচিত্ত

সনৎকুমার উবাচ।

বসিং স্থবর্দ্দনাত্যন্তং দুষ্করং শাঙ্করে পুরে ॥ ৬৬ ॥
মত্বা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বদেশং পুনরাব্রজেৎ।
অতস্ত্বয়া মহারাজ ক্রতুমানেন শোভিনা ॥ ৬৭ ॥
ইন্দ্র সাম্যং ন কামাংহি বারাণস্যাং কৃতেনচ।
সমর্পয় মহাবাহো মহাদেবায় বেধসে ॥ ৬৮ ॥
ততো মনঃ শুদ্ধিমাপ্য গন্তাসি পরমং পদম্।

ভৃগুরুবাচ।

ইত্থং সনৎ কুমারেণ বিজাঃ স্থবদনো নৃপঃ।
অনুশিষ্ট স্তথা চক্রে তত্র মোক্ষঞ্চ লব্ধবান্ ॥ ৬৯ ॥

ব্যক্তিগণের পক্ষেই নির্ব্বাণ-দায়িনী হইয়া থাকেন। ৬৩—৬৫ ॥

সনৎকুমার কহিলেন, হে স্থবদন! মহেশ্বরের এই পুরীতে বাস করা নিতান্তই কঠিন ইহা বিবেচনা করিয়াই লোকে এই ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি যে, তুমি বারাণসীতে অনুষ্ঠিত এই সুন্দর যজ্ঞফলে ইন্দ্রের সমতা কামনা না করিয়া, সমুদয় ফলই ভগবান্ মহাদেবকে অর্পণ কর; তাহাতেই মনঃশুদ্ধি লাভ করত পরম পদ লাভ করিতে পারিবে ॥৬৬—৬৯॥

ভৃগু কহিলেন, হে দ্বিজগণ! সনৎকুমার কর্তৃক এই রূপে আদিষ্ট হইয়া নৃপতি স্থবদন, তাঁহার কথানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সেই ক্ষেত্রে মোক্ষ

অত্রৈবোদাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বারাণসী গুণাখ্যানং কিল্বিষাপহরং পরম্ ॥ ৭০ ॥
দিবোদাসোহভবৎ পূর্ব্বং সর্ব্বভূপাল ভূষণঃ ।
সত্যবান্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৭১ ॥
তস্যৈবং ধর্ম্মনিষ্ঠস্য ব্যতীয়ুর্বহুলাঃ সমাঃ ।
ন বভূব সুতো বিপ্রাঃ কাশ্যাং বংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৭২ ॥
মহিষী তস্য তারাখ্যা সুতলাভায় দেবতাঃ ।
ধারয়ামাস বিধিবদ্ ব্রাহ্মণানপ্য তর্পয়ৎ ॥ ৭৩ ॥
উপশম্ভুপুরং শম্ভোর্গণঃ শীঘ্রফল প্রদঃ ।
নিকুম্ভ ইতি বিখ্যাতঃ কুমার সমবীর্য্যবান্ ॥ ৭৪ ॥
তদা সুতবিহীনা যে তে নিকুম্ভস্য সেবয়া ।
অবা পুরীপ্সিতান্ পুত্রানচিরেণ তপোধনা ॥ ৭৫ ॥

লাভ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে আরও একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহাও শ্রবণ করুন। পুরাকালে যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যশীল দিবোদাস নামে একজন নৃপতি ধর্ম্মমার্গে প্রজাপালন করত নৃপতি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীতে বাস করিতেন, বহুকাল অতীত হইলেও তাঁহার কোন পুত্র হইল না দেখিয়া তাঁহার মহিষী তারা, পুত্র লাভের আশায় বহুতর দেবসেবা করিলেন এবং ব্রাহ্মণকেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। সেই কাশীক্ষেত্রে নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত মহেশ্বরের একটী গণ আছেন, সন্তানহীন ব্যক্তিগণ তাঁহার সেবা করিয়া অচি-

তারা জগাম কথিতং দিবোদাসং জনেশ্বরম্ ।
বিজ্ঞায় তন্নিকুম্ভস্য সামর্থ্যং পুত্রলাভতঃ ॥ ৭৬ ॥

তারোবাচ ।

রাজ্ঞং স্তব প্রীতিকরঃ সুতো নাস্তি জনাধিপ ।
অতস্তদর্থং কর্ত্তব্যং কিঞ্চিদ্ যেন সুতো ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
বিনা পুত্রেণ ভূপাল পরলোকো ন শোভনঃ ।
উচ্ছিন্ন সন্ততে রাজন্ পিতরোঽধঃ পতন্তি চ ॥ ৭৮ ॥
ভবানেব বিজানাতি ধর্ম্মতত্ত্বং বিশেষতঃ ॥ ৭৯ ॥

দিবোদাস উবাচ ।

কিং বিধেয়ং ময়া ভদ্রে নিরপত্যেন সম্প্রতি ।
পুরা নানাবিধোপায়া স্তদর্থং সমনুষ্ঠিতাঃ ॥ ৮০ ॥

যেই অভীষ্ট পুত্র লাভ করিয়া থাকে, এই বিষয় জানিতে পারিয়া তারা একদিন দিবোদাসকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৯—৭৬ ॥

তারা কহিলেন, হে জননাথ ! আপনার কোন পুত্র নাই, সুতরাং যাহাতে পুত্রলাভ হয় তাহার কোন উপায় করা উচিত, কারণ পুত্র ব্যতিরেকে পরলোকে সদ্গতি লাভ হয় না এবং পুত্রহীন ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষগণ নরকে পতিত হইয়া থাকেন। আপনি ত ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষ রূপেই অবগত আছেন ॥ ৭৭—৭৯ ॥

দিবোদাস কহিলেন, হে ভদ্রে ! পুত্রোৎপত্তির জন্য আমার কি করা কর্ত্তব্য ? আমি ত পুত্রের জন্য বহুতরই উপায় অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু সে সমস্ত উপায়ই

দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষন্তু নিরর্থকম্ ।
কৃতোপায়োপি যদহং তদ্ধি পুত্রং ন লব্ধবান্ ॥ ৮১ ॥

তারোবাচ ।

রাজন্ সত্যং ত্বমীথিত্থং পৌরুষন্তু নিরর্থকম্ ।
তথাপি ফলং কুর্ব্বন্তি দেবা অপি নিরন্তরম্ ॥ ৮২ ॥
দৈবং পুরুষ কারেণ প্রসাদয়িতু মর্হসি ।
আস্তে নিকুম্ভ নামাত্র দেবোগবৃতি দূরতঃ ॥ ৮৩ ॥
ধর্ম্মক্ষেত্রোপধানেন নানা গণ সমাবৃতঃ ।
সতু সন্তান হীনেভ্যঃ সন্তানং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৮৪ ॥
তং পূজার্থং মহারাজ ত্বমাজ্ঞপ্তাস্তুবাস্বরম্ ।
গন্তুমিচ্ছামি বিধিবৎ পুরোহিত পুরঃসরা ॥ ৮৫ ॥

নিরর্থক হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে, পুরুষকার নিরর্থক, এক মাত্র দৈবই প্রবল, নতুবা এত উপায় করিয়াও আমি কেন পুত্র লাভ করিতে পারিলাম না ॥ ৮০—৮১ ॥

তারা কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনি সত্যই বলিতেছেন, পুরুষকার নিরর্থকই বটে, তথাপি পৌরুষ সহকারেই দেবগণ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই পুরুষকার বলেই আপনি দৈবকে প্রসন্ন করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেরই দুই ক্রোশ দূরে গণসমূহ পরিবেষ্টিত নিকুম্ভ নামক শিব-পার্ষদ অবস্থিত আছেন, তিনি নিঃসন্তান ব্যক্তিগণকে সন্তান প্রদান করিয়া থাকেন। আপনি অনুমতি করিলে আমি প্রত্যহ

রাজোবাচ।

কান্তে যদি নিকুম্ভাখ্যঃ সন্তান ফল সাধকঃ।
গম্যতামম্বহং তত্র রাজ্য যোগ্য সুতেচ্ছয়া ॥ ৮৬ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ইত্থং তেন সমাদিষ্টা তারা তারেশ্বরাননা।
পুরোহিতং পুরস্কৃত্য নিকুম্ভং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮৭ ॥
একং সম্বৎসরং যাবেদানর্চ্চ সুতকাম্যয়া।
ন সিদ্ধিলক্ষণং কিঞ্চিদপশ্যদ্রাজ সুন্দরী ॥ ৮৮ ॥
অথ রাজা ব্রবীৎ কালে তারাং নীরজ লোচনাম্।
সন্তান কামঃ সম্ভাষ্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ৮৯ ॥

পুরোহিত সমভিব্যাহারে তাঁহার পূজা করিতে যাইতে পারি ॥ ৮২—৮৫ ॥

রাজা কহিলেন, হে কান্তে! সেই নিকুম্ভ যদি পুত্র প্রদাতা হন, তবে তুমি রাজ্যের উপযুক্ত পুত্র কামনায় তথায় অবশ্যই গমন করিতে পার ॥ ৮৬ ॥

ভৃগু কহিলেন, পূর্ণচন্দ্রাননা তারা পতির এই রূপ আজ্ঞা পাইয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে প্রত্যহই নিকুম্ভের পূজা করিতে লাগিলেন, এই রূপে এক বৎসর কাল তাঁহার পূজা করিয়াও মনোরথ সিদ্ধির কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর একদিবস রাজা প্রসন্ন চিত্তে পত্নীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮৭—৮৯ ॥

দিবোদাস কহিলেন, হে কমলপত্রাক্ষি! প্রিয়তমে

দিবোদাস উবাচ।

তারে কমল পত্রাক্ষি পূজায়ৈ প্রতিবাসরম্।
নিকুম্ভস্য ব্রজসি তৎসিদ্ধঃ কিন্তে মনোরথঃ॥ ৯০॥

তারোবাচ।

সম্বৎসরস্তু সম্পূর্ণো নিকুম্ভাভ্যর্চ্চয়াগতঃ।
তথাপি রাজন্ সংসিদ্ধের্নচিহ্নমপিলক্ষয়ে॥ ৯১॥
অন্যেষান্তু নিকুম্ভোঽসৌ ষড়্‌ভির্মাসৈর্মনোরথম্।
পূরয়ত্যেব নিয়মাৎ তৎকিং দৈবং ততঃ পরম্॥ ৯২॥

ভৃগুরুবাচ।

ইতি তারা বচঃ শ্রুত্বা দিবোদাসো মহীপতিঃ।
জানন্নপি জগত্তত্ত্বং চুকোপ ভৃশ দুঃখিতঃ॥ ৯৩॥

তারে! তুমি প্রত্যহই নিকুম্ভের পূজা করিতে যাই-তেছ, তোমার কি মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে?॥ ৯০॥

তারা কহিলেন, হে রাজন্! নিকুম্ভের সেবায় সম্বৎসর অতীত হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধির কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না। এই নিকুম্ভ ছয় মাসের মধ্যেই অন্যান্য ব্যক্তিগণের মনোরথ পূর্ণ করেন, কিন্তু কি জানি আমার কি অদৃষ্ট?॥ ৯১—৯২॥

ভৃগু কহিলেন, মহীপতি দিবোদাস জগতের তত্ত্ব অবগত থাকিয়াও পত্নীর এই বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অনুচর বর্গকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা সত্বরে যাইয়া সেই গর্ব্বিত নিকুম্ভের আলয় ভগ্ন কর। নৃপতির

উবাচ চানুগান্ কোপাদ্ বিবৃত্তারুণ লোচনঃ ।
নিকুম্ভস্যালয়ং গত্বা তূর্ণং শকলশো ক্রুতম্ । ৯৪ ।
অবলিপ্তস্য পাপস্য ভটাস্যা বিনশ্যতাম্ ।
ইত্যাজ্ঞপ্তা স্তদা তেন রাজ্ঞা রাজানুযায়িনঃ । ৯৫ ।
নিকুম্ভ ভবনং তূর্ণং রভস্থূর্ণলতঃ ক্ষণম্ ।
নিকুম্ভোঽথ ভৃশং ক্রুদ্ধঃ স্বপ্নে প্রোবাচ তং নৃপম্ ।৯৬।
রাজাপসদ দুর্বুদ্ধে ভাগ্যহীন মদালয়ম্ ।
ভঙ্ক্ত্বা প্রীতোঽসি তস্মাত্বং কান্দিশীকো ভবিষ্যসি ৯৭
ইদঞ্চ ভগবং ক্ষেত্রং বিদূষয়সি দুর্মতে ।
তস্মাদেবং ভবেচ্ছূন্যং নিঃ কিল্বিষমসন্ততম্ । ৯৮ ।
জনস্তু ক্ষিতি ধর্মজ্ঞ সহস্র পরিবৎসরান্ ।
অস্মিন্ বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে কোপাকুলিত চেতসাম্ ।
ত্বদ্বিধানাং ন যোগ্যোঽস্তি বাসস্ত্যক্ত ততঃ পুরীম্ । ৯৯ ।

এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া, রাজানুচরগণ তথায় যাইয়া ক্ষণমধ্যেই নিকুম্ভের ভবন মূল হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তাহাতে নিকুম্ভ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বপ্নে সেই নৃপতিকে আদেশ করিলেন যে, হে দুর্বুদ্ধে রাজাধম! তুমি আমার আলয় ভগ্ন করিয়া প্রীত হইয়াছ, তজ্জন্য তোমার এখানে স্থান হইবে না। হে দুর্মতে! তুমি ভগবানের এই পবিত্র ক্ষেত্র দূষিত করিতেছ, এই জন্য সহস্রবৎসর তুমি জনশূন্য অন্ধকারময় পাপক্ষেত্রে বিচরণ করিবে। বিশ্বেশ্বরের এই ক্ষেত্রে তোমার ন্যায় ক্রোধাক্রান্ত ব্যক্তির বাস উপযুক্ত নয়,

ইত্যুক্ত্বা স নিকুম্ভস্তু স্বস্থানে তস্থিবান্ পুনঃ।
রাজা জাগরিতো দুঃখী বভূব স্বপ্ন দর্শনাৎ ॥ ১০০ ॥
অথ প্রাতস্তান্ কৃত্বা হৈহেয়াশ্চ সহস্রশঃ।
আগত্য রুরুধুঃ কাশীং দিবোদাসং জিঘাংসবঃ ॥ ১০১ ॥
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দিবোদাসস্য তৈঃ সহ ॥ ১০২ ॥
শোণিতো দকগম্ভীর মাংস শোণিত কর্দমম্।
অথ ক্ষীণবলস্তত্র দিবোদাসো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৩ ॥
পূর্ব্বাং দিশং জগামাশু বিহায় সমরাঙ্গণম্।
হৈহেয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ নগরীং নিগৃহ্যাং ক্ষণাৎ ॥ ১০৪ ॥
চক্রুঃ কাশীজনাঃ সর্ব্বে গতা ভীতা দিশোদশ।

অতএব তুমি সত্বর এই পুরী পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া নিকুম্ভ পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হইলেন। রাজা জাগরিত হইয়া, যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইতেই হৈহয় প্রভৃতি সহস্র সহস্র গণসমূহ আসিয়া দিবোদাসকে বিনাশ করিবার জন্য কাশীক্ষেত্র অবরোধ করিল। অনন্তর তাহাদের সহিত দিবোদাস নৃপতির ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অবশেষে দিবোদাস ক্ষীণবল হইয়া সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করত পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তখন সেই গণসমূহ কাশীর গৃহ নিচয় ভগ্ন করিতে লাগিল, তাহাতে কাশীবাসিগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। এইরূপে সমস্ত নগরী বিকৃত করিয়া সিংহবিনাদী সেই গণনিচয়

বিদ্রাব্যতেপি দেশং খং যযুঃ সিংহ বিনাদিনঃ ॥ ১০৫ ॥
গতেষু তেষু রাজেন্দ্র দিবোদাসোতি দুঃখিতঃ।
জগামাবেদিতুং দুঃখং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি ॥ ১০৬ ॥
ভরদ্বাজস্তু তং দৃষ্ট্বা শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপৃচ্ছৎ কুশলং রাজ্যে কোশে সৈন্যে প্রজাসুচ ॥ ১০৭ ॥
সতু তং দণ্ডবন্নত্বা অশ্রুক্লিন্ন মুখাম্বুজঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং নিকুম্ভবধনাদিকম্ ॥ ১০৮ ॥
তদাকর্ণ্য ভরদ্বাজঃ কিঞ্চিদ্দীনমনাইব।
দিবোদাসং জগাদৈবং বচোভিঃ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ১০৯ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

রাজন্ দুঃখং মা কুরুষ্ব ত্বংহি বিদ্বান্
রাজ্যভ্রংশাদুঃখিতং তৎ সহস্ব।

আকাশ মার্গে প্রস্থান করিল ॥ ৯৩—১০৫ ॥ গণ নিচয় প্রস্থান করিলে পরে দিবোদাস অতিশয় দুঃখিত চিত্তে নিজ বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসকে শোকাচ্ছন্ন দেখিয়া তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, দিবোদাস তখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অশ্রুক্লিন্ন মুখে নিকুম্ভ কর্ত্তৃক নিজের সেই সমুদয় দুর্দ্দশা ব্যক্ত করিলেন। তৎশ্রবণে ভরদ্বাজ কিছু দুঃখিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে দিবোদাসকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৪—১০৯ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি জ্ঞানী ব্যক্তি,

ভবাদৃশা শ্চেন্ন সহন্তেতু শোকং
তদা প্রজানাং জায়তে নাশ এব ॥ ১১০ ॥
সুখাভাবে দুঃখরূপে ভবেস্মিন্
বিবর্ত্তমানস্য সুখং ন বর্ত্ততে।
অতো দুঃখং সুখবুদ্ধ্যানু ভাব্যং
দৈবং শ্রেষ্ঠং জানতা ভূমিপাল ॥ ১১১ ॥
স্বীয়াপরাধাদ্বাসনং যদাপ্তং
নতত্র দুঃখং কর্ত্তুমর্হ স্যবশ্যম্।
গণং শম্ভো স্তং পরিভূয় রাজন্
নিকুম্ভং তং সুখমিচ্ছেঃ কথং নু ॥ ১১২ ॥

রাজ্য ভ্রংশ নিবন্ধন এই সমস্ত দুঃখে দুঃখিত না হইয়া উহা সহ্য কর। তোমার ন্যায় ব্যক্তি যদি শোক সহ্য না করে, তবে ত প্রজা গণ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই সংসারের সুখের অভাব রূপ দুঃখ মধ্যে যাহারা নিপতিত, তাহাদের ত সুখই নাই, অতএব হে ভূপাল! যে ব্যক্তি দৈবকেই সকলের মূল বলিয়া জানে, তাহার দুঃখকেও সুখরূপে অনুভব করা উচিত ॥ ১১০—১১১ ॥ নিজের অপরাধ বশতই যে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ, অবশ্য তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। তুমি মহেশ্বরের নিকুম্ভ নামক সেই গণের অপমান করিয়া কি প্রকারে সুখী হইবার ইচ্ছা করিতেছ? মহেশ্বরের রাজধানীতে গণ সমূহই স্বভাবতঃ পূজ্য, তাহাদের পূজা না করিলে, তাঁহারা বহুতর বিঘ্ন করিয়া

স্বভাবতঃ শঙ্কর রাজ ধাম্নঃ
শম্ভোর্গণা এব নিষেবণীয়াঃ।
অপূজিতাস্তে বিতরন্তি বিঘ্নং
ত্বংচ স্বদর্পাদ্ ভবনং তদীয়ম্ ॥ ১১৩॥

নিপাত্য শর্ম্মিকপদ্রবঃ
শিবক্ষেত্রে কাময়সে নরেন্দ্র।
ব্রহ্মাদীনামপিযজ্জন্মভাজাং
দুষ্প্রাপেয়ং কাশিকা রাজসিংহ ॥ ১১৪॥

তস্যাং প্রতীমঃ কোপি জন্তুঃ স্বধর্ম্মা
তৎকালাদ্ধি প্রাপ্নুয়াদ্ ব্রহ্মভাবম্।
ব্রহ্মৈবৈতন্নির্গুণং নির্বিকারং
নিরন্তরং ক্ষেত্ররূপেণ নিত্যম্ ॥ ১১৫॥

থাকেন। তুমি স্বীয় দর্পে সেই গণের ভবন ভগ্ন করিয়াছ, তাহাতে কি রূপে কাশীতে নিরুপদ্রবে স্থিতির অভিলাষ করিতেছ? হে রাজ সিংহ! সেই কাশীক্ষেত্র যজ্ঞভাগী ব্রহ্মাদিগণের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য, আমাদের বিশ্বাস তথায় যে কেহ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই ক্ষণ মাত্রেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্মই সেই ক্ষেত্র রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, এবং সেই ক্ষেত্রের অধীশ্বর বলিয়া ভগবান্ ত্রিপুরারিও তথায় নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তিনিই নিজ অপরিসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য সেই ক্ষেত্র ও তীর্থের আকার ধারণ করিয়াছেন, তুমি মল মূত্র পরিপূরিত ও মহেশ্বর পরাঙ্মুখ

তিষ্ঠত্যেব ত্র্যম্বকোপ্যত্র নিত্যং
তদ্ভূপত্বাৎ সন্নিহিত এব আস্তে।
বিভূতিং স্বাং দর্শয়িষ্যন্ গরীয়ঃ
ক্ষেত্রাকারং প্রাপতীর্থাকৃতিঞ্চ ॥ ১১৬ ॥
তৎত্বং ক্ষেত্রং মুক্তবিট্ পূরিতেন
সৈন্যেন রুদ্রাজ্ঞ্যপরাঙ্মুখেন।
নিষেবিতুং বাঞ্ছসি ভূমিপাল
কথং ভবেৎ সুসমৃদ্ধং তবেতি ॥ ১১৭ ॥

ভৃগুরুবাচ।

ইতি তেন দ্বিজেন্দ্রেণ ভরদ্বাজেন বোধিতঃ।
জহৌ দুঃখং দিবোদাসঃ শ্রুত্বাকাশী মহিং নৃপঃ ॥ ১১৮॥
অথকাশ্যনুভাবজ্ঞ স্তদ্বাস কৃতনিশ্চয়ঃ।
অব্রবীত্তঃ ভরদ্বাজং বিনয়েন প্রসাদয়ন্ ॥ ১১৯ ॥

দিবোদাস উবাচ।

ভগবন্নমনুভাবোয়ং বারাণস্যা ময়া শ্রুতঃ।

সৈন্য নিচয়ে বেষ্টিত হইয়া মহেশ্বরের সেই পবিত্র ক্ষেত্র ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা কি রূপে চরিতার্থ হইবে? ॥ ১১২—১১৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এই রূপে প্রবোধিত হইয়া দিবোদাস শোক পরিত্যাগ করিলেন এবং কাশীর তত্ত্ব বিদিত হইয়া তথায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে বিনয় সহকারে ভরদ্বাজকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১৮—১১৯ ॥

তেন মে তত্র উষিতুং মনঃ প্রোৎসহতে মুনে ॥ ১২০ ॥
তৎত্বংবদ বিশেষেণ স্থিরস্থিতিকরং বিধিম্।

ভরদ্বাজ উবাচ।

রাজন্ নিকুম্ভ বচনং নান্যথা সম্ভবিষ্যতি।
সমাসহস্রাদূর্দ্ধন্তু স্বাতস্যং বিধিবং ত্বয়া ॥ ১২১ ॥
রাগদ্বেষ বিহীনেন শিব পূজারতেন চ।
যথোক্তদেবযাত্রাদি বিধান নিরতেন চ ॥ ১২২ ॥

দিবোদাস উবাচ।

কথং শিবার্চ্চনং কার্য্যং কথং তুষ্যতি শঙ্করঃ।
কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ স্ববিধাতুমহং যতে ॥ ১২৩ ॥

দিবোদাস কহিলেন, হে মুনে! আপনি বারাণসীর যে তত্ত্ব বলিলেন, আমি তাহা বিশেষ রূপে অনুভব করিয়াছি, সেই জন্য আমার সেই কাশীতেই বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যাহাতে তথায় স্থির ভাবে বাস করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বলুন ॥ ১২০—১২১ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে রাজন্! নিকুম্ভের বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না, সুতরাং সহস্র বৎসর পরে তুমি রাগদ্বেষ বিহীন ও শিব পূজায় নিরত এবং যথোক্ত দেব যাত্রা বিধিতে রত হইয়া তথায় যথাবিধি বাস করিও ১২২

দিবোদাস কহিলেন, কি প্রকারে শিব পূজা করিতে হয় এবং কিসেই বা মহেশ্বর পরিতুষ্ট হন, হে মুনি-শ্রেষ্ঠ। তাহা আমাকে বলুন, তাহা হইলে আমি

ভরদ্বাজ উবাচ।

অভিষিঞ্চেচ্ছিবং হৃৎস্থং সংযমেনৈব বারিণা।
দয়াচন্দনচূর্ণেন অর্চ্চয়েৎ সততং সুধীঃ॥ ১২৪॥
সত্য প্রসূনৈঃ সম্পূজ্য কাশীবাসেন ধূপয়েৎ।
জ্ঞাননীরাজনং দত্ত্বা আত্মানং বিনিবেদয়েৎ॥ ১২৫॥
ইত্থং সম্পূজিতঃ শম্ভুঃ প্রসীদতি ন সংশয়ঃ।
চিদানন্দময়ং স্থানং দদাতি চ নিরন্তরম্॥ ১২৬॥

দিবোদাস উবাচ।

করিষ্যেঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ শঙ্করস্য প্রপূজনম্।
শুভধ্যানেন ভবতঃ স্বস্যৈব হিত কাময়া॥ ১২৭॥

তজ্জন্য যত্ন করিতে পারি॥ ১২৩॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, সুধী ব্যক্তি সংযমরূপ বারিদ্বারা স্বীয় হৃদয়স্থিত শঙ্করের অভিষেক করিবেন, তৎপরে দয়ারূপ চন্দনে সম্পৃক্ত সত্য স্বরূপ কুসুম সমূহের দ্বারা পূজা করতঃ কাশীবাসরূপ ধূপ প্রদান করিবেন, তৎপরে জ্ঞানের দ্বারা নীরাজনা করিয়া আত্মাকে সমর্পণ করিবেন, এই রূপে পূজিত হইলে শঙ্কর নিঃসংশয়ই প্রসন্ন হন এবং পূজককে নিরন্তর চিদানন্দ ময় স্থান প্রদান করেন॥ ১২৪ – ১২৬॥

দিবোদাস কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার উপদেশানুসারে আমি নিজ হিতকামনায় শঙ্করের পূজন করিব। পরন্তু হৈহয় প্রভৃতি গণ সমূহ আমার যে অপকার করিয়াছে, তজ্জন্য আমার মন নিতান্তই দগ্ধ

পরন্তু তাল জঙ্ঘৈশ্চ হৈহয়ৈশ্চ বিশেষতঃ ।
কৃতৈর্বৈরাপকারেণ দহ্যতীব মনোমম ॥ ১২৮ ॥
তথাত্ত্ব কুরু বিপ্রেন্দ্র যথা মে রিপবো হখিলাঃ ।
মৎপুত্রেণৈব হন্যন্তে কুমারেণ বলীয়সা ॥ ১২৯ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ ।

অবশ্যং ভবতঃ কার্য্যং করিষ্যামি নৃপোত্তম ।
সম্ভারঃ ক্রিয়তামত্র পুত্রেষ্টিকরণায় হ ॥ ১৩০ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

এবমুক্তে সতি নৃপঃ পুত্রেষ্টি পরিসাধকম্ ।
সম্ভারং কল্পয়ামাস যথোক্তং তেনধীমতা ॥ ১৩১ ॥
ভরদ্বাজোপি পুত্রেষ্টিং বিদধে বিধিবৎ পুনঃ ।
ততোভবত্তস্য পুত্রঃ প্রতর্দ্দন ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৩২ ॥

হইতেছে। সুতরাং আপনি এমত উপায় বলুন যাহাতে আমার অতি বলীয়ান্ এক পুত্র হয় এবং তাহার দ্বারাই আমার সেই হৈহয় প্রভৃতি শত্রুগণ পরাভূত হয় ॥ ১২৮—১২৯ ॥

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে নৃপোত্তম ! আমি অবশ্যই তোমার কার্য্য করিব। এক্ষণে তুমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন কর ॥ ১৩০ ॥

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ এই কথা বলিলে দিবোদাস তাঁহার বাক্যানুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সমুদয় আয়োজন করিলেন, অনন্তর ভরদ্বাজ স্বয়ং বিধানানুসারে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই যজ্ঞ ফলে দিবো-

হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ তেন সর্ব্বে পরাজিতাঃ।
ইত্যেতদ্বোময়াখ্যাতং কাশী মাহাত্ম্য মুত্তমম্ ॥ ১৩৩ ॥
কিং ভূয়ঃ শ্রোতু কামাশ্চ বদামি তদসংশয়ম্ ॥ ১৩৪ ॥
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কাশীমাহাত্ম্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

দাসের প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র হয়, এবং তাহার দ্বারা সেই হৈহয় প্রভৃতি গণ সমূহ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। এই আমি আপনাদিগকে কাশীর মাহাত্ম্য বলিলাম, আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বলুন, আমি অবাধে তাহা বর্ণন করিতেছি ১৩১—১৩৪

ইতি পদ্ম পুরাণে কাশী মাহাত্ম্য চতুর্থ অধ্যায় ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

ভগবন্ সর্ব্বমেবোক্তং কাশী মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তয়াতত্র পরেণেহ তেন তৃপ্তাঃস্ম সাম্প্রতম্ ॥ ১ ॥
অতঃপরং কথয় নঃ প্রশ্নাস্তরমনুত্তরম্।
পশ্চাদ্বয়ং তত্রগত্বা সাধয়ামঃ স্বকংহিতম্ ॥ ২ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি কাশীর সমুদয় উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্যই বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাদের শেষ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। তৎপরে আমরা কাশীতে যাইয়া নিজ নিজ হিত চেষ্টা করি ॥ ১—২ ॥

ভৃগুরুবাচ।

যৎপৃষ্টোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কথং সেব্যেতি সা পুরী।
বদামি তদহং তত্ত্বং শ্রূয়তা মবধানতঃ ॥ ৩ ॥
বিহায় কামমর্থঞ্চ দম্ভং মাৎসর্য্যমেবচ।
ধর্ম্মমোক্ষৌ পুরস্কৃত্য নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্ ॥ ৪ ॥
প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখঃ শান্তিদান্তি সমন্বিতঃ।
শঙ্করধ্যান নিরতো নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্ ॥ ৫ ॥
অকুর্ব্বন্ কলুষং কর্ম্ম সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
পঞ্চাক্ষর পরোনিত্যং নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্ ॥ ৬ ॥
গৃহীচেদ্ধর্ম্মনিরতো বহির্ব্বৃত্তিত বিত্তভুক্।
ব্যবহারোপযোগ্যঞ্চ গৃহীত্বা বিমলং বসু ॥ ৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কি প্রকারে কাশীর সেবা করিতে হয়, আমি তাহারও উত্তর প্রদান করিতেছি, অবধান সহকারে শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ মানব, কাম, অর্থ, দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র ধর্ম্ম ও মোক্ষের উদ্দেশে মহেশ্বরের পুরীর সেবা করিবে। শম ও দম গুণ সমন্বিত এবং প্রতিগ্রহ হইতে বিমুখ হইয়া নিরন্তর শঙ্করের চিন্তায় নিরত থাকিয়া মহেশ্বরের পুরীতে বাস করিবে। কোন্ প্রকার পাপাচরণ না করিয়া, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে সমজ্ঞানে সতত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত কাশীতে বাস করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি স্থানান্তর হইতে অর্জ্জিত ধন ভোগ করত স্বধর্ম্ম নিরত হইয়া

প্রিয়াতিথিস্তীর্থপরো নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্ ।
স্বাধ্যায়াধ্যয়নে যুক্তো গুরুশুশ্রূষণে রতঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মচারী ধর্ম্মরতো নিষেবেত বিভোঃ পুরীম্ ॥ ৯ ॥
যৈঃ সেব্যেহ চ যৎপ্রোক্তং তদহং প্রব্রবীমি বঃ ।
স্বস্ব জাত্যনুসারেণ যো ধর্ম্মো যস্য কল্পিতঃ ॥ ১০ ॥
তত্তদ্ধর্ম্মরতৈরেব সেব্যা বারাণসী পুরী ।
অন্যৈঃ সংসেব্যমানা সা কীকটাদ্বাতিরিচ্যতে ॥ ১১ ॥
অতোধর্ম্ম পরৈরেব রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিতৈঃ ।
নির্ব্বাণমেব কাঙ্ক্ষদ্ভিঃ শঙ্করোপাস্তিতৎপরৈঃ ॥ ১২ ॥
শ্রয়ণীয়া মুনিশ্রেষ্ঠা স্তেষাং সাক্ষান্বিমুক্তিদা ।

ব্যবহারের উপযোগি বিশুদ্ধ ধন মাত্র গ্রহণ করত অতিথি সেবা ও তীর্থ নিরত হইয়া মহেশ্বরের পুরীতে বাস করিবে । বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ব্রহ্মচারী গুরুসেবারত ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের পুরীতে বাস করিবে । আর আপনারা যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; কাহারাই বা কাশীর সেবা করিবে, আমি তাহাও বলিতেছি ॥ ৪— ১১ ॥ স্বীয় স্বীয় জাত্যনুসারে যাহার যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই ধর্ম্মপর ব্যক্তিগণ কাশীর সেবা করিবে । অধার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া কাশী তৎপক্ষে কীকট দেশের তুল্যই থাকেন । এই জন্য, যাঁহারা ধর্ম্মপর, রাগদ্বেষ বিহীন ও শঙ্করোপাসক এবং মোক্ষ মাত্র যাঁহাদের অভিলষণীয়, তাঁহারাই সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী কাশীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । কারণ

দ্বৈপায়নোঽপি দেবেন শঙ্করেণ বিমোহমাঃ।
দ্বেষাকুলতয়া কাশ্যা বহিরেব পরাকৃতঃ ॥ ১৩ ॥

মুনয় উচুঃ।

দ্বৈপায়নেন কো দ্বেষঃ কৃতঃ কুত্র চ কর্হিচিৎ।
বদৈতৎ সকলং ব্রহ্মন্ নঃ সংশয়ঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

আস্তে সত্যবতীসূনুর্বাসুদেব কলাময়ঃ।
সত্তু শিষ্য বৃতঃ কাশীং জগাম মুনিসত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
সমাগত্য তত্র সদ্বস্তু মপশ্যত্তপসাং নিধিম্।
ধ্যায়ন্তং গিরিজানাথং শঙ্করং করুণাকরম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাসও দ্বেষ করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১২ । ১৩ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্যাস তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও কাহার উপর কি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন, কারণ এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংশয় আছে ॥ ১৪ ॥

সূত কহিলেন, বাসুদেবের অংশে প্রসূত সত্যবতী তনয় ব্যাস একদা শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া কাশীতে গমন করেন, তিনি তথায় যাইয়া তপোনিধি ও শঙ্কর ধ্যান নিরত-মহর্ষি সন্দর্ভকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারই আশ্রম সমীপে অবস্থান করত শিষ্যগণকে বেদাধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। সেই অধ্যয়ন শব্দকে কোলা-

তস্যাশ্রম সমীপে স স্থিতবান্ শিষ্য সম্বৃতঃ।
অধ্যাপয়ামাসচ তান্ শিষ্যান্ বেদার্থতত্ত্ববিৎ॥ ১৭॥
তচ্চ কোলাহলং মত্বা সম্বর্ত্তোধ্যানমত্যজৎ।
ত্যক্তধ্যান স্ততোঽপশ্যদ্ব্যাসং ব্যাখ্যান তৎপরম্॥ ১৮॥
জ্ঞানন্নপিচ সম্বর্ত্তঃ পৃষ্টবান্ কো ভবানিতি।
কুতঃ সমাগতঃ কাশ্যাং কিয়ান্ কালস্তবা ভবৎ॥ ১৯॥
এবং জিজ্ঞাসিতস্তস্য ব্যাসো নোত্তরমব্রবীৎ।
অথ জৈমিনিরত্যুচ্চৈ রুবাচ প্রহসন্নিব॥ ২০॥

জৈমিনি রুবাচ।

অহোচিত্রমিদং ব্রহ্মন্ যত্র সত্যবতী সুতম্।
বেদব্যাসং ন জানীষে বর্ত্তমানো জগৎত্রয়ে॥ ২১॥

হল বিবেচনা করিয়া, সম্বর্ত্ত ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন। এবং ব্যাখ্যান তৎপর ব্যাসকে দেখিতে পাইলেন। সম্বর্ত্ত ব্যাসকে জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি কে? এবং কোথা হইতে এবং কতদিনই বা কাশীতে আগমন করিয়াছেন? ব্যাস এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, অনন্তর জৈমিনি উচ্চহাস্য করত বলিতে লাগিলেন॥ ১৫—২০॥

জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি এই জগতে থাকিয়াও সত্যবতী নন্দন ব্যাসকে জানেন না, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সমস্ত বিদ্যার নিধি, এবং সত্যবাদী ভগবান্ দ্বৈপায়ন, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নৈমিষারণ্য হইতে প্রসঙ্গাধীন এই মাত্র কাশী-

অয়ং নারায়ণঃ সাক্ষাদ্‌ বিদ্যানিধিরনর্ঘ্যবাক্‌ ।
দ্বৈপায়নঃ শিষ্যযুক্তো নৈমিষারণ্যতোমুনে ॥ ২২ ॥
অধুনৈবাগতঃ কাশ্যাং প্রসন্নায়তু গৌরবাৎ ।
যত্রচায়ং মুনিস্তিষ্ঠেৎ তত্র তীর্থানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
ধর্ম্মব্যবস্থাপয়িতা স্বাধ্যায় প্রবিভাগকৃৎ ।

ভৃগুরুবাচ ।

ইতি জৈমিনিনা প্রোক্তং সমাকর্ণ্য মুনীশ্বরাঃ ।
সর্ব্বতঃ প্রহসন্‌ স্মক্তং বভাষে জৈমিনিং মুনিম্‌ ॥ ২৪ ॥
জৈমিনে ত্বং ন বাচোমি ক্রূরং কাশীগতেন যে ।
ব্রবীতু ভগবান্‌ ব্যাসো বচোধর্ম্ম সমন্বিতম্‌ ॥ ২৫ ॥
জানাম্যহং মহাভাগং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্‌ ।
তথাপি নাস্য যুক্তং হি ধর্ম্মবাধন চেষ্টিতম্‌ ॥ ২৬ ॥

তে আগমন করিয়াছেন, কাশীক্ষেত্রের বিশেষ মহিমা আছে বলিয়া এখানে আসেন নাই। কারণ যেখানেই এই মুনিবর অবস্থান করেন, সেই স্থানেই তীর্থ নিচয় বিরাজমান থাকেন এবং ইনিই আমাদিগের ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও বেদ সমূহের বিভাগ করিয়াছেন ॥২১—২৩॥

ভৃগু কহিলেন, জৈমিনির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর সর্ব্বত্র ঈষৎহাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন যে, হে জৈমিনে! আমি কাশীবাস করিতেছি, সুতরাং তোমার কোন কটু কথা বলিতেছি না ভগবান ব্যাস নিজেই ধর্ম্ম সংগত বাক্য বলুন, আমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে মহাত্মা বলিয়াই জানি, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা করা

অথ ব্যাসোব্রবীৎস্মিত্বা সম্বর্ত্তং প্রতি সাদরম্ ।
শ্রাবয়িষ্যন্ বিশেষেণ শিষ্যান্ কাশী কথাং পরাম্ ॥২৭

ব্যাস উবাচ ।

কিং ময়ানুষ্ঠিতং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মবাধন চেষ্টিতম্ ।
তৎত্বং কথয় সম্বর্ত্ত ধর্ম্মে মুহ্যতি পদ্মভূঃ ॥ ২৮ ॥

সম্বর্ত্ত উবাচ ।

দ্বৈপায়ন মুনিশ্রেষ্ঠ কাশীয়ং শাঙ্করী পুরী ।
তীর্থানা মুত্তমা তদ্বৎ ক্ষেত্রাণামপিচোত্তমা ॥ ২৯ ॥
অস্যাঃ সন্দর্শনং ব্যাস সর্ব্বপাতক ঘাতকম্ ।
অস্যাং নিবাসো নির্ব্বাণং সাধয়ত্যঞ্জসা মুনে ॥ ৩০ ॥
অনেক জন্ম সাহস্রৈর্যত্তপঃ ফল মর্জ্জ্যতে ।
ততোপ্যধিক মেবাত্র ত্রিরাত্রোপোষণাদ্ ভবেৎ । ৩১ ॥

ইঁহার উচিত হয় নাই। অনন্তর ব্যাস কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া শিষ্যগণকে কাশীর মহিমা শুনাইবার জন্য সাদরে সম্বর্ত্তকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥

ব্যাস কহিলেন, হে সম্বর্ত্ত ! আমি ধর্ম্মের কি প্রতিবন্ধকতা করিয়াছি তাহা বলুন, ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তদ্বিষয়ে ব্রহ্মারও সন্দেহ আছে ॥ ২৮ ॥

সম্বর্ত্ত কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন ! ইহা ভগবান্ শঙ্করের পুরী, সমস্ত তীর্থ ও ক্ষেত্র অপেক্ষা এই কাশীক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ। হে ব্যাস ! এই নগরীর দর্শন মাত্রেই সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়, আর এখানে বাস করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। বহুতর

অত্রক্ষেত্রান্তরে ব্যাস ম্রিয়মাণস্ত কর্ণযোঃ ॥ ৩২ ॥
তারকং কথয়ত্যেব ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রকাশিতম্ ।
কোটি জন্মসু যত্নেন নির্ব্বাণপ্রাপকৈঃ পরৈঃ ॥ ৩৩ ॥
অনুষ্ঠিতৈরপি মুনে নির্ব্বাণং লভ্যতে নবা ।
অত্রক্ষেত্রে ত্যজন্ প্রাণান্ প্রাপ্নোত্যেবপরাং গতিম্ ৩৪
এবম্ভূতং পরং ক্ষেত্রং প্রাপ্য শিষ্যগণৈঃ সহ ।
চক্র পুষ্করিণীতোয়ে জাহ্নবী জল সংযুতে ॥ ৩৫ ॥
স্নাত্বা নাভ্যর্চ্চিতঃ শম্ভুর্দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
দ্বৈপায়নেদং ভবতো ধর্ম্ম বাধন চেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥
তস্মাদ্গচ্ছ যথাবৎত্বং কুরুতীর্থবিধিং পরম্ ।

জন্ম তপস্যা করিয়া যে ফল লাভ হয়, এই ক্ষেত্রে ত্রিরাত্র উপবাস করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। হে ব্যাস! এই ক্ষেত্র মধ্যে ম্রিয়মাণ জীবের কর্ণে ভগবান্ তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। হে মুনে! জীবগণ যত্ন সহকারে কোটি জন্ম ব্যাপিয়া বহুতর উপায় অনুষ্ঠান করিয়াও মুক্তি লাভ করে কি না সন্দেহ, কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ২৯—৩৪ ॥ আপনি শিষ্যগণের সহিত এতাদৃশ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও জাহ্নবী জল সংযুক্ত চক্র পুষ্করিণী জলে স্নান করিয়া দেবদেব মহেশ্বরের অর্চ্চনা করেন নাই, হে দ্বৈপায়ন! ইহাই আপনার ধর্ম্ম বাধার চেষ্টা, অতএব আপনি এস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন এবং যথাবিধি তীর্থ যাত্রা করুন, আপনি ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ, সুতরাং

জানীষে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ততো নাহং বদামি তং ॥ ৩৭ ॥

ভৃগুরুবাচ।

সম্বর্ত্তে নৈব মুক্তস্তু ব্যাসঃ শিষ্যগণাবৃতঃ।
তীর্থাবগাহং বিধিবচ্চকার বিধিতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিশ্বেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য গৌরীং বিঘ্নবিনায়কম্।
নির্ব্বাণ মণ্ডপে তস্থৌ চিন্তাপী মভিবাদয়ন্ ॥ ৩৯ ॥
রুদ্র সূক্তানি সর্ব্বাণি জজাপ শ্রুতিপারগঃ।
এবং স্থিতস্য ব্যাসস্য সত্ত্বজিজ্ঞাসয়া প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥
বীভৎসং কুৎসিতং বেশং সমাস্থায় মহেশ্বরঃ।
অগচ্ছন্মুনিদৃষ্টেষু উপবেষ্টুঞ্চ বীত ভীঃ ॥ ৪১ ॥

আপনাকে আর ধর্ম্ম তত্ত্ব বলিলাম না ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ভৃগু কহিলেন, সম্বর্ত্ত এই কথা বলিলে ব্যাসদেব শিষ্যগণের সহিত চক্রতীর্থে বিধি পূর্ব্বক স্নান করিয়া বিশ্বনাথ, ভবানী ও বিঘ্ন বিনায়কের পূজা করত, জ্ঞান-বাপীকে অভিবাদন পূর্ব্বক মুক্তি মণ্ডপে বসিয়া রুদ্র সূক্ত সমূহ জপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্ মহেশ্বর ব্যাসের মানসিক তত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায়ে অতি কদাকার বেশ ধারণ করত সেই মুক্তি মণ্ডপে ব্যাসের নিকট বসিবার উপক্রম করিলেন। ব্যাস-শিষ্যগণ বহুতর নিষেধ করিলেও তিনি নির্ভীক চিত্তে ব্যাসের অতি নিকটস্থ হইলেন দেখিয়া ব্যাস দেববশে ক্রোধাকুল চিত্তে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেন, ইতি মধ্যে মহেশ্বর অন্তর্হিত হইয়া অকস্মাৎ

আভিসত্যবতী সূনুং নিরিক্ষ্যোপি যযৌ মুহুঃ।
অথ পারাশরো ব্যাসো বেদক্ষোভ সমাকুলঃ॥ ৪২॥
সংস্তুমেব মনশ্চক্রে ততঃ সোস্তবধীরত।
প্রাদুরাসীদ্ভুবাধর্ষঃ শঙ্করো লোক শঙ্করঃ॥ ৪৩॥
অকলঙ্ক শরৎপূর্ণশশাঙ্কাযুতসপ্রভঃ।
সোমসূর্য্যাগ্নিনয়নোঘশবাহুশশাঙ্কভৃৎ॥ ৪৪॥
গৌরীপরীরক্ততমুর্নানায়ুধ সমুজ্জ্বলঃ।
তংদৃষ্ট্বাতে মুনিগণা দ্বৈপায়ন পুরোগমাঃ॥ ৪৫॥
প্রণম্য বিধিবদ্দেব মস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ॥ ৪৬॥
অথোবাচ মহাদেবো ব্যাসং কুপান্বিব প্রভুঃ।
দ্বৈপায়ন বহির্যাহি নাত্রস্থেয়ং মনাগপি॥ ৪৭॥

শারদ পূর্ণ চন্দ্র নিচয় সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অনল তাঁহার নেত্র-ত্রয়ের শোভা বিস্তার করিল, ভাল দেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইল, গৌরী অনুপম দেশে তাঁহার বামাঙ্কে শোভিতা হইলেন, দশহস্তে দশ বিধ আয়ুধ চমকিতে লাগিল। ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহা দর্শন করিয়া বিধিবৎ প্রণতি পূর্ব্বক বহুতর স্তুতি আরম্ভ করিলেন। তখন মহাদেব যেন কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাসকে বলিতে লাগিলেন যে, হে দ্বৈপায়ন! তুমি শীঘ্র বহির্গত হও, ক্ষণকালও এখানে থাকিও না, হাপ দোষাক্ত চিত্ত ব্যক্তি গণের বাসের জন্য আমার এ পুরী নহে। হে মহামতে! আমি তোমাকে আমার পরম ভক্ত বলিয়া

রাগদ্বেষান্ধচিত্তানাং নিবাসায় ন মে পুরী ।
অবৈমি ত্বাং মহাবুদ্ধে মদেক শরণং মুনে ॥ ৪৮ ॥
অতোঽব্রবীমি মৎক্ষেত্রান্নাতি দূরে ব্যবস্থিতঃ ।
সমারাধয় নিষ্কামঃ সততং মৎপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥
ততো রাগাদিনির্ম্মুক্তো মৎপুরে স্থাস্যসি ধ্রুবম্ ।
এবমুক্তো ভগবতা ব্যাসোঽন্তেবাসিভিঃ সহ ॥ ৫০ ॥
পালয়ন্ শঙ্করস্যাজ্ঞাং বহিরেবাবতিষ্ঠতে ।
ইত্যেতদ্বো ময়া খ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫১ ॥
তস্মাদ্রাগাদি হীনৈঃ সা সেব্যা মুখ্যাধিকারিভিঃ ।
পরিমাণঞ্চ বক্ষ্যামি তন্নিবোধত সত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥
মধ্যমেশ্বর মারভ্য যাবদ্দেহলিবিঘ্নপম্ । ·

জানি, তজ্জন্য আদেশ করিতেছি যে, আমার এই ক্ষেত্রের নিকটেই অবস্থিত হইয়া তুমি নিষ্কাম চিত্তে আমার আরাধনা কর, তৎপরে রাগাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আমার এই ক্ষেত্রে বাস করিও ॥ ৩৮—৪৯ ॥ মহেশ্বরের এতাদৃশ আদেশ লাভ করত ব্যাস শিষ্যগণের সহিত ক্ষেত্রের বাহিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে মুনিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর দিলাম, এই জন্যই রাগাদি বিহীন মুখ্য অধিকারিগণেরই কাশীর সেবা করা উচিত। কাশীর পরিমাণও বলিতেছি শ্রবণ করুন, মধ্যমেশ্বর হইতে দেহলী বিনায়ক পর্য্যন্ত একটী সূত্র পাত করিবে, তৎপরে সেই সূত্রটী মণ্ডলাকারে সমস্ত দিকে

সূত্রং স্থাপ্য চতুর্দ্দিক্ষু ভ্রামযেন্মণ্ডলাকৃতিম্ ॥ ৫৩ ॥
তত্র যা আয়তে রেখা তন্মধ্যে ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
কাশীতি চ বিদুর্ব্বেদা যত্র মুক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৪ ॥
কাশ্যন্তঃ পরমং ক্ষেত্রং বিশেষ ফল সাধনম্ ।
বারাণসীতি সংখ্যাতং তন্মানং নিগদামি বঃ ।
দক্ষিণোত্তরয়োর্নদ্যোর্ব্বরণাস্যোশ্চ পূর্ব্বতঃ ॥ ৫৫ ॥
জাহ্নবী পশ্চিমে চাপি পাশ পাণির্বিনায়কঃ ।
অস্যা অন্তঃ স্থিতং দিব্যং বিশেষ ফলসাধনম্ ॥ ৫৬ ॥
অবিমুক্তমিতিখ্যাতং তন্মানঞ্চ ব্রবীমিবঃ ।
বিশ্বেশ্বরাচ্চতুর্দ্দিক্ষু ধনুঃশতযুগোন্মিতম্ ॥ ৫৭ ॥
অবিমুক্তাভিধং ক্ষেত্রং মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ।
গোকর্ণেশঃ পশ্চিমে পূর্ব্বতশ্চ
গঙ্গা মধ্য শ্চোত্তরে ভারভূতঃ ।

ঘুরাইবে, সেই সূত্র পাতের মধ্যে যত স্থান পড়িবে, তাহাকেই কাশী ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে, সেই স্থানেই মুক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কাশী ক্ষেত্রের মধ্যে আবার বিশেষ ফলপ্রদ যে স্থান আছে, তাহার নাম বারাণসী। তাহারও পরিমাণ আপনাদিগকে বলিতেছি। উত্তরে বরণা, দক্ষিণে অসি, পূর্ব্বে জাহ্নবী এবং পশ্চিমে পাশ পাণি গণেশ। এই বারাণসীর মধ্যে আবার অবিমুক্ত নামে যে দিব্য স্থান আছে, তাহারও পরিমাণ আপনাদিগকে বলিতেছি। বিশ্বেশ্বরের চারি দিকেই ধনুঃশত যুগ প্রমাণ স্থান অবিমুক্তক্ষেত্র তথায়

ব্রহ্মেশানো দক্ষিণে সম্প্রদিষ্ট
স্তত্‌ প্রোক্তং ভবনং বিশ্বভর্ত্তুঃ ॥ ৫৮ ॥

মুনয় ঊচুঃ ।

ভগবন্ ভবতা প্রোক্তং ক্ষেত্রং শম্ভোশ্চতুর্বিধম্ ।
কিং কিং ফলং লভেদ্ ব্রহ্মন্ তত্রতত্র মৃতো জনঃ ॥ ৫৯ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

চতুর্বিধেপি ক্ষেত্রেস্মিন্ প্রমীতো গর্ভযাতনাম্ ।
নৈবাপ্নোতি মুনিশ্রেষ্ঠা বিশেষোয়ং পরঃস্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥
কাশ্যাং মৃতস্তু সালোক্যং সাক্ষাৎ প্রাপ্নোতি সত্তমাঃ ।
ততঃ সরূপতাং যাতি ততঃ সান্নিধ্যমশ্নুতে ॥ ৬১ ॥
ততো ব্রহ্মৈকতাং যাতি ন পরাবর্ত্ততে পুনঃ ।
বারাণস্যাং মৃতো জন্তুঃ সাগরূৎসারূপ্যমশ্নুতে ॥ ৬২ ॥
ততঃ সান্নিধ্য মায়াতি ততো ব্রহ্মৈকতামিয়াৎ ।

নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়। পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর, পূর্ব্বে গঙ্গা, উত্তরে ভারভূতেশ্বর এবং দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর এতন্মধ্যেই বিশ্বনাথের ভবন ॥ ৫০—৫৮ ॥

মুনিগণ কহিলেন, ভগবান্ আপনি কাশী ক্ষেত্রকে চতুর্ব্বিধ রূপে বর্ণন করিলেন, তন্মধ্যে কোন্ স্থানে মৃত ব্যক্তি কি কি ফল লাভ করে তাহা বলুন ॥ ৫৯ ॥

ভৃগু কহিলেন, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তি আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করে না, তবে বিশেষ এই যে, যে ব্যক্তি কাশীতে মরে, সে প্রথমত সালোক্য মুক্তি

অবিমুক্তে বিপন্নস্তু সাক্ষাৎসান্নিধ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥
ততশ্চিদানন্দময়ে ব্রহ্মণ্যেব বিলীয়তে ।
সলোকতাং সরূপত্বং সান্নিধ্যং চাপি লভ্যতাং ॥ ৬৪ ॥
কল্পং কল্পমবাপ্নোতি ততো ব্রহ্মাত্মকো ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

মুনয় উচুঃ ।

সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ত্বদ্বক্ত্রং ভাবিতং হি নঃ ।
অতঃ পরমিদং ব্রূহি আনাবির্ভাব নিশ্চয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ভৃগুরুবাচ ।

চতুর্ধা ভাবিতে ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ভগবাংশ্চয়ং ।
ব্যাচষ্টে তারকং বাক্যং ব্রহ্মৈক্য প্রতিবোধকম ॥ ৬৭ ॥

করিয়া পরে পুনরাবৃত্তি রহিত ব্রহ্মৈক্য লাভ করিয়া থাকে। আর বারাণসীতে মৃত ব্যক্তি প্রথমেই সারূপ্য, তৎপরে সান্নিধ্য এবং তৎপরে ব্রহ্মৈক্য লাভ করে। অবিমুক্তে মৃত ব্যক্তি প্রথমেই সান্নিধ্য মুক্তি লাভ, তৎপরে চিদানন্দময় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। এই সালোক্য, সারূপ্য ও সান্নিধ্য এক এক কল্প ভোগ করিয়া পরে ব্রহ্মেতে লীন হয় ॥ ৬০—৬৫ ॥

মুনিগণ কহিলেন, হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ! একণে কোথায় নিশ্চয়ই আনাবির্ভাব হয় তাহা বলুন ॥ ৬৬ ॥

ভৃগু কহিলেন, এই চতুর্ব্বিধ ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মৈক্য প্রতিবোধক তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, তবে স্থান মাহাত্ম্য নিবন্ধন তত্তৎস্থানে মৃত ব্যক্তি ভোগ পূর্ব্বক অপবর্গ প্রাপ্ত হয়,

তথাপি তত্র সামর্থ্যাৎ তত্রতত্র মৃতস্য হ।
ভোগপূর্ব্বাপবর্গাপ্তি র্জীবন্মুক্ত দশৈব সা॥ ৬৮॥
অন্তর্গেহ বিপন্নস্তু সাক্ষাৎ কৈবল্য মাপ্নুয়াৎ।
উপায়ং চাত্র বক্ষ্যামি যেনোপায়েন লভ্যতে॥ ৬৯॥
জন্মান্তর সহস্রৈস্তু বিহিতৈর্ধর্ম্মকর্ম্মভিঃ।
মহাদেবার্পিতৈঃ সাহি প্রাপ্যাবৈশ্বেশ্বরী পুরী॥ ৭০॥
শম্ভোরনুগ্রহাদেব শঙ্করারাধনে স্থিতৈঃ।
তৎক্ষেত্রং প্রাপ্যতে বিপ্রা নান্যৈঃসাধন কোটিভিঃ॥৭১॥
রহস্যমিহ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ।
নৈতৎক্ষেত্র সমংকিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ৭২॥
অধিকং বা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সত্যমেব ব্রবীমিবঃ।
তিষ্ঠেদত্র স্বধর্ম্মেণ দেহ পাত পরীপ্সয়া॥ ৭৩॥

কিন্তু তাহাদের সেই ভোগাবস্থাও জীবন্মুক্ত দশা। আর যে ব্যক্তি অন্তর্গৃহে মৃত হয়, সে সাক্ষাৎ কৈবল্য লাভ করে। যে উপায়ে সেই কাশীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও বলিতেছি। সহস্র জন্ম ব্যাপিয়া বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করত তৎসমুদয় কর্ম্মের ফল মহেশ্বরে অর্পণ করিলে, সেই ফলে কাশী লাভ হয়। মহেশ্বরের অনুগ্রহেই তাঁহার সেবক গণ সেই পুরী লাভ করিতে সমর্থ হন, তদ্ভিন্ন শত সহস্র উপায়ান্তরে কাশী লাভ করা যায় না। ইহার যথার্থ রহস্য আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। সত্যই বলিতেছি যে, ত্রিভুবন মধ্যে এই

পাতকং নৈব কুর্ব্বীত কথঞ্চনপিলেশকং।
প্রমাদকৃতলোপায় প্রতি ভূতং বিভোগ্রহন্ ॥ ৭৪ ॥
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং নিত্যং তৎকল্মষজিহীর্ষয়া।
অয়ন দ্বিতয়েকুর্য্যাদ্ বারাণস্যাঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৭৫ ॥
প্রতি সম্বৎসরং চাপি কাশী মধ্যাভিতশ্চরেৎ।
ত্রিচতুর্দ্দশ লিঙ্গানাং ভূতে পূজা পরো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥
চতুর্দ্দশানামপিচ শিব ভূতে হর্চকো ভবেৎ।
রুদ্র সূক্তং জপেন্নিত্যং রুদ্রমন্ত্রঞ্চ শীলয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
প্রাণমন্ত্রং রুদ্ররূপং ভাবয়েদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিরক্তঃকামনাহীনো দ্বেষদম্ভাদি বর্জ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥
নিবসেৎ সততং কাশ্যামেবং ব্রহ্মৈব পশ্যতি ॥ ৭৯ ॥

ক্ষেত্র নাই ॥ ৬১—৭৩ ॥ ঐ ক্ষেত্র পাত অভিলাষে নিরন্তর এই ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া বাস করিবে এবং কোন প্রকার পাপাচরণ করিবে না। প্রমাদ বশত যে পাপ অর্জ্জিত হইবে, তাহার শান্তির জন্য প্রতি চতুর্দ্দশীতে অন্তর্গৃহ প্রদক্ষিণ করিবে, অয়ন দ্বয়ে বারাণসীর প্রদক্ষিণ এবং বৎসরে একবার কাশী প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ৭৪—৭৬ ॥ প্রতি চতুর্দ্দশীতে ত্রিচতুর্দ্দশ লিঙ্গের পূজা করিবে এবং শিব চতুর্দ্দশীতে চতুর্দ্দশ লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সতত রুদ্র সূক্ত ও রুদ্র মন্ত্র জপ করিবে। সতত বিরক্ত চিত্তে দ্বেষদম্ভাদি রহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে কাশীতে বাস করিবে; এই রূপে বাস করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম দর্শন

কিমত্র চিত্রং বিপ্রেন্দ্রাঃ কাশ্যাং মুক্তি সমাগমে।
ভাগীরথী বিমিশ্রায়াং তীর্থ সামর্থ্য সংসদি ॥ ৮০ ॥
কেবলা জাহ্নবী বিপ্রা জ্ঞাতাজ্ঞাতাথ বা পুনঃ।
অপবর্গং বিতরতি স্বতোয়ত্যক্তদেহিনঃ ॥ ৮১ ॥
যস্য কস্যাপি বা জন্তোর্ভাগীরথ্যাং মৃতায়ুষঃ।
নদুর্লভো ব্রহ্ম ভাব স্তৎসদ্দ ক্ষপিতাংহসঃ ॥ ৮২ ॥
চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম গঙ্গা ভাব মুপাগতম্।
ব্রবীমি সত্য মেবৈতৎ মাত্রবঃ সংশয়ো ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥
ইয়ং সোমোদ্ভবা পুণ্যা সরিতোন্যাশ্চ যা ভুবি।
তাঃ সর্ব্বা জাহ্নবী তোয় মাপ্লুতা এব পাবিকাঃ ॥ ৮৪ ॥
রত্নাকরোপি মুনিনা শোষিতঃ কুম্ভযোনিনা।

করিবে। হে দ্বিজগণ! যেখানে ভাগীরথীও সমস্ত তীর্থ বিরাজমান তথায় মুক্তি লাভ হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? একা জাহ্নবীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকিয়াও নিজ তোয়ে পরিত্যক্ত জীবন যে কোন জীবকে মুক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন, যাহারা ভাগীরথীতে প্রাণ ত্যাগ করে, সেই সমস্ত নিষ্পাপি ব্যক্তি গণের পক্ষে ব্রহ্ম ভাব দুর্লভ নহে। কারণ চিদানন্দ ময় পরম ব্রহ্মই গঙ্গারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা আপনাদিগকে সত্যই বলিলাম, আপনারা এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। এই যে পবিত্র নর্ম্মদা নদী, বা জগতে আরও যে সমুদয় পবিত্র নদী আছেন, ইঁহারা সকলেই

ভাগীরথী জলৈরেব পূর্ণকল্লোলমালাস্তুং ॥ ৮৫ ॥
এবং প্রভাবা নির্ব্বাণ তোয় রাশি বহা নদী।
ভাগীরথী বিলসতি ক্ষেত্রে শম্ভো বিমুক্তিদে ॥ ৮৬ ॥
একৈকমপিবিপ্রেন্দ্রাঃ সাক্ষান্মুক্তি সাধনম্।
নচিত্রমত্রদ্বিতয়ং যন্নির্ব্বাণায় কল্প্যতে ॥ ৮৭ ॥
কীকটেপি প্রমীতস্য পাপকর্ম্মরতস্য চ।
যদ্যস্থিখণ্ডং গঙ্গায়াং নিপতেদ্দৈবযোগতঃ ॥ ৮৮ ॥
তদাসৌ ক্ষীণ পাপঃ সন্ দিব্যভোগ সমন্বিতঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৮৯ ॥
স্বর্ধুনী স্বর্গদা যত্র সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতা।
তাং কাশীং কোন সেবেত ভীম সংসার মুক্তয়ে ॥ ৯০ ॥

অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক বিশোষিত রত্নাকর ও গঙ্গার জল-রাশিতেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। এতাদৃশ মহিমান্বিতা গঙ্গা মহেশ্বরের ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন। হে দ্বিজগণ! কাশী ও গঙ্গা প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন, ইঁহারা উভয়েই যথায় বিরাজিমান, তথায় মুক্তি হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? কীকট দেশে মৃত অতি পাপাত্মারও অস্থি যদি গঙ্গাতে পতিত হয়, তবে সেও নিষ্পাপ দেহে দিব্য ভোগ ভাগী হইয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গ লোকে বাস করিয়া থাকে। ৮৫—৮৯। যেখানে সর্ব্ব তীর্থ সমন্বিতা সেই গঙ্গা বিরাজমানা, ভয়ঙ্কর সংসার হইতে মুক্তি লাভের জন্য কোন্ ব্যক্তি সেই কাশীর সেবা না করে? আপনাদিগকে আমি কাশীর এই

ইতোত্তমো ময়াখ্যাতং কাশী মাহাত্ম্য মুত্তমম্ ।
যস্য শ্রবণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯১ ॥

সূত উবাচ ।

শৌনকৈবং ভগবতা ভৃগুণাভৃগু সূনুনা ।
শম্ভোঃ ক্ষেত্রস্য মহিমা প্রোক্তঃ সর্ব্বহিতেচ্ছয়া ॥ ৯২ ॥
এতস্য শ্রবণাদেব পাপ সঞ্জাতপঞ্জরম্ ।
সদ্যো বিলয় মায়াতি তূলমগ্নাবিবাহিতম্ ॥ ৯৩ ॥
শ্রোতব্য মন সূয়দ্ভিঃ পঠনীয়ং প্রযত্নতঃ ।
এনসাং বিপ্রণাশায় প্রীতয়ে পার্ব্বতীপতেঃ ॥ ৯৪ ॥
এত দেব পরং তত্ত্ব মেতদেব পরংতপঃ ।
ইতি মত্বা প্রযত্নেন জপেদিদ মনন্যধীঃ ॥ ৯৫ ॥
এতজ্জপেন সন্তুষ্টো মহাদেবঃ সনাতনঃ ।

উৎকৃষ্ট মহিমা বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৯০—৯১ ॥

সূত কহিলেন, হে শৌনক ! মহাত্মা ভৃগু সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য কাশীক্ষেত্রের এই মহিমা প্রচার করেন। ইহা শ্রবণ মাত্রেই অগ্নিতে তূল রাশির ন্যায় পাপ সমূহ জনিত পীড়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। মানবগণ পাপ বিনাশ ও মহেশ্বরের প্রীতির জন্য অসূয়া রহিত হইয়া যত্ন সহকারে যেন ইহা পাঠ করে। এবং ইহাই পরম তত্ত্ব, ইহাই পরম তপস্যা ইহা বিবেচনা করিয়া অনন্য চিত্তে প্রযত্ন পূর্ব্বক যেন ইহা জপ করে।

দ্যাদভীপ্সিতানর্থাস্তাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৯৬ ॥

অষ্টোত্তরশতং মার্দ্দলিঙ্গানি পরিপূজ্য চ।

মাহাত্ম্যং শৃণুয়াৎ কাশ্যাঃ প্রত্যহং নিয়মান্বিতঃ ॥ ৯৭ ॥

তস্য সম্বৎসরেণস্যাৎ পুত্রঃ শীল গুণান্বিতঃ।

দীর্ঘায়ুর্ভাগ্যবান্ শিবারাধন তৎপরঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে কাশী মাহাত্ম্যে ভৃগু মুনীন্দ্র সম্বাদে

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বিষয় সমূহ সম্পাদন করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৯৫—৯৬ ॥ প্রত্যহ নিয়ম পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া কাশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে এক বৎসরে সাধু চরিত্র, গুণান্বিত, দীর্ঘায়ু, ভাগ্যবান এবং শিবভক্ত সন্তান লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯৭—৯৮ ॥

ইতি পদ্ম পুরাণে কাশী মাহাত্ম্য পঞ্চম অধ্যায়।

সমাপ্ত।